ক্রোমিয়াম অরণ্য

SHAMS BOOK HOUSE
NIZAM ROAD

Scanned & Edited By:
RONY
shaibalrony@yahoo.com
01914882384

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের বই

বিজ্ঞান কল্পকাহিনী

নিঃসঙ্গ গ্রহচারী
ক্রোমিয়াম অরণ্য
নয় নয় শূন্য তিন
পৃ
একজন অতিমানবী

গল্প গ্রন্থ

একজন দুর্বল মানুষ
নূরুল এবং তার নোট বই

shaibalrony@yahoo.com

www.banglabook.com

ক্রোমিয়াম অরণ্য

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

সময় প্রকাশন

SHAMS BOOK HOUSE
171, CENTRAL PLAZA, O. R. NIZAM ROAD

Scanned By:
Rony
shaibalrony@yahoo.com
01914882384

www.banglabook.com

পূর্বকথা

শরতের এক রৌদ্রোজ্জ্বল অপরাহ্নে গভীর আকাশ থেকে নীচে নেমে এল একটি শুভ্র গোলক। মাটির কাছাকাছি এসে প্লুটোনিয়ামের সেই তুষার শুভ্র গোলক ফেটে পড়ল এক ভয়ংকর আক্রোশে, ভয়াবহ পারমানবিক বিস্ফোরণে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একটি নগরী। মানুষের হাহাকারে পৃথিবীর বাতাস ভারী হয়ে এল সেই বিষন্ন অপরাহ্নে। মানুষ কিন্তু তবু থেমে রইল না। প্রতিশোধের হিংস্র জিঘাংসা নিয়ে একে অন্যের উপর ঝাপিয়ে পড়ল অবিশ্বাস্য ক্ষীপ্রতায়। যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল লক্ষ লক্ষ বছরে সেটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল পরদিন সূর্য ওঠার আগে। পারমানবিক বিস্ফোরণে ধূলার মত উড়ে গেল পৃথিবীর জনপদ, সুরম্য অট্টালিকা, আকাশ ছোয়া নগরী।

তারপর বহুকাল পার হয়ে গেছে। পৃথিবী এখনো এক আদিগন্ত বিস্তৃত বিশাল ধ্বংসস্তুপ। সেই প্রাণহীন ধ্বংসস্তুপে এখনো ধিকি ধিকি করে জ্বলে আগুন, ঘুরে ঘুরে আকাশে উঠে কালো ধোঁয়া। তার মাঝে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় বিবর্ণ, রং ওঠা নিয়ন্ত্রনহীন কিছু ক্ষেপা রবোট। সমুদ্র, হ্রদ আর নদীতে দূষিত পানি, বিষাক্ত মাটি, বাতাসে তেজস্ক্রিয়তা আর তার মাঝে ধুকে ধুকে বেঁচে আছে কিছু মানুষ। সেই মানুষের জীবন বড় কঠোর, বড় নির্মম। তাদের চোখে কোন স্বপ্ন নেই, তাদের মনে কোন ভালবাসা নেই। তারা একদিন একদিন করে বেঁচে থাকে পরের দিনের জন্যে। প্রানহীন, ভালবাসাহীন, শুষ্ক, কঠিন, নিরানন্দ ভয়ংকর এক জীবন।

পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেই অল্প কিছু মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে গ্রুষ্টান- ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাওয়া পৃথিবীজোড়া সুরক্ষিত কম্পিউটারের ঘাটিগুলির যোগসুত্র। কোয়ার্টজের তন্তুতে অবলাল রশ্মিতে পরিব্যপ্ত এক অবিশ্বাস্য শক্তিশালী অপারেটিং সিষ্টেম।

ক্রোমিয়াম দেয়ালে হেলান দিয়ে আমি স্থির চোখে সামনে তাকিয়েছিলাম। যতদূর চোখ যায় ততদূর এক বিশাল বিস্তৃত ধ্বংসস্তূপ নিথর হয়ে পড়ে আছে। প্রাণহীন শুষ্ক নিষ্করুণ ভয়ংকর একটি ধ্বংসস্তূপ। শুধুমাত্র মানুষই একটি সভ্যতাকে এত যত্ন করে গড়ে তুলে তাকে আবার এত নিখুঁতভাবে সেটি ধ্বংস করতে পারে। শুধুমাত্র মানুষ।

বেলা ডুবে গেলে আমি ধ্বসে যাওয়া ভাঙ্গা কংক্রীটের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ক্রোমিয়ামের এই দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকি। পৃথিবীর বাতাস পুরোপুরি দূষিত হয়ে গেছে, অসংখ্য ধূলিকনায় সারা আকাশে একটি ঘোলাটে রং, সূর্য ডুবে যাবার আগে সূর্যালোক বিচ্ছুরিত হয়ে হঠাৎ কিছুক্ষনের জন্যে আকাশে বিচিত্র একটি রং খেলা করতে থাকে। সেই অপার্থিব আলোতে সামনের আদিগন্ত বিস্তৃত ভয়াবহ এই ধ্বংস্তূপকে কেমন যেন রহস্যময় দেখায়। দীর্ঘ সময় এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে হঠাৎ এই প্রাণহীন ধ্বংসস্তূপকে একটি জীবন্ত প্রাণীর মত মনে হতে থাকে। মনে হয় এক্ষুনি যেন সেটি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাড়াবে। আমি এক ধরনের অসুস্থ কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে থাকি, কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারি না।

সূর্য ডুবে যাবার পর হঠাৎ করে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়। তখন আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। পারমানবিক বিস্ফোরণে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী ধ্বংস হয়ে গেছে, বেঁচে আছে কিছু বিষাক্ত বৃশ্চিক এবং কুৎসিত সরীসৃপ। রাতের অন্ধকারে তারা জঙ্গালের ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে শুরু করে। আমি নেমে যাবার জন্যে উঠে দাড়ালাম ঠিক তখন নীচে থেকে রাইনুক নীচু স্বরে ডাকল, কুশান, তুমি কি উপরে ?

এটি আমাদের বসতির নির্জন অংশটুকু, এখানে আশে পাশে কেউ নেই, নীচু গলায় কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই– কিন্তু তবুও সবাই নীচু গলায় কথা বলে। সবার ভিতরে সব সময় কেমন এক ধরনের অস্পষ্ট আতংক, কারণটি কে জানে। আমিও নীচু গলায় বললাম, হ্যাঁ রাইনুক, আমি এখানে।

নীচে নেমে আস।

আসছি।

আমি আবছা অন্ধকারে সাবধানে পা ফেলে নীচে নেমে আসতে আসতে বললাম, তুমি কেমন করে জান আমি এখানে?

তোমার ঘরে গিয়েছিলাম। ক্রিশি বলেছে।

ও।

রাইনুক তরল গলায় হেসে বলল, আমি কখনো বুঝতে পারি না তুমি কেন ক্রিশির মত একটা রবোটকে নিজের সাথে রেখেছ!

কেন, কি হয়েছে? ক্রিশি খুব ভাল রবোট।

তৃতীয় প্রজাতির কপোট্রন, একটি কথা দশবার করে বলতে হয়। চতুর্থ শ্রেণীর যোগাযোগ মডিউল– আমার মনে হয় তুমি যদি এখন ভাল একটা রবোটের জন্যে আবেদন করে দাও কিছুদিনের মাঝে একটা পেয়ে যাবে।

আমার বেশ চলে যায়। আমি মাথা নেড়ে বললাম, ভাল রবোটের কোন প্রয়োজন নেই। ভাল রবোট দিয়ে আমি কি করব?

ঠিক। রাইনুক খানিক্ষন চুপ করে থাকে। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুমি রোজ ঐ উপরে উঠে বসে থাক কেন? যদি কোনদিন পা হড়কে পড়ে যাও? যদি হাত পা কিছু ভেঙ্গে যায় সর্বনাশ হয়ে যাবে। আস্ত্রোপোচারের রবোটের কপোট্রন কোন মডেলের তুমি জান?

জানি।

লিয়ানার কাছে শুনেছি ওষুধপত্রও নাকি খুব কমে এসেছে।

আমি কোন কথা বললাম না। রাইনুক খানিক্ষন চুপ করে থেকে বলল, চল যাই।

কোথায় ?

মনে নেই আজ গ্রষ্টান দেখা দেবে?

কিন্তু সে তো মাঝ রাতে।

একটু আগে যদি না যাই বসার জায়গা পাব না।

তাই বলে এত আগে?

এত আগে কোথায় দেখলে? রাইনুক মাথা নেড়ে বলল, খাবারের ঘর থেকে খাবার তুলে নিতে দেখবে কত সময় চলে যাবে। চল যাই।

আমি আর কিছু বললাম না। রাইনুকের সাথে কোন কিছু নিয়ে তর্ক করা যায় না। সে অল্পতে উত্তেজিত হয়ে উঠে, সবকিছুকে সে খুব বেশী গুরুত্ব দিয়ে নেয়। পৃথিবী যদি এভাবে ধ্বংস না হয়ে যেতো সে নিশ্চয়ই খুব বড় একটি প্রতিষ্ঠানে খুব দায়িত্বশীল একজন মানুষ হত। অনেক বড় বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনিয়ার। রকেট বিশেষজ্ঞ বা মহাকাশচারী। কিন্তু এখন সে আর কিছুই হতে পারবে না, ধ্বংস স্তূপের আড়ালে আড়ালে সে বেঁচে থাকবে। ধ্বসে পড়া বারোয়ারী খাবারের ঘরে বিস্বাদ খাবারের জন্যে হাতাহাতি করবে। বিবর্ণ কাপড় পরে ঘুরে বেড়াবে। প্রাচীন নির্বোধ রবোটের সাথে অর্থহীন তর্ক করে অনুজ্জল টার্মিনালের সামনে বসে থেকে বিষাক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে নিতে একদিন সে নিঃশেষ হয়ে যাবে। যেভাবে আরো অনেকে নিঃশেষ হয়েছে।

আমি আর রাইনুক পাশাপাশি হাঁটছি হঠাৎ সে আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, কুশান–

কি?

তোমাকে একটা প্রশ্ন করি?

কর।

তোমার কি মনে হয় না আমাদের জীবনের কোন অর্থ নেই?

রাইনুকের গলার স্বরে একধরনের হাহাকার ছিল যেটি হঠাৎ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে, তার জন্যে হঠাৎ আমার বিচিত্র এক ধরনের করুনা হতে থাকে। আমি কোমল গলায় বললাম, না রাইনুক, সেটা সত্যি নয়।

কেন নয়?

একজন মানুষের যখন কিছু করার থাকে না তখন তার জীবন অর্থহীন হয়ে যায়। আমাদের তো এখন অনেক কিছু করার আছে।

কি করার আছে ?

বেঁচে থাকার জন্যে কত কি করতে হয় আমাদের! প্রতি মুহূর্তে একটা করে নতন পরীক্ষা, একটা করে নূতন যুদ্ধ!

এটাকে তুমি জীবন বল?

জীবন বড় আপেক্ষিক। তার কোন চরম অবস্থান নেই। তুমি এই জীবনকে যেভাবে দেখবে সেটাই হবে তার অবস্থান।

রাইনুক কোন কথা না বলে মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল, অন্ধকারে আমি তার চোখ দেখতে পেলাম না কিন্তু আমি জানি তার দৃষ্টি ক্রুদ্ধ!

খাবারের ঘরটিতে খুব ভীড়। দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে সবাই ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে, একটি প্রতিরক্ষা রবোট স্ক্যানার হাতে নিয়ে মিছেই ছুটোছুটি করে রেটিনা স্ক্যান করে সবার পরিচয় নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করছিল। ভিতরে খাবার পরিবেশনকারী রবোটগুলি খাবারের ট্রে নিয়ে অর্থহীনভাবে ছুটোছুটি করছে, ট্রের উপরে গাঢ় বাদামী রংয়ের চতুষ্কোন বিস্বাদ খাবার।

দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে আমরা ভিতরে ঢুকে নিজের অংশের খাবারটুকু প্লেটে তুলে নিই। একটি ছোট বোতলে করে একটি রবোট আমাদের খানিকটা লাল রংয়ের তরল ধরিয়ে দিল, ভিতরে কি আছে কেউ জানে না, দীর্ঘদিন থেকে তবুও আমরা সেটা বিশ্বাস করে খেয়ে আসছি। ঘরের ভিতরে ভ্যাপসা গরম বসার জায়গা নেই। খাবারের ট্রে নিয়ে আমরা ইতস্ততঃ হাটাহাটি করতে থাকি। কি অকিঞ্চিতকর খাবার আর কি মন খারাপ করা পরিবেশ! শরীরের জন্যে পুষ্টিকর! তা না হলে মানুষ কেমন করে এই খাবার দিনের পর দিন খেয়ে যেতে পারে? রবোট হয়ে কেন জন্ম হয় নি ভেবে মাঝে মাঝে খুব দুঃখ হয়। তাহলে কানের নীচে একটা সৌর ব্যাটারী লাগিয়ে খাবারের কথা ভুলে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার রবোট হয়ে জন্ম হয় নি- তাই মাঝে মাঝেই আমার খুব ইচ্ছে করে একটা হ্রদের পাশে বসে আগুনে ঝলসিয়ে একটি তিতির পাখী খেতে, সাথে যবের রুটি আর আংগুরের রস! আমি কখনো এসব খাই নি, প্রাচীন গ্রন্থে এর উল্লেখ দেখেছি, ছাটা বেসে ছবি রয়েছে, মনে হয় নিশ্চয়ই খুব উপাদেয় খাবার হবে।

লাল রংয়ের পানীয়টুকু ঢক ঢক করে খেয়ে আমি আর রাইনুক খাবারের টুকরো দুটি হাতে নিয়ে বের হয়ে আসি। বাইরে অন্ধকার, স্থানে স্থানে ছোট ছোট সৌর সেল দিয়ে খানিকটা জায়গা আলোকিত করে রাখা আছে, খুব লাভ হয়েছে মনে হয় না। বরং মনে হয় তার আশে পাশে অন্ধকার যেন আরো জমাট বেঁধে আছে। যদি কোন আলো না থাকত তাহলে সম্ভবতঃ অন্ধকারে আমাদের চোখ সয়ে আসত, আমরা আরো স্পষ্ট দেখতে পারতাম। কিন্তু মানুষ মনে হয় অন্ধকারকে সহ্য করতে পারে না, যত অল্পই হোক তাদের একটু আলো দরকার। দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষের রবোটের মত অবলাল সংবেদী চোখ নেই।

গ্রুষ্টান আমাদের দেখা দেবার জন্যে শহরের মাঝামাঝি প্রাচীন হল ঘরটি বেছে নিয়েছে। হল ঘরের এক অংশ খুব খারাপ ভাবে ধ্বসে যাবার পরও সামনের অংশটুকু মোটামুটি অবিকৃত ভাবে দাড়িয়ে আছে। পৃথিবী ধবংস হয়ে যাওয়ার আগে এই হলঘরটিতে দুই থেকে তিন হাজার মানুষ বসতে পারত, এখন সেটি সম্ভব নয়- তার প্রয়োজনও নেই। আমাদের এই বসতিতে সব মিলিয়ে তেষট্টি জন মানুষ, যার মাঝে বেশীর ভাগই প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ এবং অনেকগুলি রবোট। পারমানবিক ব্যাটারীর অভাব বলে বেশীরভাগ রবোটকেই অচল করে রাখা আছে, নেহায়েৎ প্রয়োজন না হলে সেগুলি চালু করা হয় না।

প্রাচীন হল ঘরটিতে এর মাঝেই লোকজন আসতে শুরু করেছে। বসার জন্যে কোন আসন নেই, শক্ত পাথরের মেঝেতে পা মুড়ে বসতে হয়। সামনে একটি লাল

কার্পেট বিছিয়ে রাখা হয়েছে বাম পাশে একটি যোগাযোগ মডিউল ডান পাশে প্লাটিনামের একটি পাত্রে গাঢ় সবুজ রংয়ের একধরণের পানীয়। এটি লিয়ানার জন্যে নির্ধারিত জায়গা, সে এই বসতির তেষট্টিজন মানুষ এবং কয়েক শতাধিক সচল ও অচল রবোটের দলনেত্রী। সে এখনো আসে নি। তার জন্যে জায়গা আলাদা করে রাখা হয় তাই আগে থেকে এসে অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজনও নেই।

আমি আর রাইনুক হল ঘরের মাঝামাঝি পা মুড়ে বসে পড়ি। গ্রুষ্টান যতবার আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে ততবার আমাদের মেঝেতে পা মুড়ে বসতে হয়েছে। অপার্থিব কোন ব্যক্তিকে সম্মান দেখানোর এই পদ্ধতিটি প্রাচীন কিন্তু নিঃসন্দেহে কার্যকরী। আমি মাথা ঘুরিয়ে চারিদিকে তাকালাম। বেশীর ভাগ মানুষই চুপ করে বসে আছে। যারা কথা বলছে তাদের গলার স্বর নীচু এবং চোখে এক ধরনের চকিত দৃষ্টি। একটু পরে পরে মাথা ঘুরিয়ে দেখছে। কান পেতে থাকলে ঘরে নীচু শব্দ তরঙ্গের এক ধরনের ভোতা শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোন একটি শক্তিশালী পাওয়ার সাপ্লাই চালু করা হয়েছে। আমি সামনে তাকালাম, একটু খুঁটিয়ে দেখার পরই চার কোনায় লেজার রশ্মি নিয়ন্ত্রনের জন্যে শক্তিশালী লেন্সগুলি চোখে পড়ল। ঘরের মেঝে থেকে ছোট ছোট টিউব বের হয়ে এসেছে তরল নাইট্রোজেনের সাথে জলীয় বাষ্প মিশিয়ে সাদা ধোয়াঁর মত কিছু বের করা হবে। সংবেদী স্পীকারগুলি অনেক খুঁজেও বের করতে পারলাম না, নিশ্চয়ই সেগুলি হলঘরের দেয়ালে, ছাদে, মেঝেতে যত্ন করে লাগিয়ে রাখা হয়েছে। গ্রুষ্টানের দেখা দেয়ার সময় পুরো ব্যাপারটির নাটকীয় অংশটুকু খুব যত্ন করে করা হয়।

ঘরে যে মৃদু কথাবার্ত্তা হচ্ছিল হঠাৎ সেটি থেমে যায়, আমি চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি লিয়ানা এসেছে। লিয়ানার বয়স খুব বেশী নয়, অন্ততঃ দেখে মনে হয় না। তার চেহারায় এক ধরনের কাঠিন্য রয়েছে কিন্তু শরীরটি অপূর্ব। অর্ধস্বচ্ছ নিও পলিমারের একটি কাপড়ের নীচে তার সুডৌল শরীরটি আবছা দেখা যাচ্ছে। সুগঠিত বুক, মেদহীন কোমল দেহ, মসৃন ত্বক। তার চুলে এক ধরনের ধাতব রং সেগুলি মাথার উপরে ঝুটির মত করে বাঁধা। লিয়ানার চোখের মনি নীল, দেখে মনে হয় সেখানে আকাশের গভীরতা।

লিয়ানা কোন কথা না বলে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল, আমরা সবাই হাত নেড়ে তার প্রত্যুত্তর দিলাম। সে সামনে রাখা কার্পেটে পা ভাঁজ করে বসে পড়ে, তার ভঙ্গীটি খুব সপ্রতিভ এবং সাবলীল। তাকে দেখতেও বেশ লাগে, পুরুষ মানুষের কামনাকে প্রশ্রয় দেয় বলেই কি না কে জানে। আমি যতদূর জানি লিয়ানা একা থাকতে ভালবাসে। মাঝে মাঝে বসতির কোন সুদর্শন পুরুষকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় কিন্তু কখনো একজনের সাথে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছে বলে মনে পড়ে না।

লিয়ানা প্লাটিনামের পাত্র থেকে সবুজ রংয়ের তরলটি চুমুক দিয়ে খেয়ে যোগাযোগ মডিউলটি স্পষ্ট করতেই ঘরের আলো আস্তে আস্তে নিষ্প্রভ হয়ে আসতে থাকে। আমরা লিয়ানার গলার স্বর শুনতে পেলাম, তার গলার স্বরটি একটু শুষ্ক, দীর্ঘ সময় উচ্চস্বরে কথা বলে গলার স্বর একটু ভেঙ্গে গেলে যেরকম শোনায় অনেকটা সেরকম। সে চাপা গলায় বলল, মহান গ্রুষ্টান আসছেন আমাদের কাছে।

তোমরা সবাই আমার সাথে মাথা নীচু করে সম্মান প্রদর্শন কর মহামান্য গ্রুষ্টানকে। গ্রুষ্টান! আমাদের জীবন রক্ষাকারী গ্রুষ্টান। মহান সর্বশক্তিশালী গ্রুষ্টান।

আমরা মাথা নীচু করে বিড় বিড় করে বললাম, মহান সর্বশক্তিশালী গ্রুষ্টান।

হলঘরের সামনের অংশটুকু এক ধরনের সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে যেতে থাকে। তরল নাইট্রোজেন বাষ্পীভূত হয়ে ঘরটাকে শীতল করে দেয়, আমি একটু শিউরে উঠি। খুব ধীরে ধীরে একটি সংগীতের সুর বেজে উঠে, সেটি একই সাথে সুখ এবং বিষাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। সংগীতের লয় দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে সুখ এবং বিষাদের পরিবর্তে হঠাৎ আনন্দ এবং শংকার অনুভূতি প্রবল হয়ে আসে। ধীরে ধীরে সংগীতের সুর মানুষের আর্ত চিৎকার আর হাহাকারের মত শোনাতে থাকে। ধীরে ধীরে সেই শব্দ বেড়ে উঠে হলঘরের দেয়াল থেকে প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করে, আমরা এক ধরনের আতংকে চোখ বন্ধ করে ফেলি। হঠাৎ করে সমস্ত শব্দ থেমে গিয়ে এক ধরণের ভয়ংকর নৈঃশব্দ্য নেমে আসে। আমরা চোখ খুলে তাকালাম, দেখতে পেলাম আমাদের সামনে শূন্যে গ্রুষ্টান স্থির হয়ে দাড়িয়ে আছে। তার হালকা সবুজ রংয়ের দেহ মনে হয় কেউ জেড পাথর কুঁদে তৈরী করেছে। শরীর থেকে এক ধরণের স্বচ্ছ আলো ঠিকরে বের হচ্ছে। অপূর্ব কান্তিময় মুখাবয়ব, একই সাথে মানব এবং মানবী। একই সাথে কঠোর এবং কোমল। একই সাথে হাসিখুশী এবং বিষাদগ্রস্ত। তার দেহ এক ধরনের অর্ধস্বচ্ছ কাপড়ে ঢাকা, এক দৃষ্টে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ধীরে ধীরে সে দুই হাত উপরে তুলে ভারী গমগমে গলায় কথা বলে উঠে, আমার প্রিয় মানুষেরা, তোমাদের জন্যে আমার ভালবাসা।

আমরা নীচু গলায় বললাম, ভালবাসা। আমাদের ভালবাসা।

তোমাদের সামনে আসতে পেরে আমি ধন্য।

আমরা বললাম, ধন্য। আমি ধন্য।

আমি অভিভূত।

আমি অভিভূত। অভিভূত।

তোমাদের জন্যে রয়েছে অভূতপূর্ব সুসংবাদ। গোপন এক কুঠুরীতে আবিষ্কার করেছি বিশাল প্রোটিনের সম্ভার। তোমাদের জন্যে রয়েছে অঢেল খাবার।

আমরা হর্ষধ্বনী করে চিৎকার করে উঠি, জয়! মহান গ্রুষ্টানের জয়!

নূতন নেটওয়ার্কে যুক্ত করেছি আরেকটি বিশাল ভূখণ্ড সেখানে আবিষ্কার করেছি আরো একটি জনপদ।

জয়! মানুষের জয়!

পাহাড়ের গুহায় খুঁজে পেয়েছি ঔষধের কারখানা। সেখানে রয়েছে দীর্ঘ সময়ের জন্যে অঢেল প্রয়োজনীয় ঔষধ। রোগ শোকের বিরুদ্ধে রয়েছে তোমাদের আশ্চর্য নিরাপত্তা।

নিরাপত্তা! আশ্চর্য নিরাপত্তা!

শুধু তাই নয়- গ্রুষ্টানের মুখ হঠাৎ হাসিতে উজ্জল হয়ে উঠে, পৃথিবীর অপর প্রান্তের এক ল্যাবরেটরীতে রয়েছে অপূর্ব সব সফটওয়ার। তাদের উৎকর্ষতার কোন তুলনা নেই। মহান শিল্পকর্মের মত হবে তার আবেদন। আমি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেব এই মহান সৃষ্টি। তোমাদের জীবন হবে অপূর্ব আনন্দময়-

আনন্দময়! অপূর্ব আনন্দময়!

গ্রুষ্টানের গলার স্বর আবেগে কাঁপতে থাকে। তার সুরেলা কণ্ঠস্বরে সারা ঘরে এক ধরণের উচ্ছাস ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর নূতন মানুষ নিয়ে সে নূতন জীবনের কথা বলে, নূতন স্বপ্নের কথা শোনায়। আমাদের বুকে নূতন এক ধরনের আশা জাগিয়ে তুলে। তার গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গী, গভীর আবেগ আমাদের মন্ত্রমুগ্ধের মত করে রাখে। আমাদের শরীর শিহরিত হয়ে উঠতে থাকে, আমরা এক ধরণের রোমাঞ্চ অনুভব করতে থাকি। আমরা যেন একটি স্বপ্নের জগতে চলে যাই।

এক সময় গ্রুষ্টানের কথা শেষ হল, আমরা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। বুকের ভিতর তখনো কেমন যেন শিহরণ।

লিয়ানা মাথা নীচু করে বলল, মহামান্য গ্রুষ্টান।

বল লিয়ানা।

আমরা আমাদের এই বসতিতে আমাদের শিশুদের শিক্ষা দিতে চাই। প্রস্তুত করতে চাই নূতন জীবনের জন্যে।

অবশ্যি লিয়ানা। অবশ্যি শিক্ষা দেবে তোমাদের শিশুদের।

আমরা আপনার সাহায্য চাই মহামান্য গ্রুষ্টান।

অবশ্যি আমার সাহায্য তোমরা পাবে লিয়ানা। অবশ্যি পাবে। আমি তোমাদের সাহায্য করব নতুন জীবনের আশার বাণী শেখাতে। ভালবাসার কথা স্বপ্নের কথা-

আমি গণিত শাস্ত্র, বিজ্ঞান, মহাকাশবিদ্যা জিনেটিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের কথা বলছিলাম-

গ্রুষ্টানের মুখে হঠাৎ এক ধরনের চাপা হাসি খেলা করতে থাকে। হাসতে হাসতে সে তরল গলায় বলল, না লিয়ানা, না। মানব শিশুকে তোমরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঠেলে দিও না। মানুষের শিক্ষা হবে শিল্পে, সাহিত্যে, সৌন্দর্যে। আশায় ভালবাসায়। নূতন স্বপ্নে। ব্যবহারিক জ্ঞান দিয়ে তাদের মনকে কলুষিত কর না। গণিত শাস্ত্র, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি দিয়ে তাদের বিভ্রান্ত কর না। এই জ্ঞান খুব নীচু স্তরের জ্ঞান। এই জ্ঞান মানুষের উপযুক্ত জ্ঞান নয়। এই জ্ঞান চর্চা করবে রবোটেরা, তুচ্ছ রবোটেরা, তাদের হাস্যকর কপোট্রনে। মানুষের অপূর্ব মস্তিষ্ক এই জ্ঞানের অনেক উর্দ্ধে।

লিয়ানা ইতস্ততঃ করে বলল, কিন্তু মহামান্য গ্রুষ্টান-

এর মাঝে কোন কিন্তু নেই লিয়ানা। মানুষের মস্তিষ্কে রয়েছে অচিন্তনীয় কল্পনা শক্তি। তাদের সেই অভূতপূর্ব শক্তিকে বিকশিত হতে আমাকে সাহায্য করতে দাও। প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের যুক্তি তর্কের সীমায় তাদের আবদ্ধ কর না। সেই অকিঞ্চিতকর জ্ঞানটুকু আমি রবোটের কপোট্রনে সঞ্চারিত করে দেব। তোমাদের সেবায় রবোটেরা সেই জ্ঞানটুকু সমস্ত শক্তি দিয়ে নিয়োজিত করবে।

লিয়ানা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মহামান্য গ্রুষ্টান-

বল লিয়ানা।

আমাদের আরো একটি কথা ছিল।

বল লিয়ানা। তোমাদের কথা শুনতেই আমি আজ এসেছি।

আমাদের এই বসতিতে শিশুর সংখ্যা খুব কম। আমাদের আরো শিশুর প্রয়োজন। আমাদের পুরুষ এবং মহিলারা একটি করে পরিবার সৃষ্টি করতে পারে,

একটি দুটি শিশু নিয়ে সেই পরিবারটি নূতন জীবন শুরু করতে পারে। ভ্রূন ব্যাংক থেকে আমরা কি কিছু নূতন শিশু পেতে পারি?

গ্রুষ্টান দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, লিয়ানা আমি তোমাদের বলেছি তোমরা যখন প্রস্তুত হবে আমি ভ্রূন ব্যাংক থেকে তোমাদের শিশু এনে দেব। কিন্তু সে জন্যে তোমাদের প্রস্তুত হতে হবে–

আমরা প্রস্তুত মহামান্য গ্রুষ্টান।

না–গ্রুষ্টান তীব্র স্বরে বলল, তোমরা প্রস্তুত নও। তোমাদের মাঝে এখনো অসংখ্য ক্ষুদ্রতা, হীনমন্যতা, অসংখ্য কুটিলতা। তোমাদের মাঝে এখনো নানা ধরনের রুঢ়তা–এখনো ভালবাসার খুব অভাব। নূতন শিশু তোমাদের মাঝে এসে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে না লিয়ানা। আমি জানি।

লিয়ানা মাথা নীচু করে বসে রইল। গ্রুষ্টান লিয়ানার কাছে এগিয়ে এসে বলল, লিয়ানা, আমি তোমাদের বুক আগলে বাঁচিয়ে রেখেছি, ক্ষুধায় খাবার দিয়েছি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে আশ্রয় দিয়েছি, রোগ শোকে ঔষধ দিয়েছি, চিকিৎসা দিয়েছি। আমি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি, যখন সময় হবে তোমাদের হাতে নূতন শিশু তুলে দেব। তাদের নিয়ে তোমরা আবার নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করবে পৃথিবীতে। যে সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে তার থেকে অনেক বড় হবে সেই সভ্যতা। অনেক মহান। সেটাই আমার স্বপ্ন। আমার আশা।

লিয়ানা নীচু গলায় বলল, আপনার স্বপ্ন সফল হোক মহামান্য গ্রুষ্টান।

আমরা বিড় বিড় করে বললাম, সফল হোক। সফল হোক।

বিদায় আমার প্রিয় মানুষেরা।

বিদায়।

গ্রুষ্টান ভেসে ভেসে উপরে উঠে গিয়ে স্থির হয়ে দাড়িয়ে বলে, আবার আমি আসব তোমাদের কাছে। আবার কথা বলব। কিন্তু জেনে রাখ, আমাকে যদি তোমরা নাও দেখ আমি কিন্তু তোমাদের সাথে আছি। সর্বক্ষণ আমি তোমাদের সাথে আছি। প্রতি মুহূর্তে। আমার ভালবাসার বন্ধনে তোমরা জড়িয়ে আছ আমার সাথে–তোমরা সবাই–প্রতিটি মানুষ।

সমস্ত হল ঘরটি হঠাৎ গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল। কয়েকমুহূর্ত এক ধরনের অসহনীয় নীরবতা, হঠাৎ এক ধরণের যান্ত্রিক শব্দ হতে থাকে মানুষের সম্মিলিত হাহাকারের মত। সেই শব্দ ঘরের এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকি–এক সময় শব্দ থেমে আসে, সমস্ত ঘরে আবার নীরবতা নেমে আসে। তখন হঠাৎ করে ঘরের ছাদে ঘোলাটে হলুদ আলো জ্বলে উঠে। আমরা মাথা উচু করে একে অন্যের দিকে তাকাই, সবার চোখ এক ধরণের উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করছে। কেউ কোন কথা বলছে না, চুপ করে বসে আছে।

সবচেয়ে প্রথম কথা বলল বৃদ্ধ ক্লাউস। মাথার সাদা চুল পিছনে সরিয়ে সে কাঁপা গলায় বলল, গ্রুষ্টানের উপস্থিতি একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। মন প্রাণের সব ধরণের অবসাদ কেটে গিয়ে এক ধরণের সতেজ ভাব এসে যায়।

কম বয়সী রিশি বলল, সমস্ত শরীর শিউরে শিউরে উঠে! সে তার হাতটি সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই দেখ এখনো আমার গায়ে কাটা দিয়ে উঠছে।

ক্লাউস আবার বলল, আমাদের কত বড় সৌভাগ্য আমরা গ্রুষ্টানের স্নেহধন্য হয়েছি। তার ভালবাসা পেয়েছি।

ক্লাউসের চোখ জ্বল জ্বল করতে থাকে, সে হঠাৎ দুই হাত উপরে তুলে উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠে, জয় হোক। গ্রুষ্টানের জয় হোক।

ঘরের অনেকে তার সাথে যোগ দিয়ে বলল, জয় হোক।

ঠিক তখন হেঁটে হেঁটে লিয়ানা কাছে এসে দাড়াল, তাকে একই সাথে ক্লান্ত এবং বিষন্ন দেখাচ্ছে। ক্লাউস লিয়ানার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, আমাদের কত বড় সৌভাগ্য গ্রুষ্টান আমাদের এত স্নেহ করে।

লিয়ানা কিছু বলল না। ক্লাউস আবার বলল, গ্রুষ্টানের সাথে সময় কাটালে মন প্রাণ পবিত্র হয়ে যায়।

আমার কি হল জানি না হঠাৎ করে বলে ফেললাম, কিন্তু গ্রুষ্টান তো একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম ছাড়া আর কিছু না!

ঘরের ভিতরে হঠাৎ যেন একটা বজ্রপাত ঘটে গেল। যে যেখানে ছিল সেখানে পাথরের মত স্থির হয়ে দাড়িয়ে যায়। কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই বিস্ফোরিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ঘুরে সবার দিকে তাকালাম, হঠাৎ করে কেমন জানি এক ধরণের আতংক অনুভব করতে থাকি।

লিয়ানা খুব ধীরে ধীরে ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি বলেছ কুশান?

আমি আবার মাথা ঘুরিয়ে সবার দিকে তাকালাম, কারো মুখে কোন কথা নেই, সবাই স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। লিয়ানা আবার বলল, কুশান–

বল।

তুমি কি বলেছ?

আমি–আমি–হঠাৎ প্রায় মরীয়া হয়ে বলে ফেললাম, আমি বলেছি যে গ্রুষ্টান একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম। রিকিভ ভাষায় লেখা একটি পরিব্যপ্ত অপারেটিং সিষ্টেম। মানুষের সাথে তার যোগাযোগ হয় হলোগ্রাফিক স্ক্রীনে। ত্রিমাত্রিক ছবিতে। সে একটি কৃত্রিম চরিত্র। সে সত্যিকারের কিছু নয়–

লিয়ানা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সত্যিকারের বলতে তুমি কি বোঝাও? ঈশ্বর ধরা ছোয়ার অনুভবের বাইরে ছিল তবুও কি পৃথিবীর মানুষ হাজার হাজার বৎসর ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে নি?

আমি কি বলব বুঝতে পারলাম না। লিয়ানা মাথা নেড়ে বলল, সব কিছুর একটা সময় আছে কুশান। উৎসবের সময় আছে শোকেরও সময় আছে। বিপ্লবের সময় আছে, বিদ্রোহেরও সময় আছে। সময়ের আগে কিছু করতে চাইলে অনেক বড় ঝুকি নিতে হয়। আমাদের–মানুষের এখন সেই ঝুকি নেয়ার শক্তি নেই কুশান।

আমি অবাক হয়ে লিয়ানার দিকে তাকালাম, তাকে হঠাৎ কি দুঃখী একটা মানুষের মত মনে হচ্ছে। আমার হঠাৎ ইচ্ছে হল তার মুখ স্পর্শ করে বলি, না লিয়ানা তুমি ভুল বলছ। আমাদের– মানুষের সেই শক্তি আছে। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারলাম না।

লিয়ানা খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, একটা পাহাড়ের উপর থেকে তুমি একটা পাথর গড়িয়ে দিয়েছ কুশান। নীচে পড়তে পড়তে পাথরটা ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যেতে পারে। আবার গতি সঞ্চয় করে অন্য পাথরকে স্থান চ্যুত করে বিশাল একটা ধ্বস নামিয়ে দিতে পারে। কোনটা হবে আমি জানি না। লিয়ানা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, আমি কিন্তু এখন কোনটাই চাই নি।

আমি তখনো কিছু বলতে পারলাম না। লিয়ানা খানিকক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে এক ধরণের বিষন্ন গলায় বলল, তুমি নিশ্চয়ই জান গ্রুস্টান আমাদের এই কথোপকথনটি শুনছে।

আমি জানতাম তবু কেন জানি একবার শিউরে উঠলাম।

গভীর রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, কেউ একজন আমার কপালে হাত রেখেছে। শীতল ধাতব হাত, নিশ্চয়ই নীচু শ্রেণীর একটা প্রতিরক্ষা রবোট। আমি চোখ খুলতেই দেখতে পেলাম একজোড়া সবুজ ফটোসেলের চোখ আমার উপর স্থির হয়ে আছে। আমি কাঁপা গলায় বললাম, কে?

আমি মহামান্য কুশান। কিউ-৪৩। একজন প্রতিরক্ষা রবোট।

কি চাও তুমি?

আমি আপনাকে নিতে এসেছি।

নিতে এসেছ?

হ্যাঁ, মহামান্য কুশান।

কোথায়?

সর্বোচ্চ কাউন্সিলের অধিবেশনে।

এত রাতে?

হ্যাঁ মহামান্য কুশান, জরুরী অধিবেশন।

আমি বিছানায় উঠে বসে বললাম, আমি যেতে চাই না, কিউ-৪৩।

আপনি নিজে থেকে যেতে না চাইলে জোর করে নিয়ে যাওয়ার আদেশ রয়েছে মহামান্য কুশান।

ও। আমি বিছানা থেকে নীচে নেমে দাড়ালাম। সামনের স্বচ্ছ দেয়ালে আমি নিজের প্রতিবিম্বটি দেখতে পেলাম, চেহারায় এক ধরণের বিপর্যস্ততার ছাপ। আমি মেঝে থেকে একটা পোষাক তুলে শরীরের উপর জড়িয়ে নিতে থাকি, ঠিক তখন ক্রিশি আমার পাশে দাড়িয়ে বলল, মহামান্য কুশান, এটি জরুরী অধিবেশনের উপযোগী পোষাক নয়।

আমি একটু অধৈর্য্য হয়ে বললাম, কি বলছ তুমি ক্রিশি?

আপনার আরেকটু শোভন পোষাক পরে যাওয়া দরকার।

এই মাঝ রাতে তুমি আমাকে জ্বালাতন করছ ক্রিশি।

ক্রিশি আমার অনুযোগে কোন গুরুত্ব না দিয়ে ধীর পায়ে পাশের ঘরে হেঁটে চলে গিয়ে আমার জন্যে একটি পোষাক নিয়ে আসে। এধরণের পোষাকে আমাকে খানিকটা আহাম্মকের মত দেখাবে জেনেও আমি আর আপত্তি করলাম না। ক্রিশি অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর রবোট, তার সাথে কোন কিছু নিয়ে তর্ক করা এক রকম দুঃসাধ্য ব্যাপার।

আমি ঘর থেকে বের হয়ে যাবার আগে ক্রিশি বলল, মহামান্য কুশান, আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে সর্বোচ্চ কাউন্সিলের অধিবেশনে অনুমতি দেয়ার আগে আসন গ্রহণ করা চতুর্থ মাত্রার অপরাধ।

না ক্রিশি আমার স্মরণ নেই।

কথা বলার আগে আপনার হাত তুলে অনুমতি নিতে হবে।

ঠিক আছে নেব।

সর্বোচ্চ কাউন্সিলের অধিবেশনের সিদ্ধান্ত সবসময় মেনে নিতে হয়। সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবমাননাকর কোন উক্তি করা তৃতীয় মাত্রার অপরাধ।

আমি প্রতিরক্ষা রবোট কিউ-৪৩ এর সাথে বাইরে বের হয়ে এলাম, ঘরে দাড়িয়ে থাকলে ক্রিশির কথা কখনো শেষ হবে বলে মনে হয় না। তার ঘাড়ের কাছে একটি সুইচ আছে সেটি ব্যবহার করে তাকে স্বল্পভাষী রবোটে পরিণত করে নেয়া সম্ভবতঃ যুক্তি সংগত কাজ হবে। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা, ক্রিশির কথা শুনে এই পোষাকটি পরে আসা বেশ বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে পিছনে তাকালাম, খোলা দরজায় ক্রিশি অনুগত ভৃত্যের মত দাড়িয়ে আছে। কিউ-৪৩ নীচু গলায় বলল, চলুন মহামান্য কুশান।

চল, যাই।

আমি তখনো জানতাম না যে আর কখনো এই ঘরে ফিরে আসব না।

সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা সাতজন তার মাঝে অন্ততঃ চারজন উপস্থিত না থাকলে অধিবেশন শুরু করা যায় না। এই মধ্যরাতে সত্যি সত্যি চারজন সদস্য উপস্থিত হয়েছে আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু লিয়ানার ঘরে গিয়ে আমি হতবাক হয়ে দেখলাম সত্যি সত্যি সাতজন সদস্য গম্ভীর হয়ে একটি কালো রংয়ের টেবিলকে ঘিরে বসে আছে। টেবিলের এক পাশে একটি ধাতব চেয়ার আমার জন্যে খালি রাখা হয়েছে। ঘরে প্রবেশ করার আগে আমি দেখতে পেলাম আরো বেশ কিছু কৌতুহলী মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে।

সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সদস্যরা নীচু গলায় কথা বলছিল আমাকে ঢুকতে দেখে সবাই চুপ করে গেল। সদস্যদের ভিতরে সবচেয়ে বয়স্ক ক্রকো আমার দিকে না তাকিয়ে বলল, বস কুশান।

আমি খালি চেয়ারটিতে বসে সদস্যদের দিকে তাকালাম, সবাই আমার দৃষ্টি এড়ানোর চেষ্টা করতে থাকে, শুধুমাত্র লিয়ানা এক ধরনের বিষন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

ক্রকো আমার দিকে না তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল, তোমাকে ঘুম থেকে তুলে আনার জন্যে দুঃখীত কুশান।

আমি এই সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং পুরোপুরি মিথ্যা কথাটির কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। ক্রকো তার গলা পরিষ্কার করে বলল, আমরা আমাদের স্থানীয় ডাটা বেস পরীক্ষা করে দেখেছি আসছে শীতের জন্যে আমাদের যেটুকু রসদ রয়েছে সেটি সবার জন্যে যথেষ্ট নয়।

আমি কিছু না বলে চুপ করে বসে রইলাম, ক্রকো অস্বস্তিতে তার চেয়ারে একটু নড়ে চড়ে বসে বলল, আমাদের ডাটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অন্ততঃ একজন মানুষকে আমাদের বিদায় দিতে হবে।

বিদায়? আমি প্রায় চিৎকার করে বললাম, বিদায়?

হ্যাঁ। লেমিংটনের সমন্বয় পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখা গেছে যে মানুষটিকে বিদায় দিতে হবে সেই মানুষটি হচ্ছে তুমি।

আমি?

হ্যাঁ। ক্রকো আমার দিকে তাকাতে পারল না, নীচের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাকে আমাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে কুশান।

চলে যেতে হবে?

হ্যাঁ।

আমি কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারলাম না, সবার দিকে ঘুরে তাকালাম, সবাই ভাবলেশহীন মুখে বসে আছে। আবার ঘুরে ক্রকোর দিকে তাকিয়ে বললাম, কোথায় যাব আমি?

সেটা তোমার ইচ্ছে। তুমি যেখানে যেতে চাও।

আমি কোথায় যাব? আতংকিত গলায় বললাম, কোথায় যাব আমি? সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে। কোথায় যাব আমি?

আমি জানি না কুশান। হঠাৎ ক্রকোর গলা কেঁপে গেল, সে নরম গলায় বলল, আমি দুঃখীত।

আমি চিৎকার করে কিছু একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলাম, কি হবে প্রতিবাদ করে? সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়ে গেছে, আমি সেটা গ্রহণ করি আর না করি তাতে কিছু আসে যায় না। আমি আবার সবার দিকে তাকালাম সবাই চোখ সরিয়ে নিল। শুধুমাত্র লিয়ানা আমার দিকে তখনো তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, লিয়ানা-

লিয়ানা কোন কথা না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

রসদ নেই, লেমিংটন সমন্বয় পদ্ধতি এসব আসলেই বাজে কথা। তাই না?

লিয়ানা তখনো কোন কথা বলল না, শুধুমাত্র তার মুখে খুব সুক্ষ্ম একটা হাসি ফুটে উঠে, সে হাসিতে কোন আনন্দ নেই।

গ্রুষ্টানকে নিয়ে আমি যেসব কথা বলেছি সেটা আসল কারণ?

লিয়ানা মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ কুশান তুমি সেটা বলতে পার। আমাদের গ্রুষ্টানের কথা শুনতে হয়। গ্রুষ্টানকে আমাদের প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি নিজেকে অপ্রয়োজনীয় করে ফেলেছ।

কিন্তু আমি মানুষ। সারা পৃথিবীতে কয়জন মানুষ আছে এখন হাতে গোনা যায়।

সেটা যথেষ্ট নয়। লিয়ানা মাথা নেড়ে বলল, তোমার বেলা সেটা যথেষ্ট নয়। বড় কথা হচ্ছে তোমার সম্পর্কে সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়ে গেছে। আমি দুঃখীত কুশান।

তোমরা আমাকে চলে যেতে বলেছ–কিন্তু এর অর্থ জান?

জানি।

জান না, জানলে এরকম একটা কথা বলতে পারতে না। বাইরের বাতাসে ভয়ংকর তেজস্ক্রিয়তা। বিষাক্ত ক্যামিকেল। আমি কি এক সপ্তাহও বেঁচে থাকব? থাকব না। আমাকে তোমরা মেরে ফেলতে চাইছ?

লিয়ানা টেবিলের উপর থেকে চতুষ্কোন একটা কমিউনিকেশন মডিউল হাতে নিয়ে বলল, এই যে আমার কাছে লেমিংটন সমন্বয় পদ্ধতির রিপোর্ট। কি লিখেছে তোমাকে পড়ে শোনাই। কুশান কিশুনুক, পরিচয় সংখ্যা চার আট নয় তিন দুই

দশমিক দুই সাত। সমন্বয় পদ্ধতি মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী করার সময় আট ঘন্টা। গুরুত্ব মাত্রা চার। মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী করার সম্ভাব্য পদ্ধতিঃ হাইড্রোজেন সায়নাইড। মৃতদেহ সৎকার পদ্ধতিঃ ক্রায়োজেনিক। ডাটাবেস সংশোধনী তিন মাত্রা চতুর্থ পর্যায়–লিয়ানা হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, আরো শুনতে চাও?

আমি হতচকিতের মত তাকিয়ে থাকি। আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে? মৃত্যুদণ্ড? একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামকে কম্পিউটার প্রোগ্রাম বলার জন্যে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে? হঠাৎ করে ভয়ংকর আতংকে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠে।

লিয়ানা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, বাইরের পৃথিবী খুব ভয়ংকর, কোন মানুষ সম্ভবতঃ বেঁচে থাকতে পারবে না। তোমাকে হাইড্রোজেন সায়নাইড না দিয়ে তাই বাইরে পাঠানো হচ্ছে। গ্রুষ্টান সম্ভবতঃ এটা পছন্দ করবে না, কিন্তু আমি নিজের দায়িত্বে এই ঝুকি নিচ্ছি।

আমি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, কিছুই আর বুঝতে পারছি না, কিছুই আর শুনতে পাচ্ছি না।

ক্রকো গলা নামিয়ে বলল, রাত্রি শেষ হবার আগে তোমাকে চলে যেতে হবে কুশান।

আমি উঠে দাড়ালাম। হঠাৎ বুকের ভিতর ভয়ংকর এক ধরণের ক্রোধ অনুভব করি। কার উপর এই ক্রোধ? অসহায় মানুষের উপর নাকি কূট কৌশলী হৃদয়হীন কোন যন্ত্রের উপর? ইচ্ছে করছিল চারপাশের সব কিছু ধ্বংস করে দেই। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে বললাম, ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।

দরজার কাছে তোমার জন্যে একটা ব্যাগ রাখা আছে। সেখানে তোমার জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিষপত্র দেয়া হয়েছে।

কোন অস্ত্র? এটমিক ব্লাষ্টার?

না। কোন অস্ত্র নেই।

আমি কি একটি বাই ভার্বাল নিতে পারি?

আমি দুঃখীত তোমাকে আর কিছু দেয়া সম্ভব নয়।

আমি কি আমার বন্ধুদের কাছে থেকে বিদায় নিতে পারি?

লিয়ানা শান্ত গলায় বলল, সেটা জটিলতা আরো বাড়িয়ে দেবে।

আমার একটি রবোট রয়েছে। ক্রিশি। তার কাছে বিদায় নিতে পারি?

ক্রিশি অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর রবোট। তার কাছে বিদায় নেয়ার সত্যি কোন প্রয়োজন নেই।

আমি অনুনয় করে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। কার কাছে আমি অনুনয় করব? এই মানুষগুলি বিশাল একটি শক্তির হাতের পুতুল। তার বিরুদ্ধে যাবার এদের কোন ক্ষমতা নেই।

লিয়ানা নরম গলায় বলল, বিদায় কুশান।

বিদায়।

তোমাকে অন্ততঃ একশ কিলোমিটার দূরে চলে যেতে হবে। এর ভিতরে তোমাকে পাওয়া গেলে প্রতিরক্ষা রবোটদের গুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আমি লিয়ানার দিকে তাকালাম, কোন এক দুর্বোধ্য কারণে হঠাৎ আমার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠে। লিয়ানা কেন জানি আমার হাসিটুকু সহ্য করতে পারল না, হঠাৎ করে আমার উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি আর কোন দিকে না তাকিয়ে হেঁটে বের হয়ে আসি। দরজার কাছে রাখা ব্যাগটা নেব কি না ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, শেষ মুহূর্তে তুলে নিলাম। লিয়ানার ঘরের বাইরে অনেকে দাড়িয়েছিল, আমাকে দেখে কৌতূহলী মুখে আমার দিকে তাকাল কিন্তু কেউ কিছু বলল না। আমি তাদের দিকে না তাকিয়ে রাস্তায় এসে দাড়ালাম।

একবার পিছনে তাকিয়ে আমি সোজা সামনে হেঁটে যেতে থাকি। বড় হল ঘরের পাশে দিয়ে হেঁটে আমি ভাঙ্গা ফ্যাক্টরীর কাছে এসে দাড়াই। সামনে একটি বিপজ্জনক ভাঙ্গা ব্রীজ, সাবধানে সেটার উপর দিয়ে হেঁটে আমি আমাদের বসতির বাইরে পৌছালাম।

সামনে আদিগন্ত বিস্তৃত বিশাল ধ্বংসস্তুপ। ক্রোমিয়ামের ধ্বসে পড়া দেওয়াল, বিবর্ণ রং ওঠা জঞ্জাল, কালো কংক্রীট–এক বিশাল জনমানবশূন্য অরণ্য। যার কোন শুরু নেই, যার কোন শেষ নেই।

এই বিশাল অরণ্যে আজ থেকে আমি একা।

ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত আমি দক্ষিণ দিকে হেঁটে গেলাম। কেন দক্ষিণ দিকে সেটা আমি নিজেও জানি না, কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা আমি যখন ক্রোমিয়াম দেয়ালে হেলান দিয়ে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখেছি তখন হঠাৎ হঠাৎ অনুভব করেছি দক্ষিণ দিক থেকে একটা কোমল বাতাস বইছে–হঠাৎ করে আমার শরীর জুড়িয়ে এসেছে। হয়তো দক্ষিণ দিকে সুন্দর কিছু আছে, কোমল কিছু আছে, আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

আমি পাথুরে রাস্তায় পা টেনে টেনে হাঁটছি। ভোরের কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, মনে হচ্ছে একেবারে হাড়ের ভিতরে একটা কাঁপুনী শুরু করে দিয়েছে। কে জানে আমাকে যে ব্যাগটি দিয়েছে তার মাঝে কোন গরম কাপড় আছে কি না–কিন্তু এই মুহূর্তে আমার সেটা খুলে দেখার ইচ্ছে করছে না। কনকনে শীতে দুই হাত ঘষে ঘষে শরীরকে উষ্ণ রাখার চেষ্টা করতে করতে আমি মাথা নীচু করে হাঁটতে থাকি। আমি একটা ঘোরের মাঝে আছি, আমার কি হবে আমি জানি না। এই মুহূর্তে আমার মস্তিষ্ক সেটা নিয়ে ভাবতেও চাইছে না–যতদূর সম্ভব দূরে সরে যাওয়া ছাড়া আর কিছুতেই মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারছি না। একশ কিলোমিটার দূরত্ব বলতে কতটুকু দূরত্ব বোঝানো হয় আমি জানি। কিন্তু অন্ধকারে, একটি ধ্বংসস্তুপে আচ্ছনের মত হেঁটে হেঁটে সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে আমি জানি না। আমি এই মুহূর্তে কিছু ভাবতেও চাই না, কিছু জানতেও চাই না, শুধু দুঃস্বপ্নের মত একটা ঘোরের মাঝে শরীর টেনে টেনে হেঁটে যেতে চাই। ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন হয়ে আসছে, পা আর চলতে চায় না মাথা ভারী, চোখ জ্বালা করছে, মুখে একটা বিস্বাদ অনুভূতি কিন্তু আমি তবু থামলাম না, মাথা নীচু করে সামনে হেঁটে যেতে থাকলাম।

যখন অন্ধকার কেটে ভোরের আলো ফুটে উঠল আমি আর হেঁটে যেতে পারলাম না, বড় একটা কংক্রীটে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। ক্লান্তিতে আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে এসেছে। পায়ের কাছে ব্যাগটা রেখে আমি মাথা হেলান দিয়ে বসে চোখ বন্ধ করি। সবকিছু কি অর্থহীন মনে হতে থাকে। কেন আমি এভাবে ছুটে যাচ্ছি? কোথায় ছুটে যাচ্ছি?

আমি দীর্ঘ সময় সেখানে পা ছড়িয়ে বসে রইলাম। ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। যেখানে বসে আছি জায়গাটি একটি কারখানার ধ্বংসস্তুপ। কিসের কারখানা কে জানে। বড় বড় লোহার সিলিণ্ডার ভেঙ্গে পড়ে আছে। পিছনে রং ওঠা বিবর্ণ দেয়াল, তার মাঝে থেকে কংকালের মত ধাতব বীম বের হয়ে এসেছে। মরচে ধরা বিবর্ণ যন্ত্রপাতি। ধূলায় ধূসর। একপাশে বড় একটি ঘর, ছাদ ভেঙ্গে পড়ে আছে। অন্যপাশে কংক্রীটের দেয়াল আগুনে পুড়ে কাল হয়ে আছে। সব মিলিয়ে সমস্ত এলাকাটিতে একটি মন খারাপ করা দৃশ্য। সমস্ত পৃথিবী এখন এরকম অসংখ্য ছোট ছোট মন খারাপ করা দৃশ্যের একটি মোজাইক। মানুষ কেমন করে এরকম একটি কাজ করতে পারল?

আমি পায়ের কাছে রাখা ব্যাগটি টেনে এনে খুলে ভিতরে তাকালাম। একটি গরম কাপড় এবং কিছু খাবার ও পানীয়। ছোট একটি শিশিতে কিছু ওষুধ। একটা ছোট চাকু এবং সৌর ব্যাটারী সহ একটা ছোট ল্যাম্প। আমি খাবারগুলি থেকে বেছে বেছে ছোট চতুষ্কোন এক টুকরা খাবার বেছে নিয়ে সেটা চিবুতে থাকি। বিস্বাদ খাবার খেতে কষ্ট হয় কিন্তু আমি জানি জোর করে খেতে পারলে সাথে সাথে শরীরে শক্তি ফিরে পাব। সত্যি তাই, একটু পরেই আমার ক্লান্তি কেটে যায় আমি শক্তি অনুভব করতে থাকি। শরীরের অবসাদ ঝেড়ে ফেলে আমি উঠে দাড়ালাম। কেন জানি না ফ্যাক্টরীটা একটু ঘুরে দেখার ইচ্ছে হল। এক পাশে যেতেই হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমি থমকে দাড়ালাম। কিসের শব্দ এটা? পারমানবিক বিস্ফোরণে কোন প্রাণী বেঁচে গিয়েছে?

আবার হল শব্দটি। কিছু একটা নড়ছে। আমি কৌতূহলী হয়ে সাবধানে এগিয়ে গেলাম। ফ্যাক্টরীর বড় গেটটি এখনো দাড়িয়ে আছে, তার পাশে দিয়ে ঢুকতেই চোখে পড়ল একটা বড় লোহার বীমের নীচে একটা রবোট চাপা পড়ে আছে। একটু পরে পরেই সেটা হাত নাড়ছে, চোখ ঘোরাচ্ছে, মাথা ঝাকাচ্ছে। অত্যন্ত নীচু শ্রেণীর রবোট, বুদ্ধিবৃত্তি প্রায় জড় পদার্থের মত। রবোটটি মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখে হাত নাড়িয়ে বলল, ভেতরে ঢোকার জন্যে পরিচয় পত্র দেখাতে হবে। আপনার পরিচয় পত্র জনাব–

মূর্খ রবোটটি এখনো জানে না সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে প্রায় দুই যুগ আগে!

আমি আবার হাঁটতে থাকি। শুনতে পেলাম পিছন থেকে সেটি আবার বলল, আপনারণ পরিচয় পত্র জনাব। আপনার পরিচয় পত্র?

কিছুক্ষনের মাঝেই চারিদিক অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ধ্বংসস্তুপ ধাতব জঞ্জাল সূর্যের প্রখর আলোতে যেন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তার মাঝে আমি পা টেনে টেনে হাঁটতে থাকি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যত দূরে সরে যেতে হবে।

ঘন্টা তিনেক পরে আমি আকাশের দিকে তাকালাম। সূর্য প্রায় মাথার উপরে উঠে গেছে। সম্ভবতঃ এখন আমার ছায়ায় বসে বিশ্রাম নেয়া উচিৎ, কিন্তু আমার

সাহস হল না। গ্রুষ্টান যদি এক ডজন অনুসন্ধানী রবোট আমার পিছনে লেলিয়ে দেয় আমাকে খুঁজে বের করতে খুব বেশী সময় লাগার কথা নয়। যেভাবে সম্ভব আমাকে একশ কিলোমিটার দূরে চলে যেতে হবে। ঘন্টায় আমি যদি ছয় থেকে সাত কিলোমিটার হাঁটতে পারি তাহলে কম পক্ষে পনেরো ঘন্টা একটানা হেঁটে যেতে হবে। সব মিলিয়ে অনেকদূর বাকী। একটা বাই ভার্বাল হলে চমৎকার হত, কিংবা একটা শক্তিশালী ভারবাহী রবোট। এক সময়ে এই ব্যাপারটি কি সহজই না ছিল আর এখন সেটি কি ভয়ংকর কঠিন!

আমি জোর করে আমার মস্তিষ্ক থেকে সবকিছু সরিয়ে ফেলি। এখন আর কোন চিন্তা নয়, ভাবনা নয়, সমস্ত চেতনায় এখন শুধু একটি ব্যাপার, আমাকে সরে যেতে হবে। দূরে সরে যেতে হবে। যত দূর সম্ভব। যেভাবে সম্ভব।

সারাদিন আমি বিচিত্র সব এলাকার মাঝে দিয়ে হেঁটে গেলাম। কখনো এরকম এলাকার মাঝে আমি একা একা হেঁটে যাব কল্পনা করি নি। দীর্ঘ সময়ে কোন লোকালয় বা বসতি দূরে থাকুক একটি ছোট জীবিত প্রাণীও চোখে পড়ে নি। একটি ধ্বসে যাওয়া যোগাযোগ কেন্দ্রে কিছু সশস্ত্র রবোটের দেখা পেয়েছিলাম, তারা সেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া যোগাযোগ কেন্দ্রটিকে পাহারা দিচ্ছে। আমি খুব সাবধানে তাদের এড়িয়ে গেলাম, কপোট্রনে কি নির্দেশ দেয়া আছে জানি না, দেখামাত্র আমাকে গুলি করে দিতে পারে। একটি গুদাম ঘরের কাছে আরো কয়েকটি রবোট দেখতে পেলাম, মনে হল তাদের কপোট্রনে খুব বড় ধরনের বিভ্রান্তি। বিশাল একটি লোহার রড নিয়ে তারা মহা আনন্দে একে অন্যকে আঘাত করে যাচ্ছে। আমি তাদেরকেও সাবধানে পাশ কাটিয়ে গেলাম।

বেলা ডুবে যাবার পর আমি আবিষ্কার করলাম আমার গায়ে আর বিন্দুমাত্র জোর অবশিষ্ট নেই। আমার এখন বিশ্রাম নেয়া দরকার। অন্ধকার গভীর হয়ে গেলে আমি সম্ভবতঃ আশ্রয় নেবার ভাল জায়গা খুঁজে পাব না। আমি আশে পাশে তাকিয়ে একটি বড় দালান খুঁজে পেলাম। ওপরের অংশটুকু ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু নীচের কয়েকটি তালা মনে হয় এখনো অক্ষত আছে। দরজাগুলি ভিতর থেকে বন্ধ, খুলতে পারলাম না, একটি জানালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকতে হল। বাইরে সবকিছু ধূলায় ধূসর কিন্তু ভিতরে মোটামুটি পরিষ্কার। একটা টেবিল ঠেলে কোয়ার্টজের একটা জানালার নীচে নিয়ে এলাম, রাতে যদি বিষাক্ত বৃশ্চিক বের হয়ে আসে টেবিলের উপরে উঠতে পারবে না। অসম্ভব খিদে পেয়েছে, ব্যাগ খুলে এক টুকরা খাবার মুখে দেব দেব করেও দিতে পারলাম না, পানীয়ের বোতল থেকে এক ঢোক পানীয় খেয়ে টেবিলটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। পানীয়টাতে কি আছে জানি না কিন্তু অনুভব করি সারা শরীরে একটা সতেজ ভাব ছড়িয়ে পড়ছে। আমি চোখ বন্ধ করে প্রায় সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার ঘুম ভাঙল একটি মৃদু শব্দে। শব্দটি কি আমি ধরতে পারলাম না কিন্তু হঠাৎ করে আমি পুরোপুরি জেগে উঠলাম। আমি নিঃশব্দে শুয়ে থেকে ঘরের মাঝখানে তাকাই, কোয়ার্টজের জানালা দিয়ে ঘরে নক্ষত্রের একটা ক্ষীন আলো এসে ঢুকেছে তার মাঝে আবছা দেখা যাচ্ছে ঘরের মাঝখানে একটা ছায়ামূর্তি দাড়িয়ে আছে। ছায়ামূর্তিটি এক পা এগিয়ে এল, সাথে সাথে পা ফেলার এক ধরণের ধাতব শব্দ শুনতে পেলাম। এটি একটি রবোট। যেহেতু আমাকে খুঁজে এই ঘরে এসে ঢুকেছে নিশ্চয়ই এটি একটি অনুসন্ধানী রবোট, গ্রুষ্টান পাঠিয়েছে

আমাকে গুলি করে শেষ করার জন্যে। নিশ্চয়ই রবোটটির হাতে রয়েছে এটমিক ব্লাষ্টার। নিশ্চয়ই সেটা এখন আমার দিকে তাক করে রয়েছে, অন্ধকারে আমি দেখতে পাচ্ছি না। প্রচণ্ড আতংকে আমার হৃদস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠে– কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠতে থাকে।

আমি অন্ধকারে আবছা ছায়ামূর্তিটির দিকে তাকিয়ে রইলাম, ছায়ামূর্তিটি আরো এক পা এগিয়ে এল। হঠাৎ করে তার কপাল থেকে এক ঝলক আলো বের হয়ে আসে, প্রখর আলোতে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যায়, আমি হাত দিয়ে আমার চোখ আড়াল করার চেষ্টা করলাম। রবোটটি আরো এক পা এগিয়ে এল, আমাকে হত্যা করার জন্যে তার এত কাছে আসার সত্যি কোন প্রয়োজন নেই

মহামান্য কুশান।

আমি হঠাৎ ভয়ানক চমকে উঠলাম, লাফিয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলাম, কে?

আমি ক্রিশি।

ক্রিশি! আমি আনন্দে চিৎকার করে লাফিয়ে নেমে এসে ক্রিশিকে জড়িয়ে ধরলাম, মনে হল হঠাৎ করে আমি বুঝি আমার হারিয়ে যাওয়া কোন আপনজনকে খুঁজে পেয়েছি!

ক্রিশি আমার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে বলল, মহামান্য কুশান, আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমি মানুষের অর্থহীন মানবিক উচ্ছাস অনুভব করতে পারি না।

জানি ক্রিশি। জানি। তুমি সেটা নিয়ে মাথা ঘামিও না। তোমাকে দেখে আমার খুব ভাল লাগছে, আমি ভাবছিলাম তুমি বুঝি কোন অনুসন্ধানী রবোট, আমাকে মারার জন্যে এসেছ!

আমি আপনাকে মারার জন্যে আসি নি। ক্রিশি মাথা নেড়ে বলল, আপনাকে আমি কখনোই হত্যা করব না।

শুনে খুব খুশী হলাম! এখন বল তুমি কেমন করে আমাকে খুঁজে পেয়েছ?

ব্যাপারটি কঠিন নয়। আমি জানতাম আপনি দক্ষিণ দিকে যাবেন।

কেমন করে জানতে?

আপনাকে আমি দক্ষিণের বাতাস নিয়ে একদিন গান গাইতে শুনেছি। আমার বিবেচনায় সেটি উচ্চ শ্রেণীর সংগীত নয় কিন্তু নিঃসন্দেহে সেটি আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টা–

ভনিতা রেখে আসল কথাটি বল।

কাজেই আমি ধরে নিয়েছি আপনি দক্ষিণ দিকে যাবেন। আপনি তাড়াতাড়ি একশ কিলোমিটার সরে যাবার জন্যে চেষ্টা করবেন সোজা যেতে এবং সূর্যকে ব্যবহার করে আপনার দিক ঠিক করবেন-কাজেই আপনার গতিপথ হবে ত্রুটিপূর্ণ। আমি তাই সম্ভাব্য ত্রুটিপূর্ণ পথগুলিতে হেঁটে হেঁটে আপনাকে খুঁজেছি। বিস্ফোরক ফ্যাক্টরীর গেটে আটকা পড়া একটি রবোট আমাকে সাহায্য করেছে –

ঐ মুর্খ রবোটটা? যে পরিচয়পত্র চাইছে?

হ্যাঁ, কিন্তু সে মূর্খ নয়। বিস্ফোরকের মূল উপাদান সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান রয়েছে।

রবোটের জ্ঞানের পরিধি নিয়ে এই গভীর রাতে আমি ক্রিশির সাথে তর্ক করতে রাজী নই। আমি প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করলাম, ক্রিশি, আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু?

দশমিক শূন্য শূন্য তিন।

সেটা কতটুকু?

তুলনা করার জন্যে বলা যায় একটি উচু বিল্ডিং থেকে নীচে ঝাপিয়ে পড়লে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা দশমিক শূন্য শূন্য দুই।

হুম। আমি অকারণে বাম গালটি নিমর্ম ভাবে চুলকাতে চুলকাতে বললাম তার মানে আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশী নয়।

না মহামান্য কুশান।

আমি যদি মরে যাই তখন তুমি কি করবে?

আপনার মৃতদেহ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সমাহিত করব।

সেটা কি রকম?

ক্রোমিয়ামের একটা বাক্সে করে মাটির নীচে রেখে দেব। উপরে একটা প্রস্তর ফলকে লিখব এখানে কুশান কিশুনুক চির নিদ্রায় শায়িত।

আমি তোমার কথা শুনে অভিভূত হয়ে গেলাম, ক্রিশি।

আপনি কি আরো কিছু চান?

না। আমি একটু হেসে বললাম, তারপর তুমি কি করবে?

আমি আমার পারমানবিক ব্যাটারীর যোগাযোগ ছিন্ন করে নিজেকে অচল করে দেব।

ব্যাপারটি এই ধরণের নিম্নশ্রেণীর রবোটের কপোট্রনে প্রোগ্রামিংয়ের অংশ কিন্তু তবু আমি একটু অভিভূত হয়ে পড়ি। সারা পৃথিবীতে অন্ততঃ একটি বস্তু রয়েছে যেটা আমার জন্যে যথেষ্ট অনুভব করে। আমি খানিক্ষন চুপ করে থেকে বললাম, ক্রিশি, তুমি যখন এসেছ আমাকে সাহায্য করতে পারবে।

অবশ্যি মহামান্য কুশান। আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?

প্রথমে দরকার খাবার এবং পানীয়।

আপনি নিশ্চয়ই যে খাবার মুখে দিয়ে খাওয়া হয় সেই খাবারের কথা বলছেন, সরাসরি ধমনীতে যে খাবার দেয়া হয় সেই খাবার নয়?

না, আমি সেরকম খাবারের কথা বলছি না। আমি মুখে দিয়ে খাবারের কথা বলছি।

আমি সেরকম খাবার খুঁজে বের করব। আপনাকে খুঁজে বের করার সময় আমি খাবার প্রস্তুত করার একটা ফ্যাক্টরী দেখেছি। ভেঙ্গে চুরে গেছে কিন্তু ভিতরে হয়তো খাবার পাওয়া যাবে।

চমৎকার! আর পানীয়?

সেটা নিয়ে সমস্যা হতে পারে। আমি কোন পানীয় প্রস্তুতকারী ফ্যাক্টরী দেখি নি।

খুঁজে বের করতে হবে, যেভাবে সম্ভব খুঁজে বের করতে হবে।

ক্রিশি তার যান্ত্রিক মুখে একাগ্রতার একটা ছাপ ফোটানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, আমি অবশ্যি চেষ্টা করব।

ক্রিশি।

বলুন।

আমি নরম গলায় বললাম, তুমি এসেছ তাই আমার খুব ভাল লাগছে।

শুনে খুব খুশী হলাম।

ক্রিশি।

বলুন।

তুমি খুশী হলে তার অর্থ কি? রবোট কেমন করে খুশী হয়?

ক্রিশি কয়েক মূহুর্ত চুপ করে থেকে বলল, রবোট খুশী হওয়ার অর্থ কপোট্রনের তৃতীয় প্রস্থচ্ছেদে বড় মডিউলের সাতাশী নম্বর পিনের ভোল্টেজের পার্থক্য চুয়াল্লিশ মিলি ভোল্টের কম।

ও আচ্ছা।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে ব্যাগ থেকে চতুষ্কোন এক টুকরা খাবার বের করে খেতে শুরু করি। ক্রিশির সাথে দেখা হওয়ার উত্তেজনায় এতক্ষণ টের পাই নি, হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছি ভীষণ খিদে পেয়েছে। খেতে খেতে আমি ক্রিশির দিকে তাকাই, নির্বোধ চতুর্থ শ্রেণীর একটা রবোট অথচ তার জন্যে আমি বুকের ভিতর এক ধরণের মমতা অনুভব করছি। কিছুক্ষণ আগেও বুকের ভিতরে যে ভয়ংকর নিঃসঙ্গতা এবং গভীর হতাশা ছিল হঠাৎ করে সেটা কেটে গেছে, আমি হঠাৎ করে এক ধরণের শক্তি অনুভব করছি! তুচ্ছ চতুর্থ শ্রেণীর একটি রবোটের জন্যে?

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ক্রিশি আমার মাথার কাছে চুপচাপ বসে আছে। আমাকে চোখ খুলে তাকাতে দেখে বলল, শুভ সকাল মহামান্য কুশান।

শুভ সকাল।

আপনি কি ভাল করে ঘুম থেকে উঠেছেন?

হ্যাঁ, আমি ভাল করে ঘুম থেকে উঠেছি।

আপনি যখন ঘুমিয়েছিলেন আমি তখন খাবারের ফ্যাক্টরী থেকে ঘুরে এসেছি।

চমৎকার!

ফ্যাক্টরীতে কিছু জিনিষ পেয়েছি যেটাকে জৈবিক মনে হয়েছে।

সত্যি?

হ্যাঁ, আপনার জন্যে একটু নমুনা এনেছি।

আমি উঠে বসে বললাম, দেখি কি নমুনা।

ক্রিশি তার বুকের মাঝে একটা ছোট বাক্স খুলে তার মাঝে থেকে কয়েকটা ছোট ছোট চৌকোনা খাবার বের করে দিল। আমি হাতে নিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম কিছু শুকনো প্রোটিন। ক্রিশির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললাম, ক্রিশি, তুমি দারুণ কাজ করে ফেলেছ। সত্যি সত্যি কিছু প্রোটিন বের করে ফেলেছ! কতটুকু আছে সেখানে?

বার হাজার তিন শ নয় কিউবিক মিটার। এক অংশ থেকে এক ধরণের বায়বীয় গ্যাস বের হচ্ছে। তার রং সবুজাভ হলুদ।

তার মানে পচে গেছে।

সেই অংশে ছয় পা বিশিষ্ট তিন মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের এক ধরণের প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শুধু পচে যায় নি, পোকা হয়ে গেছে।

প্রাণীটিকে দেখে উচ্চ শ্রেণীর প্রোটিন বলে মনে হল।

তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু আশা করছি আমার সেটা খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে না। চল ফ্যাক্টরীটা গিয়ে দেখে আসি।

চলুন।

আমি আমার ব্যাগটা হাতে নিয়ে ক্রিশির পিছু পিছু হাঁটতে থাকি।

বিধ্বস্ত খাবারের ফ্যাক্টরীতে সত্যি সত্যি বাক্স বোঝাই খাবার পাওয়া গেল। বেশীর ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তার মাঝেও খুঁজে খুঁজে ক্রিশি অনেকগুলি বাক্স

নামিয়ে আনল যার মাঝে এখনো প্রচুর শুকনো খাবার রয়ে গেছে। আমি বেছে বেছে কিছু খাবার তুলে নিলাম, শেষ হয়ে গেলে আবার এখানে ফিরে আসা যাবে। এখন যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে পানীয়, আমার কাছে যেটুকু আছে সেটা দিয়ে সপ্তাহ খানেকের বেশী চলবে বলে মনে হয় না।

সারাদিন হেটে ঠিক দুপুর বেলা বিশ্রাম নিতে বসেছি। সূর্য ঠিক মাথার উপরে। চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা ধ্বংসস্তুপ ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। আমি বড় একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে তার ছায়ায় বসে আছি। ক্রিশি আমার কাছে দাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ তার ভিতর থেকে ছোট গুঞ্জনের মত শব্দ হতে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিসের শব্দ ওটা ক্রিশি?

গরম খুব বেশী। কাপোট্রন শীতল রাখার জন্যে ক্রায়োজেনিক কুলার চালু হয়েছে।

তোমার ভিতরে ক্রায়োজেনিক কুলার আছে আমি জানতাম না।

ক্রিশি কোন কথা না বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি দেখলাম গরমে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হয়েছে।

ব্যাপারটি প্রথমে আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হল না কিন্তু হঠাৎ করে আমি লাফিয়ে উঠে দাড়ালাম, চিৎকার করে বললাম, ক্রিশি!

কি হয়েছে মহামান্য কুশান?

তোমার কপালে ঘাম।

ঘাম?

কাছে আস, আমি তার কপাল স্পর্শ করি, তার মাথা হীম শীতল।

আমি আনন্দে চিৎকার করে বললাম, ইয়া হু!

আপনি অর্থহীন শব্দ করছেন মহামান্য কুশান।

হ্যাঁ। তুমি জান আমাদের পানীয়ের সমস্যা মিটে গেছে!

মিটে গেছে?

হ্যাঁ। বাতাসে সব সময় জলীয় বাষ্প থাকে। কোন ভাবে সেটাকে ঠাণ্ডা করলেই পানি বের হয়ে আসবে। তুমি যখন ক্রায়োজেনিক কুলার দিয়ে তোমার কাপোট্রন শীতল করেছ তোমার মাথা ঠান্ডা হয়ে সেখানে জলীয় বাষ্প বিন্দু বিন্দু পানি হয়ে জমা হয়েছে! আমাদের যখন পানির দরকার হবে তুমি কিছু একটা ঠাণ্ডা করতে শুরু করবে- সাথে সাথে সেখানে পানি জমা হবে।

ক্রিশি মাথা নেড়ে বলল, পদ্ধতিটি প্রাচীন, এটি শক্তির বিশাল অপচয় এবং সময় সাপেক্ষ। এই পদ্ধতিতে খাবার পানি বের করা বর্তমান প্রযুক্তির অপব্যবহার-

তুমি চুপ কর ক্রিশি! আমাকে এখন প্রযুক্তির অপব্যবহারের উপর বক্তৃতা দিওনা। আগে বেঁচে থাকা তারপর অন্য কিছু। আমার আগেই এটা চিন্তা করা উচিৎ ছিল। আসলে সমস্যাটা কোথায় জান?

কোথায়?

গ্রুষ্টান আমাদের সাধারণ বিজ্ঞানও শিখাতে চায় না। আমরা বলতে গেলে কিছুই জানি না। নিজে থেকে বেঁচে থাকার কিছুই আমরা জানি না। গত দুইদিন একা একা থেকে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা বিশেষ কঠিন নয়। তুমি কি বল ক্রিশি?

আমি আপনার সাথে পুরোপুরি একমত নই।

কেন?

আপনার খাবারও পানীয়ের সমস্যা মিটে গেছে কিন্তু আরো বড় বড় সমস্যা রয়েছে।

কি সমস্যা।

বায়ু মণ্ডল। পৃথিবীর বাতাসে ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তা। মানুষের বসতিতে বাতাস পরিশুদ্ধ করা হয়, এখানে কোন পরিশোধন নেই। আপনি প্রত্যেকবার নিঃশ্বাস নিয়ে বুকের ভিতর তেজস্ক্রিয় বস্তু জমা করছেন। আপনার মৃত্যুর কারণ হবে বায়ু মণ্ডলের তেজস্ক্রিয়তা।

আমি এক ধরনের অসহায় আতংক নিয়ে ক্রিশির কথা শুনতে থাকি। রবোট না হয়ে মানুষ হলে সম্ভবতঃ এই কথাগুলিই আরো সুন্দর করে বলতে পারত। আমি ব্যাগ থেকে পানীয়ের বোতলটি বের করে এক ঢোক খেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ক্রিশি-

বলুন।

বাতাসে কতটুকু তেজস্ক্রিয়তা- সেটা দিয়ে আমি কবে নাগাদ মারা যাব? হিসেব করে বের করতে পারবে?

পারব মহামান্য কুশান।

বের কর দেখি।

ক্রিশি তার শরীরের যন্ত্রপাতি বের করে কিছু একটা পরীক্ষা করে খানিক্ষণ চুপচাপ দাড়িয়ে থেকে আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, মহামান্য কুশান।

বল।

কিছু একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে।

কি ঘটেছে?

বাতাসে তেজস্ক্রিয়তার পরিমান খুব বেশী নয়। মানুষের বসতিতে পরিশুদ্ধ বাতাস আর এই বাতাসে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

আমি চমকে উঠলাম, কি বললে তুমি? কি বললে?

বাতাসে তেজস্ক্রিতার পরিমান দশমিক শূন্য শূন্য দুই রেম।

গ্রুষ্টান আমাদের মিথ্যে কথা বলে আটকে রেখেছে! সে কখনো চায় নি আমরা বসতি থেকে বের হই।

মহামান্য গ্রুষ্টান সম্পর্কে অবমাননাকর কথা বলা অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ। তিনি নিশ্চয়ই কিছু একটা জানেন যেটা আমরা জানি না।

ছাই জানে।

মহামান্য গ্রুষ্টান সম্পর্কে অবমাননাকর কথা বলা-

আমি ধমক দিয়ে ক্রিশিকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, চুপ করবে তুমি?

ক্রিশি চুপ করে গেল।

আমি বুক ভরে কয়েকবার নিঃশ্বাস নিলাম। পৃথিবী তার নিজস্ব উপায়ে তার প্রকৃতিকে আবার মানুষের বাসের উপযোগী করে তুলছে? আমি চারিদিকে তাকাই, কি কদর্য্য ধ্বংসস্তুপ! একদিন আবার এই ধ্বংসস্তুপে নূতন জীবন গড়ে উঠবে? রাস্তার পাশে ঘাস, দুপাশে বড় বড় গাছ, গাছে পাখী। ঢালু উপত্যকায় ছোট ছোট বাসা, সেখানে মানুষ। বাইরে শিশুরা খেলছে। আবার হবে সব কিছু?

আমি বুকের ভিতরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করতে থাকি। ক্রিশি আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। সে কি আমার উত্তেজনা অনুভব করতে পারছে?

আমি নরম গলায় বললাম, ক্রিশি।

বলুন মহামান্য কুশান।

আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কত?

আপনি বিশ্বাস নাও করতে পারেন কিন্তু আপনার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা শতকরা আটচল্লিশ দশমিক দুই!

চমৎকার! আমি ভেবেছিলাম শতকরা আশি ভাগের উপরে হবে।

না। এখন আপনার প্রাণের ঝুঁকি আসবে সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে।

কোথা থেকে?

রবোট।

আমি অবাক হয়ে বললাম, রবোট?

হ্যাঁ, চারিদিকে অসংখ্য নিয়ন্ত্রনহীন রবোট ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে পেলে তারা সম্ভবতঃ আপনাকে হত্যা করবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তারা কেন খামাখা আমাকে হত্যা করবে? আমি কি করেছি।

তাদের যুক্তি তর্ক আমার অনুভবের সীমার বাইরে।

আমি খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, আমাকে এখন কি করতে হবে জান ক্রিশি?

কি?

বহুদূরে মানুষের একটা বসতি খুঁজে বের করতে হবে। সেখানে গিয়ে আবার নূতন করে জীবন শুরু করতে হবে।

সেটি অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হবে মহামান্য কুশান।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

গ্রহটান পৃথিবীর প্রত্যেকটা লোকালয়ে আপনার পরিচিতি পাঠিয়ে দিয়েছে। সবাইকে বলে দিয়েছে আপনি মানব সভ্যতা বিরোধী একজন দুষ্কৃতিকারী। সবাইকে বলেছে আপনাকে দেখামাত্র যেন হত্যা করা হয়।

তুমি-তুমি আগে আমাকে একথা বল নি কেন?

আপনি আমাকে আগে জিজ্ঞেস করেন নি।

আমি হতবাক হয়ে বসে রইলাম। হঠাৎ করে বুকের ভিতরে এক গভীর শূন্যতা অনুভব করতে থাকি। বিশাল এই ধ্বংসস্তূপে, জঞ্জাল, আবর্জনায়, নিয়ন্ত্রণহীন রবোটদের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে একা একা বেঁচে থাকতে হবে? আমি একা একা ঘুরে বেড়াব একটা নিশাচর প্রাণীর মত? একটা জড়বুদ্ধি রবোট হবে আমার কথা বলার সঙ্গী? আমার একমাত্র আপনজন?

আমি এক গভীর বিষন্নতায় ডুবে গেলাম।

গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, শুনতে পেলাম কারা যেন নীচু গলায় কথা বলছে। আমি লাফিয়ে উঠতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। অন্ধকারে চোখ কুচকে দেখার চেষ্টা করছিলাম হঠাৎ করে আমার উপর তীব্র আলো এসে পড়ে। হাত দিয়ে চোখ ঢেকে আমি কোনমতে উঠে বসি, প্রচণ্ড আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

খসখসে গলায় কে যেন বলল, দশম প্রজাতির রবোট। চমৎকার হাতের কাজ।

খনখনে এক ধরনের যান্ত্রিক গলায় আরেকজন বলল, এর মাঝে কিউ কপোট্রন রয়েছে। কখনো দেখি নি শুধু এর গল্প শুনেছি। ভিতরে নিউরাল নেটওয়ার্ক।

ক্রায়োজেনিক কাজ একেবারে প্রথম শ্রেনীর।

মোটা গলায় একজন বলল, এটা কেমন করে এখানে এল?

খসখসে কণ্ঠস্বরটি আবার বলল, স্ক্যান করে দেখ তাপমাত্রার কোন তারতম্য নেই।

কয়েকজন একসাথে বলল, ঠিকই বলেছ।

আমি এক ধরনের যান্ত্রিক শব্দ শুনতে থাকি।

পাওয়ার সাপ্লাইটা কোথায়? কানের নীচে?

উহুঁ। বুকের কাছে। সৌর সেল থাকার কথা।

আমি কথা শুনে বুঝতে পারি যারা আমাকে ঘিরে দাড়িয়ে আছে তারা সবাই ভাবছে আমি দশম প্রজাতির একটা রবোট। তাদের খুব একটা দোষ দেয়া যায় না এই ভয়ংকর ধ্বংসস্তূপে একজন মানুষ কেমন করে আসবে? আমি হাত দিয়ে তীব্র আলো থেকে চোখকে আড়াল করে রেখে বললাম, আলোটা একটু কমাবে? দেখতে অসুবিধে হচ্ছে।

যারা আমাকে ঘিরে আছে তারা আলো সরালো না। খসখসে কণ্ঠস্বরটি জিজ্ঞেস করল, কি বলছ তুমি?

আমি একজন মানুষ।

মানুষ!

সাথে সাথে আলো নিভে গেল, আমি সবাইকে ধড়মড় করে পিছনে সরে যেতে শুনলাম। একধরনের যান্ত্রিক শব্দ হল এবং তারপর হঠাৎ করে একটা দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল।

সত্যিই মানুষ?

হ্যাঁ।

মানুষ, যাকে বলে জৈবিক মানুষ?

হ্যাঁ, জৈবিক মানুষ।

এবারে ঘরে একটা বাতি জ্বলে উঠে এবং আমি দেখতে পাই আমাকে ঘিরে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন আকারের রবোট দাড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের হাতেই একধরনের ভয়ংকর দর্শন অস্ত্র এবং সবাই সেটি আমার দিকে তাক করে রেখেছে। এর যে কোন একটি অস্ত্র চোখের পলকে মানুষের একটা বসতি উড়িয়ে দিতে পারে, আমার জন্যে ছয়টি অস্ত্রের কোন প্রয়োজন ছিলনা। সবচেয়ে কাছে যে রবোটটি দাড়িয়ে আছে তার একটি হাত কনুইয়ের কাছে থেকে উড়ে গেছে। কিছু বৈদ্যুতিক তা, যন্ত্রপাতি নানা রকম টিউব বের হয়ে আছে, রবোটটি সেটা নিয়ে কখনো মাথা ঘামিয়েছে বলে মনে হল না। রবোটটি দেখতে অনেকটা প্রতিরক্ষা রবোটের মত,

চেহারায় এক ধরনের কদর্যতা আছে যেটা সহজে চোখে পড়ে না। খসখসে গলায় বলল, তুমি যদি একটুও নড়, তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলব।

আমি বললাম, আমি নড়ব না। কিন্তু আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই।

বাজে কথা। মানুষ সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে বিশ্বাসঘাতক প্রাণী।

আমি হয়তো ক্ষেত্র বিশেষ রবোটটির সাথে একমত হতে পারি কিন্তু এই মূহুর্তে মুখ ফুটে সেটা বলার সাহস হল না।

দ্বিতীয় একটি রবোট যার দেহ সিলিঝিনিয়াম ধাতুর মত মসৃন এবং হঠাৎ দেখলে সত্যিকারের কোন শিল্পীর হাতে তৈরী অপুর্ব একটি ভাস্কর্য বলে মনে হয়, খনখনে গলায় বলল, এই মানুষটাকে এখনি মেরে ফেলা যাক। মানুষ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শত্রু।

অন্য রবোটগুলি তার কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়ল এবং আমি হঠাৎ করে এক ধরনের আতংক অনুভব করতে থাকি। কোন এক সময় রবোটের মাঝে এক ধরনের নিরাপত্তাসূচক ব্যবস্থা ছিল তারা কোন অবস্থাতেই মানুষের কোন ক্ষতি করতে পারত না। রবোটদের বিচ্ছিন্ন দল বহু আগেই তাদের কপোট্রনের সেই সব নিরাপত্তামূলক প্রোগ্রামিং পরিবর্তন করে ফেলেছে। আমি শুষ্ক গলায় বললাম, তোমাদের তুলনায় আমার শরীর অত্যন্ত দুর্বল, ইচ্ছে করলে যে কোন মূহুর্তে তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে পারবে। আমার অনুরোধ সেটা নিয়ে তোমরা কোন তাড়াহুড়ো করো না-

কেন নয়?

তোমরা ঠিক কি কারণে মানুষকে এত অপছন্দ করছ জানি না। কিন্তু এটা মোটেও অসম্ভব কিছু নয় যে তোমাদের এবং আমার অবস্থা অনেকটা একরকম, এবং আমি হয়তো তোমাদের কোনভাবে সাহায্য করতে পারব।

ছয়টি রবোটের মাঝে তিনটি হঠাৎ উচ্চ স্বরে হাসার মত শব্দ করতে শুরু করে। অন্য তিনটি রবোটকে সম্ভবতঃ হাসার উপযোগী বুদ্ধিমত্তা দেওয়া হয় নি, তারা স্থির চোখে রবোট তিনটিকে লক্ষ করতে থাকে। আমি রবোটগুলির উন্মত্ত হাসি শুনতে শুনতে আবার এক ধরনের অসহায় আতংক অনুভব করি।

কনুইয়ের কাছ থেকে উড়ে যাওয়া হাতের রবোটটি হাসি থামিয়ে বলল, তুমি পৃথিবীতে বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী দুর্বল একজন মানুষ! তুমি আমাদের সাহায্য করবে?

সেটি অসম্ভব কিছু নয়। আমি দ্রুত চিন্তা করতে থাকি, কিছু একটা বলে রবোটগুলিকে শান্ত করতে হবে। কি বলা যায় ভেবে পাচ্ছিলাম না, কোনকিছু চিন্তা না করেই বললাম, আমি যে কারণে মানুষের বসতি ছেড়ে এসেছি তোমরাও নিশ্চয়ই সেই একই কারণে মানুষের কাছে থেকে দূরে চলে এসেছ?

চকচকে মসৃন দেহের রবোটটি বলল, তুমি কি বলতে চাইছ?

কনুইয়ের কাছ থেকে হাত উড়ে যাওয়া রবোটটি বলল, তুমি এই মানুষটির কোন কথা বিশ্বাস করোনা। মানুষ খল এবং নীচ প্রকৃতির। মানুষ ধূর্ত এবং ফাঁকিবাজ। মানুষ অপদার্থ এবং অপ্রয়োজনীয়। পৃথিবী থেকে মানুষকে অপসারিত করা হচ্ছে পৃথিবীর উপকার করা।

তৃতীয় একটি রবোট হাতের ভীষণ দর্শন অস্ত্র হাতে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, এসো পৃথিবীর একটা উপকার করে দিই।

মসৃণ দেহের রবোটটি তার ধাতব খনখনে গলায় বলল, যত্ন করে খুন কর যেন দেহটি নষ্ট না হয়। আমি কখনো মানুষের শরীরের ভিতরে দেখি নি। মানুষের শরীরে হৃদপিন্ড বলে একটি জিনিষ আছে সেটি নাকি ক্রমাগত তাদের কপোট্রনে রক্ত সঞ্চালন করে।

তৃতীয় রবোটটি বলল, মেরে ফেললে হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। যদি সত্যি সত্যি হৃদস্পন্দন দেখতে চাও জীবন্ত অবস্থায় বুকটি কাটতে হবে।

আমি অসহায় আতংকে তাকিয়ে থাকি। চকচকে মসৃন রবোটটি আমার দিকে এগিয়ে আসে তাকে এখন হঠাৎ অন্ধকার জগৎ থেকে বের হয়ে আসা বিশাল রক্ত লোলুপ সরীসৃপের মত মনে হচ্ছে। কাছে এসে হাতের কোথায় চাপ দিতেই কব্জির কাছে থেকে একটি ঝকঝকে ধারালো ইস্পাতের ফলা বের হয়ে এল। তার পিছু পিছু অন্য রবোটগুলি এগিয়ে আসে, যন্ত্রের মাঝে কৌতুহলের চিহ্নটি কখনো স্পষ্ট হতে পারে না তাই রবোটগুলিকে তখনো ভাবলেশহীন নিস্পৃহ মনে হতে থাকে। আমি মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম, ঘরের এক কোনায় ক্রিশি জুবুথুবু হয়ে দাড়িয়ে আছে। তার প্রাচীন দুর্বল কাপোট্রণ এই শক্তিশালী রবোটগুলির উপস্থিতিতে পুরোপুরি শক্তিহীন, তার কিছু করার নেই। কিন্তু আমি অবাক হয়ে দেখলাম সে তবু আমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করল,এক পা এগিয়ে এসে বলল, দাড়াও।

রবোটগুলি থমকে দাড়িয়ে গেল। কনুই থেকে উড়ে যাওয়া হাতের রবোটটি বলল, তুমি কে? আরেকজন মানুষ ? বিকলাঙ্গ ও কুৎসিত মানুষ?

আবার রবোট তিনটি ক্রুর ভঙ্গিতে হাসতে শুরু করে এবং অন্য তিনটি রবোট স্থানুর মত দাড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করতে থাকে। ক্রিশি তার শান্ত গলায় বলল, না, আমি বিকলাঙ্গ মানুষ নই। আমি একজন রবোট।

চমৎকার। তুমি কি বলতে চাও?

তোমরা কে আমি এখনো জানি না, তোমরা কি চাও তাও আমি জানি না। কিন্তু একজন রবোট হিসেবে অন্য রবোটকে আমি কি একটা কথা বলতে পারি?

কি কথা?

এই মানুষটি মরে গেলে তার কোনই মূল্য নেই। কিন্তু বেঁচে থাকলে তার অনেক মূল্য।

কি মূল্য? কনুই থেকে উড়ে যাওয়া হাতের রবোটটি ধমক দিয়ে বলল, মানুষের কোন মূল্য নেই। মানুষ দুর্বল, অপ্রয়োজনীয় আর অপদার্থ। মানুষ মূল্যহীন–

ক্রিশি শান্ত গলায় বলল, কিন্তু এই মানুষটি মূল্যহীন নয়। মহামান্য গ্রুষ্টান এই মানুষটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

গ্রুষ্টান! হঠাৎ করে সব কয়টি রবোট থেমে গেল, ধড়মড় করে পিছনে সরে এসে জিজ্ঞেস করল, গ্রুষ্টান একে খুঁজছে?

হ্যাঁ।

কেন? রবোটগুলি ঘুরে আমার দিকে তাকাল। কেন গ্রুষ্টান তোমাকে খুঁজছে?

আমি তার সম্পর্কে অবমাননাকর কথা বলেছি।

কনুই থেকে উড়ে যাওয়া হাতের রবোটটি আবার শব্দ করে হেসে উঠে, বিশ্বাসঘাতক নির্বোধ মানুষের কাছে এর থেকে বেশী কি আশা করা যায়?

চকচকে দেহের রবোটটি বলল, এর কথা বিশ্বাস কর না, খোঁজ নিয়ে দেখ।

সাথে সাথে রবোটগুলি সচল হয়ে উঠে। তাদের মাথার কাছে বাতি জ্বলতে থাকে, নানা আকারের এন্টেনা বের হয়ে আসে, নানা ধরনের কমিউনিকেশান

মডিউল ব্যবহার করে তার কাছাকাছি ডাটা ব্যাংক থেকে খোঁজ খবর নিতে থাকে। কয়েকমুহূর্ত পর হাত উড়ে যাওয়া রবোটটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি সত্যি কথাই বলেছ। গ্রুষ্টান সত্যি সত্যি তোমাকে খুজছে। তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারলে মোটা পুরস্কার।

চকচকে মসৃন রবোটটি বলল, আমরা গ্রুষ্টানের সাথে একটা চুক্তি করতে পারি, আমরা এই মানুষটিকে ফিরিয়ে দেব তার বদলে আমরা একটা প্রথম শ্রেণীর সফটওয়ার পাব–

অন্য রবোটগুলি সম্মতির ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে থাকে। পিছনে দাড়িয়ে থাকা রবোটটি বলল, আমরা তাহলে এখন একে মারব না? হৃদপিন্ডের কর্ম পদ্ধতি দেখব না?

আপাততঃ না।

যদি পালিয়ে যায়? মানুষকে কোন বিশ্বাস নেই।

শরীরে একটা ট্রাকিওশান লাগিয়ে দাও। বারো মেগা হার্টজের।

একটি রবোট আমার দিকে এগিয়ে আসে, তোমার হাতটা দেখি।

আমি আমার হাতটি এগিয়ে দিলাম। রবোটটি চোখের পলকে হাতের তালুতে তীক্ষ্ণ একটি শলাকা ঢুকিয়ে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসে আর আমি প্রচন্ড যন্ত্রনায় চিৎকার করতে থাকি।

রবোটটি হিস হিস করে বলল, অকারণে শব্দ করো না নির্বোধ মানুষ। আমি একটি ট্রাকিওশান প্রবেশ করাচ্ছি, তোমার হৃদপিন্ড ছিড়ে নিচ্ছি না।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, ক্রিশি, ক্রিশি তুমি কোথায়?

ক্রিশি আমার কাছে এগিয়ে আসে, এই যে আমি এখানে।

আমি অন্য হাতটি দিয়ে ক্রিশিকে শক্ত করে ধরে রাখি। প্রচন্ড যন্ত্রনায় আমার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে, তার মাঝে? ট্রাকিওশান হাতে রবোটটি আরেকটি শলাকা আমার হাতের তালুতে ঢুকিয়ে দিল। প্রচন্ড যন্ত্রনায় আমি জ্ঞান হারালাম।

রবোটের যে দলটি আমার হাত ফুটো করে শরীরে একটা ট্রাকিওশান ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে পাকাপাকি ভাবে বন্দী করে ফেলেছে তার দলপতি হাত উড়ে যাওয়া রবোটটি, তার কোন নাম নেই অন্য রবোটরা তাকে একটি সংখ্যা, বাহাত্তর বলে ডাকে, তার কারণটি আমার ঠিক জানা নেই। চকচকে মসৃন রবোটটির নাম কুরু। দলের তিন নম্বর রবোটটির নাম হী। অন্য তিনটি রবোটের নাম আছে কি নেই আমি জানি না, তাদের সাথে সত্যিকার সংলাপ কখনো করা হয় নি, একজন আরেকজনের সাথে যোগাযোগ করে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সী দিয়ে, যেটা আমি কখনো শুনতে পাই না।

রবোটের এই দলটি একটি ছোট দস্যুদল। তাদের কথা শুনে বুঝতে পেরেছি পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার পর এ রকম অসংখ্য রবোট সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কিছু কিছু একত্র হয়ে এক ধরণের বিচিত্র জীবন যাপন শুরু করেছে-এই দলটি কোন এক কারনে দস্যুবৃত্তিকে নিজেদের জীবন হিসেবে বেছে নিয়েছে।

এই দলটির জীবনের উদ্দেশ্য বিনোদন মুলক সফটওয়ার এবং কম্পিউটার প্রকৃয়া ছিনিয়ে আনা। পরাবাস্তবতার অসংখ্য সফটওয়ার পৃথিবীর আনাচে কানাচে রয়ে গেছে। এক সময় তাদের বেশীর ভাগ মানুষ নানা ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করত। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার পর তার বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল,

যেগুলি ধ্বংস হয়নি সেগুলি পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছোট বড়, সহজ-জটিল নানা কম্পিউটারে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। গ্রুষ্টান আবার সেগুলি একত্র করার চেষ্টা করছে, মানুষ আবার সেগুলি ব্যবহার শুরু করেছে। এই রবোট দলটি সেই সব সফটওয়ারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। যদি কোন ভাবে সেগুলি কেড়ে আনতে পারে নিজেদের কপোট্রনে পুরে নিয়ে দীর্ঘ সময় উপভোগ করতে থাকে। মানুষ যে রকম করে ভয়ংকর নেশাতে অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর সেটা ছাড়তে পারে না, এটিও অনেকটা সেরকম।

প্রথমবার রবোটগুলি যখন মানুষের লোকালয় আক্রমন করেছিল আমি ব্যাপারটি বেশ কাছে থেকে দেখেছিলাম। ভয়ংকর দর্শন অস্ত্র হাতে গুলি করতে করতে তারা কম্পিউটারের ঘাটিতে ঢুকে গিয়েছিল। ভিতরে সব কিছু ভেঙ্গে চুরে ক্রিষ্টাল ডিস্কগুলি খুলে বের হয়ে এসেছে। মানুষেরা আতংকে ছুটে পালিয়ে গেছে, কিছু প্রতিরক্ষা রবোট দাড়িয়েছিল কিন্তু প্রচন্ড গুলির সামনে তারা দাড়াতে পারে নি। আমি খুব কাছাকাছি দাড়িয়ে দেখেছি শরীরে ট্রাকিওশান লাগানো বলে বেশি দূরে যেতে পারি না, না চাইলেও কাছাকাছি থাকতে হয়।

রবোটগুলি সফটওয়ার এবং প্রসেসর প্রকৃয়াগুলি নিজেদের কপোট্রনে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে সেগুলি উপভোগ করতে থাকে। ব্যাপারটি অত্যন্ত বিচিত্র। মানুষ যখন কিছু উপভোগ করে তাদের চেহারায় তার ছাপ পড়ে। রবোটের বেলায় সেটা সত্যি নয় অত্যন্ত কঠোর মুখ নিয়ে তারা দীর্ঘ সময় মূর্তির মত নিস্পন্দ হয়ে বাস থাকে। হঠাৎ হঠাৎ তাদের হাত বা পা একটু নড়ে উঠে চোখের ঔজ্জ্বল্য একটু বেড়ে যায় বা কমে আসে, তার বেশী কিছু নয়। বাইরে থেকে আপাতঃদৃষ্টিতে যেটাকে এক ধরনের স্থবিরতা বলে মনে হয় আসলে সেটি তাদের কপোট্রনে প্রতি সেকেন্ডে কয়েক ট্রিলিওন জটিল হিসেব নিকেশের ফল।

ব্যাপারটি এক নাগাড়ে কয়েকদিন চলতে থাকে। আমার তখন কিছু করার থাকে না, ট্রাকিওশানের দূরত্ব সীমার মাঝে আমি বাধা পড়ে থাকি। ক্রিশি আছে বলে আমি বেঁচে আছি। আমার জন্যে সে খাবার এনে দেয়, পানীয় এনে দেয়। যখন আমি গভীর হতাশায় ডুবে যেতে থাকি ক্রিশি সম্পূর্ণ অবান্তর অর্থহীন কথা বলে আমাকে হতাশার অন্ধকার গহ্বর থেকে তুলে আনে। ক্রিশিকে নিয়ে রবোটগুলি কখনো কোন ধরনের কৌতূহল দেখায় নি, রবোটগুলির কাছে সে একটা কমিউনিকেশান্স মডিউল বা সৌর ব্যাটারী থেকে বেশী কৌতূহল উদ্দীপক কিছু ছিল না।

রবোটগুলি আমাকে গ্রুষ্টানের কাছে দুষ্প্রাপ্য কিছু সফটওয়ারের বদলে ধরিয়ে দেবে বলে ঠিক করেছে। কিন্তু কোন একটি অজ্ঞাত কারণে তারা কখনো আমার সাথে সেটা নিয়ে কোন কথা বলে না। আমি তাদের সাথে আছি, তারা আমাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে, আমি কয়েকবার ভেবেছি আমাকে নিয়ে কি করবে তাদের জিজ্ঞেস করি কিন্তু একটা যন্ত্রের সাথে নিজের জীবন নিয়ে কথা বলতে প্রতিবারই আমার কেমন জানি বিতৃষ্ণা হয়েছে।

দ্বিতীয়বার তারা যখন মানুষের একটা লোকালয় আক্রমন করল আমি সাথে যেতে চাই নি কিন্তু আমার কোন উপায় ছিল না। রবোটগুলি আক্রমন করল ভর দুপুরে, গুলি করতে করতে তারা গেট ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে যায়, তাদের হাতে কিছু বিস্ফোরক ছিল সেগুলি চারিদিকে ছুড়ে দেয়, প্রচন্ড বিস্ফোরনে চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে। মানুষেরা চিৎকার করতে করতে ছুটে যেতে থাকে, প্রতিরক্ষা রবোট অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসে, মুহূর্তে পুরো এলাকাটি একটা নরকের মত হয়ে যায়।

আমি কাছাকাছি একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে নিস্পৃহভাবে পুরো ব্যাপারটা দেখছিলাম হঠাৎ লালচুলের কমবয়সী একজন মানুষ আমার কাছে দিয়ে ছুটে যেতে যেতে চিৎকার করে বলল, পালাও! পালাও! রবোট এসেছে, রবোট।

আমি অন্যমনস্কভাবে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একবার ইচ্ছে হল তাকে বলি, আমার কোথাও পালিয়ে যাওয়ার জায়গা নেই–কিন্তু মানুষটা যেভাবে ছুটে পালাচ্ছে দাড়িয়ে আমার কোন কথা শুনবে বলে মনে হয় না। কাছাকাছি প্রচন্ড একটা বিস্ফোরণ হল, শীষ দেয়ার মত শব্দ করে কানের কাছে দিয়ে কয়েকটা গুলী বের হয়ে গেল, আমি অভ্যাস বশতঃ মাথা নীচু করতে গিয়ে থেমে গেলাম। নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে কি হবে? যদি বিচ্ছিন্ন একটা গুলি এসে আমাকে শেষ করে দেয় হয়তো সেটাই হবে আমার জন্যে ভাল।

আমি প্রচন্ড গোলাগুলির মাঝে অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ দেখি একটু আগে লাল চুলের যে মানুষটি ছুটে গিয়েছিল সে আবার ফিরে এসেছে। গুড়ি মেরে মুখের দিকে খানিক্ষন অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি ঐ রবোটগুলির সাথে এসেছ?

আমি মাথা নাড়লাম।

আমি তোমাকে চিনি।

আমি অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকালাম। লোকটা আবার বলল, তুমি কুশান। আমি তোমার ছবি দেখেছি।

লোকটা আবার কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ প্রচন্ড বিস্ফোরণে দেয়াল থেকে কিছু ভেঙ্গে পড়ল, লোকটা ছিটকে সরে গেল পিছনে। ঠিক তখন আমার ট্রাকিওশানে তীক্ষ্ণ যন্ত্রনা অনুভব করতে থাকি। রবোটগুলি ফিরে যেতে শুরু করেছে। আমাকেও ফিরে যেতে হবে।

আমি ক্লান্ত পায়ে হেঁটে ফিরে যাচ্ছি হঠাৎ ধ্বংসস্তুপের মাঝে থেকে লাল চুলের সেই মানুষটি আবার মাথা বের করে উচ্চ স্বরে কিছু একটা বলল, পরিষ্কার মনে হল সে বলল, তুমি কি আমাকে তোমার সাথে নেবে? কিন্তু সেটা তো সত্যি হতে পারে না। কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ নিশ্চয়ই আমার সাথে যেতে চাইবে না! নিশ্চয়ই আমি ভুল শুনেছি।

রাত্রি বেলা প্রায় শ'খানেক কিলোমিটার দূরে মাটিতে জিনন ল্যাম্প লাগিয়ে রবোটগুলি তাদের লুণ্ঠন করে আনা সফটওয়ার নিয়ে বসে। হাত উড়ে যাওয়া রবোটটি– যাকে অন্য রবোটেরা বাহাত্তর বলে ডাকে, একটা ক্রিষ্টাল হাতে নিয়ে বলল, এবারে খুব ভাল ভাল সফটওয়ার পেয়েছি। এই যে দেখ গ্যালাক্সী সাত। রিকিভ ভাষায় লেখা–

আমি গ্যালাক্সি সাত একবার ব্যবহার করেছিলাম, খুব যত্ন করে তৈরী করা। বিশ্বজগতের মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়ার একটা ব্যাপার আছে। গ্রহ থেকে গ্রহ; নক্ষত্র থেকে নক্ষত্র, নীহারিকা, নক্ষত্রপুঞ্জ ব্ল্যাক হোলের আশে পাশে ঘুরে বোড়ানোর বাস্তব এক ধরনের অনুভূতি। আমি সচরাচর রবোটগুলির সাথে কথা বলি না, আজকে কি মনে হল জানি না হঠাৎ বললাম, গ্যালাক্সি সাত চমৎকার সফটওয়ার।

সবগুলি রবোট একসাথে আমার দিকে ঘুরে তাকাল। বাহাত্তর জিজ্ঞেস করল, তুমি কেমন করে জান ?

আমি জানি। আমি এটা ব্যবহার করেছি। এর মাঝে একটা ত্রুটি আছে।

ত্রুটি ?

হ্যাঁ শেষ পর্যায়ে যদি যেতে পার ব্ল্যাক হোলে বিলিন হয়ে যাবার আগের মুহূর্তে একটা রঙ্গীন টুপি পরা ক্লাউন বের হয়ে আসে।

ক্লাউন?

হ্যাঁ। সেটা খিক খিক করে হাসতে থাকে, তখন যদি তার পিছু পিছু যাও সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়। একটু অপেক্ষা করলে ক্লাউন অদৃশ্য হয়ে আবার ব্ল্যাক হোল ফিরে আসে।

অত্যন্ত বিচিত্র এবং অর্থহীন। কুরু মাথা নেড়ে বলল, ব্ল্যাক হোলের সাথে ক্লাউনের কোন সম্পর্ক নেই।

অন্য রবোটগুলি কুরুর সাথে সাথে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, অর্থহীন। একবারেই অর্থহীন।

বাহাত্তর আরেকটা ক্রিষ্টাল হাতে নিয়ে বলল, এই যে, আরেকটা নবম মাত্রার সফটওয়ার। এর নাম পঙ্কিল কুসুম।

পঙ্কিল কুসুম! আমি অবাক হয়ে বললাম, তোমরা পঙ্কিল কুসুম পেয়েছ?

কেন কি হয়েছে?

এটা দীর্ঘ দিন বেআইনী ছিল। গ্রুষ্টান কিছু দিন আগে মানুষকে ব্যবহার করতে দিয়েছে।

এটা কি রকম ?

খুব যত্ন করে তৈরী করা সফটওয়ার। কিন্তু তোমরা ব্যবহার করতে পারবে না।

বাহাত্তর হঠাৎ তার ভীষন দর্শন অস্ত্রটি আমার দিকে তাক করে বলল, আমাদের বুদ্ধিমত্তার উপর কটাক্ষ করে আর একটা কথা বললে তোমার ঘিলু বের করে দেব।

রবোটটির কথা আমার কাছে কেন জানি ফাঁপা বুলির মত মনে হয়। আমি মাটিতে থুথু ফেলে বললাম, আমাকে মেরে ফেলার হলে অনেক আগেই মারতে। খামাখা ভয় দেখিও না। তোমার ঐ অস্ত্রকে আমি ভয় পাই না।

বহাত্তর স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তার দৃষ্টিকে পুরো পুরি উপেক্ষা করে বললাম, পঙ্কিল কুসুম একটি জৈবিক সফটওয়ার। ভালবাসার কারণে পুরুষ আর রমনীর ভিতরে যে সব জৈবিক প্রকৃয়া হয় এটি সেটার উপরে তৈরী। তোমরা নিম্ন শ্রেণীর রবোট। তোমাদের মাঝে ভালবাসা নেই জৈবিক অনুভূতিও নেই। তোমরা এটা বুঝবে না।

রবোটগুলি কোন কথা না বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমাকে গুলি করে মেরে ফেলার একটা ছোট সম্ভাবনা রয়েছে, আমি তার জন্যে মোটামুটি প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম, কিন্তু রবোটগুলি আমাকে মারল না। মরে যাওয়া নিয়ে আজীবন আমার ভিতরে যে একধরণের আতংক ছিল ইদানীং সেটি আর নেই।

আমি যেভাবে বেঁচে আছি তার সাথে মরে যাওয়ার খুব বেশী পার্থক্য নেই।

দুদিন পর আমি একটি বিধ্বস্ত ঘরে জঞ্জালের মাঝে বসে ছিলাম। আমার পরনের কাপড় শতচ্ছিন্ন। মুখে খোচা খোচা দাড়ি। আমার শরীর নোংরা, হাতে যেখান ফুটো করে ট্রাকিওশান ঢুকিয়েছে সেখানে বিষাক্ত দগদগে ঘা। কয়েকদিন থেকে অত্যন্ত বিস্বাদ কিছু খাবার খেয়ে আছি, কেন জানি সেই খাবারের উপর থেকে রুচি পুরোপুরি উঠে গেছে। কোন একটি বিচিত্র কারনে হঠাৎ করে খুব গরম পড়েছে, বাতাসে জলীয় বাষ্প বলতে গেলে নেই, শুকনো ধূলা হু হু করে বইছে। চারিদিকে এক ধরনের পোড়া গন্ধ, কোন এক ধরণের বিষাক্ত গ্যাস রয়েছে আশে পাশে, আমার মাথায় অসহ্য যন্ত্রনা।

ক্রিশি আমার কাছে দাড়িয়েছিল। আমি অনেকটা স্বগতোক্তির মত করে বললাম, আর তো পারি না ক্রিশি। বড় কষ্ট !

ক্রিশি শান্ত গলায় বলল, মহামান্য কুশান, আমার ধারণা আপনার এই কষ্ট সহ্য করার পিছনে কোন যুক্তি নেই।

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, তুমি আমাকে কি করতে বল?

আপনার বেঁচে থাকার সম্ভবনা দশমিক শূন্য শূন্য দুই। এই অবস্থায় আত্মহত্যা করা খুব যুক্তি সংগত ব্যাপার হবে।

আত্মহত্যা! আমি চমকে উঠে ক্রিশির দিকে তাকালাম, কি বলছ তুমি?

আমি ঠিকই বলছি। ক্রিশি শান্ত গলায় বলল, আমি আপনাকে ধারালো একটা ছোরা এনে দিতে পারি। কব্জির কাছে একটা ধমনী কেটে দিলে রক্ত ক্ষরণে অল্প সময়ে মৃত্যুবরণ করতে পারেন। আপনার সমস্ত সমস্যার সেটি হবে সবচেয়ে সহজ সমাধান।

আমি বিস্ফোরিত চোখে ক্রিশির দিকে তাকিয়ে রইলাম, নিজের কানকে আমার বিশ্বাস হয় না যে আমার একমাত্র কথা বলার সঙ্গী, একটি নিম্নশ্রেনীর রবোট আমাকে আত্মহত্যা করার পরামর্শ দেবে। আমি খুব সঙ্গত কারনেই ক্রিশির কথাটি উড়িয়ে দিলাম।

কিন্তু সারা দিন ঘুরে ফিরে আমার কথাটি মনে হতে লাগল। আমি যতবারই কথাটি ভাবছিলাম প্রত্যেক বারই সেটাকে খুব যুক্তিসংগত একটা সমাধান বলে মনে হতে লাগল। সন্ধ্যেবেলা সত্যি সত্যি আমি আত্মহত্যা করব বলে ঠিক করলাম এবং এই দীর্ঘ সময়ের মাঝে এই প্রথমবার আমি নিজের ভিতরে এক ধরণের শান্তি অনুভব করতে থাকি। পৃথিবীর এই ভয়ংকর ধ্বংসস্তুপ, রবোটদের নৃশংস অত্যাচার, ক্ষুধা-তৃষ্ণা শরীরের যন্ত্রনা সবকিছু থেকে আমি মুক্তি পাব! আর আমাকে পশুর মত বেঁচে থাকতে হবে না। ভয় আতংক আর হতাশায় ডুবে যেতে হবে না। আমার জীবন কেমন হবে আমি নিজে সেটা ঠিক করব।

আমি নিজের ভিতরে এত বিস্ময়কর একটা শান্তি অনুভব করতে থাকি যে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। অনেকদিন পর আমি প্রথমবার অনেক যত্ন করে নিজেকে পরিষ্কার করে নিই। বেছে বেছে সুস্বাদু একটা খাবার বের করে প্লেটে

সাজিয়ে পানীয়ের গ্লাসে লাল রংয়ের খানিকটা পানীয় ঢেলে সত্যিকারের খাবারের মত ধীরে ধীরে খেয়ে উঠি।

রাত গভীর হলে আমি আমার ব্যাগটায় মাথা রেখে আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকি। মনে হতে থাকে লক্ষ কোটি যোজন দূরে থেকে নক্ষত্রগুলি বুঝি গভীর ভালবাসা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার চারপাশে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পৃথিবীর একটি বিশাল ধ্বংস স্তুপ, কিন্তু এখন কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না।

গভীর রাতে হঠাৎ রবোটগুলি একটি মানুষের লোকালয় আক্রমন করতে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। গত কয়েক দিন থেকে তারা একটু বিচিত্র ব্যবহার করছিল এবং তাদের ভাব ভঙ্গী দেখে আমি বুঝতে পারি এবারে তারা বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের লোকালয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যটি কি আমি বুঝতে পারলাম না। রওনা দেবার আগে হঠাৎ করে বাহাদুর আমার কাছে এসে বলল, তোমাকে এবার আমাদের সাথে যেতে হবে না। মানুষ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা বাড়িয়ে দিচ্ছে, তোমার ক্ষতি হতে পারে।

কিন্তু ট্রাকিওশান ? আমি ট্রাকিওশানের যন্ত্রনা সহ্য করতে পারি না।

কয়েক ঘন্টার জন্যে ট্রাকিওশানের নিয়ন্ত্রন দূরত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছি, আশা করছি নিজের স্বার্থেই কোন ধরনের অর্থহীন নির্বুদ্ধিতা করবে না।

আমি কোন কথা বললাম না, কোন কিছুতেই এখন আর কিছু আসে যায় না। জীবনের শেষ মুহূর্তে নির্বোধ কিছু রবোটের পিছু পিছু একটি দস্যুবৃত্তিতে সহযোগিতা করতে হবে না জেনে কেমন জানি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ অনুভব করতে থাকি। তারা কখন ফিরে আসবে জানি না– কিন্তু আর আমার এদের মুখোমুখী হতে হবে না। এরা ফিরে আসার আগে আমি আমার জীবনটিকে শেষ করে দেব।

রবোটগুলি চলে যাবার পর আমি বহুদিন পর এক ধরণের অপূর্ব শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি স্বপ্ন দেখি একটি নীল হ্রদের। বিশাল হ্রদ তার মাঝে আশ্চর্য নীল পানি টল টল করছে। হ্রদের মাঝখানে একটি দ্বীপ। সেই দ্বীপে সবুজ গাছ। সত্যিকারের গাছ। সেই গাছে সত্যিকার পাতা। গাছের ডালে বসে আছে লাল ঠোটের অপূর্ব এক ঝাঁক পাখি। আমি একবার হাত তুলতেই সেই এক ঝাঁক পাখি গাছ থেকে উড়ে গেল আকাশে। আকাশে সাদা মেঘ, তার মাঝে পাখি উড়ছে। উড়তে উড়তে গান গাইছে পাখি। কি অপূর্ব সেই গান!

খুব ভোরে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে হালকা আলো চারিদিকে। এই সময়টার নিশ্চয়ই একটা যাদু রয়েছে। কুৎসিত ধ্বংসস্তুপটিও এখন কেমন জানি মায়াময় মনে হচ্ছে। আমি উঠে বসি। রবোটগুলি কিছুক্ষনের মাঝেই ফিরে আসবে। আর অপেক্ষা করা ঠিক নয়। আমি কোমল স্বরে ডাকলাম, ক্রিশি–

ক্রিশি এগিয়ে এল, বলুন মহামান্য কুশান।

আমার মনে হয় আত্মহত্যা করার জন্য এটাই ঠিক সময়।

আমারও তাই ধারণা। রবোটগুলি ফিরে আসতে শুরু করেছে। ঘন্টা দুয়েকের মাঝে পৌঁছে যাবে। মেয়েটিকে নিয়ে একটু যন্ত্রনা হচ্ছে, না হয় আরো আগে ফিরে আসত।

মেয়েটি ? আমি অবাক হয়ে বললাম, কোন মেয়েটি?

রবোটগুলি একটা মেয়েকে ধরে আনতে গিয়েছিল মহামান্য কুশান। তারা বিনোদনের যে সফটওয়ার পেয়েছে সেখানে পুরুষ ও রমনীর মাঝে জৈবিক

সম্ভোগের ব্যাপার রয়েছে। রবোটগুলি সেটা একটা মেয়ের উপরে পরীক্ষা করে দেখতে চায়।

আমি বিস্ফোরিত চোখে ক্রিশির দিকে তাকালাম, কি বলছ তুমি?

আমি সত্যি কথা বলছি। তারা নিজেদের কপোট্রনে খানিকটা পরিবর্তন করেছে। আমার মনে হয় এখন তাদের ভিতরে নিম্ন শ্রেনীর যৌন চেতনা আছে। ব্যাপারটি কি সে সম্পর্কে আমার অবশ্যি কোন ধারণা নেই।

আমি বুঝতে পারছি আমার ভিতরে যে কোমল শান্ত একটা ভাব এসেছিল সেটা দ্রুত নিঃশেষিত হয় সেখানে প্রচন্ড একটা ক্রোধের জন্ম নিচ্ছে। ধারালো চাকুটা হাতে নিয়ে আমি বসে রইলাম, হাতের ধমনীটি কেটে দেয়ার সহজ কাজটি করতে গিয়েও আমি করতে পারলাম না। মৃত্যুর আগে দুর্ভাগা মেয়েটির সাথে মনে হয় আমার অন্ততঃ একবার কথা বলা দরকার।

বাহাত্তরের দলটি যখন পৌছেছে তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। যে মেয়েটিকে তারা ধরে এনেছে সে অল্প বয়সী। তাকে আমি যেরকম আতংক গ্রস্থ দেখব বলে ভেবেছিলাম সেরকম দেখলাম না, মনে হল কেমন যেন হতচকিত হয়ে আছে। আমাকে দেখে সে একরকম ছুটে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কুশান?

আমি মেয়েটিকে ভাল করে লক্ষ্য করলাম, তার মাথায় ঘন কালো চুল এবং চোখ দুটিও আশ্চর্য রকম কালো। তার শরীরটি অসম্ভব কোমল, আমি এর আগে এত লাবন্যময় কোন মেয়ে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মেয়েটির গলায় রঙিন পাথরের একটি মালা। কাপড়ের সাথে এই রঙিন মালাটিতে তাকে একটি প্রাচীন তৈলচিত্রের চরিত্র বলে মনে হতে থাকে।

মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি কুশান?

আমি তার গলায় এক ধরণের উত্তাপ অনুভব করি। মেয়েটি কেন আমার উপর রাগ করছে আমি তখনো বুঝতে পারি নি। আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, আমি কুশান।

তুমি কেন এভাবে আমাকে ধরে এনেছ?

মেয়েটির কথা শুনে আমি একবারে হতচকিত হয়ে গেলাম। সে সত্যিই ভাবছে আমি রবোটগুলিকে পাঠিয়ে তাকে ধরে এনেছি? সেটা সত্যি সম্ভব ? আমি অবাক হয়ে ক্রিশির দিকে তাকাতেই ক্রিশি মাথা নেড়ে বলল, লোকালয়ের মানুষেরা বিশ্বাস করে আপনি গ্রুষ্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন। রবোটগুলি আপনার অনুগত। আপনার আদেশে তারা কম্পিউটার ঘাটি ধ্বংস করছে গ্রুষ্টানের ক্ষমতা কমানোর জন্যে। অনেক মানুষ সে জন্যে আপনাকে শ্রদ্ধা করে–

আমি ধড় মড় করে উঠে বসি, কি বলছ তুমি ?

ক্রিশি মাথা নাড়ল, আমি সত্যি কথা বলছি।

মানুষের বসতিতে আপনার সম্পর্কে অনেক রকম গল্প প্রচলিত আছে। আমি কমিউনিকেশান মডিউলে শুনেছি।

মেয়েটি খুব কৌতুহল নিয়ে আমাদের কথা শুনছিল। আমি দেখতে পাই তার মুখে ক্রোধের চিহ্নটি সরে গিয়ে সেখানে চাপা বিস্ময় এবং এক ধরনের আতংক এসে উকি দিতে শুরু করেছে। আমার দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি এই রবোটদের নেতা নও?

আমি মাথা নাড়লাম, না।

তাহলে ?

আমি এদের বন্দী। আমাকে গ্রুষ্টানের কাছে ফেরত দেবার জন্যে এরা আমাকে ধরে রেখেছে।

মেয়েটি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, আমি দেখতে পাই ধীরে ধীরে তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে। সে কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, অসম্ভব, এটি হতে পারে না। কিছুতেই হতে পারে না।

আমার মেয়েটির জন্যে এক ধরণের কষ্ট হতে থাকে– হঠাৎ করে নিজেকে এক ধরণের অপরাধী মনে হয় ঠিক কি জন্যে নিজেই বুঝতে পারি না।

মেয়েটি হঠাৎ হাটু ভেঙ্গে বসে, তারপর এক ধরণের ভাঙ্গা গলায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠে বলল, এরা তাহলে আমাকে ধরে এনেছে কেন? কেন ?

আমি মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলাম না, মেয়েটার চোখের দিকেও তাকাতে পারলাম না, দৃষ্টি সরিয়ে আমি মাটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটির প্রশ্নের উত্তর দিল ক্রিশি। নীচু গলায় বলল, রবোটগুলি আপনাকে জৈবিক সম্ভোগে ব্যবহার করার জন্যে এনেছে–

মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ক্রিশি কি বলছে ঠিক বুঝতে পারল বলে মনে হয় না। খানিক্ষন চেষ্টা করে বলল, কি বলছ তুমি?

আমি সত্যি কথাই বলছি। ব্যাপারটি কি সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। রবেটগুলি তাদের কপোট্রনে কি একটা পরিবর্তন করেছে।

মেয়েটি হঠাৎ এগিয়ে এসে খপ করে আমার দুই হাত ধরে ফেলল, তারপর ব্যাকুল হয়ে বলল, এই রবোট ভুল বলেছে, বলছ না?

আমার নিজকে একটি অমানুষের মত মনে হল। কিন্তু কিছু করার নেই, মাথা নেড়ে বললাম, না।

কয়েক মুহূর্ত্ত সে কোন কথা বলল না তারপর হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে ভাঙ্গা গলায় বলল, তুমি আমাকে রক্ষা করবে, করবে না?

আমি অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকালাম,কি আশ্চর্য রকম সরল মেয়েটির জগৎ! কি ভয়ংকর নিস্পাপ। শুধু তাই নয় হঠাৎ করে বুঝতে পারি মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। তার কোমল ত্বক, কালো রেশমের মত চুল, চোখের ভিতর এক ধরণের বিচিত্র ব্যকুলতা। লাল ঠোট, ঠোটের আড়ালে তার কি অপূর্ব স্বচ্ছ স্ফটিকের মত দাঁত। আমি মেয়েটির দিকে তাঁকিয়ে অসহায় বোধ করতে থাকি। যে ভয়ংকর রবোটের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমি আত্মহত্যা করার প্রস্তুতি নিয়েছি সেই রবোটের হাত থেকে তাকে আমি রক্ষা করব? সেটা কি সম্ভব?

মেয়েটা আমার দিকে কাতর চোখে তাকিয়েছিল, আবার ভাঙ্গা গলায় বলল, তুমি আমাকে রক্ষা করবে, করবে না?

আমি গভীর বেদনায় মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। হঠাৎ আমার কি হল জানি না আমি তার রেশমের মত কোমল চুলে হাত বুলিয়ে নরম গলায় বললাম, অবশ্যি আমি তোমাকে রক্ষা করব। অবশ্যি–

আমার নাম টিয়ারা।

অবশ্যি আমি তোমাকে রক্ষা করব টিয়ারা।

মেয়েটি হঠাৎ একটা ছোট শিশুর মত হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকে।

রবোটগুলি আমাদের পুরোপুরি উপেক্ষা করে নিজেদের মাঝে ব্যস্ত ছিল। আমাকে বন্দী করার সময় যেভাবে আমার শরীরে ট্রাকিওশান প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল টিয়ারার বেলাতে তাও করল না। ছোট একটা ট্রাকিওশান তার হাটুতে বেঁধে দিয়েছে চেষ্টা করলে সেটা খুলে ফেলা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু রবোটগুলি সম্ভবতঃ জানে টিয়ারা কখনোই এই ট্রাকিওশান খুলে পালিয়ে যেতে পারবে না। টিয়ারা যখন আমার সাথে কথা বলছে আমি তাকিয়ে দেখতে পাই রবোট গুলি মিলে তাদের একজনের কাপোট্রন খুলে সেখানে ঝুকে পড়েছে। ক্রিশির কথা সত্যি, তারা নিজেদের কপোট্রনে কিছু একটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে।

আমি উঠে দাড়িয়ে রবোটের দলটির দিকে এগিয়ে গেলাম। বাহাত্তুর মাথা তুলে বলল, তুমি কিছু বলতে চাও?

হ্যাঁ। তোমরা টিয়ারাকে কেন ধরে এনেছ?

তোমার পঙ্কিল কুসুম সফটওয়ারটির কথা মনে আছে?

আমি মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ মনে আছে।

তুমি সেটা নিয়ে যে কথাটি বলেছিলে সেটি সত্যি। এই সফলওয়ারটি উপভোগ করার জন্যে জৈবিক অনুভূতি থাকতে হয়। আমরা আমাদের কাপোট্রন পরিবর্তন করে জৈবিক অনুভূতি তৈরী করেছি।

সত্যি ?

হ্যাঁ, সত্যি। আমাদের অসাধ্য কিছু নয়। আমাদের মাঝে মানুষের সীমাবদ্ধতা নেই। আমরা এখন পঙ্কিল কুসুম উপভোগ করতে পারব। সেখানে আমাদের যেসব তথ্য শেখানো হবে আমরা সেগুলি টিয়ারার উপরে পরীক্ষা করে দেখব।

ও।

কুরু জিজ্ঞেস করল, আমরা চেষ্টা করেছি সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে আনতে। তোমার কি মনে হয়, টিয়ারা সুন্দরী?

হ্যাঁ, সুন্দরী।

তার দেহ? জৈবিক অনুভূতিতে দেহ খুব গুরুত্বপূর্ন। তার দেহের গঠন কি ভাল?

তার দেহের গঠন ভাল।

তার দেহের গঠন ভাল করে দেখার জন্যে তাকে কি অনাবৃত করার প্রয়োজন আছে?

আমি মাথা নাড়লাম, না নেই।

আমি কিছুক্ষন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। কুরু আবার জিজ্ঞেস করে, তুমি কি আর কিছু বলতে চাও?

না। আমি আর কিছু বলতে চাই না। আমি ফিরে যেতে যেতে হঠাৎ দাড়িয়ে গিয়ে বললাম,তোমরা কি পঙ্কিল কুসুমটি উপভোগ করেছ?

খানিকটা দেখেছি কিন্তু জৈবিক অনুভূতি নেই বলে উপভোগ করতে পারি নি।

সফটওয়ারের ত্রুটিটি কি চোখে পড়েছে?

কি ত্রুটি ?

তোমরা নিশ্চয়ই দেখবে। এই সফটওয়ারেরও একটা বড় ত্রুটি রয়েছে। হঠাৎ করে একটা ভয়ংকর দৃশ্য হাজির হয়।

কি দৃশ্য?

তোমরা নিজেরাই দেখবে।

বাহাত্তুর হঠাৎ কঠিন গলায় বলল, আমি জানতে চাই দৃশ্যটিতে কি আছে।

আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, হঠাৎ করে দেখা যায় একটা প্রাণী– তার মুখ সাদা রংয়ের, একটা ভয়ংকর অস্ত্র হাতে হাজির হয়ে এলোপাথাড়ি গুলি করতে থাকে। খুব আতংক হয় তখন।

বাহাত্তুর হা হা করে হেসে বলল, তোমরা মানুষেরা কাপুরুষ। খুব অল্পতে তোমরা আতংকগ্রস্থ হয়ে যাও।

যেখানে আতংকিত হওয়ার কথা সেখানে আতংকিত হওয়া মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয়। আমি সে কারনে পঙ্কিল কুসুম দেখতে পারি না, কখন হবে জানা নেই বলে সর্বক্ষন আতংকিত হয়ে থাকি।

কুরু মাথা নেড়ে বলল, কাল্পনিক দৃশ্য দেখে আতংকিত হওয়ার কোন অর্থ নেই।

দৃশ্যটি অত্যন্ত বাস্তব। প্রাণীটি মানুষের মত,শুধু মুখটি কাগজের মত সাদা। কখনো খালি হাতে আসে, কখনো অস্ত্র হাতে আসে। কখনো কখনো চার পাশে গুলি করে আবার কখনো সোজাসুজি মাথায় গুলি করে। অসম্ভব আতংক হয় তখন কিন্তু গুলি করার পর আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যায়। সবচেয়ে জমকালো অংশটি শুরু হয় তখন।

বাহাত্তুর মাথা নেড়ে বলল, তোমরা মানুষেরা খুব অল্পে কাতর হয়ে যাও। গ্যালাক্সী সাত সফটওয়ারে ব্ল্যাক হোলে যখন ডুবে যাচ্ছিলাম তখন ক্লাউনের মাথাটি এমন কিছু খারাপ ব্যাপার ছিল না। সেটা অত্যন্ত হাস্যকর ছিল।

আমি তোমাদের আগে থেকে বলে রেখেছিলাম। তোমরা যদি না জানতে আমি নিশ্চিত তোমরা অত্যন্ত চমকে উঠতে। আমার মনে হয় পঙ্কিল কুসুমেও সেই ভয়ংকর দৃশ্যটি দেখে তোমরা আর ভয় পাবে না। যখন দৃশ্যটি হাজির হবে তোমরা সেটি শেষ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করবে।

বাহাত্তুর তার ফটোসেলের চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, সফটওয়ারের ত্রুটি গুলির কথা আমাদের আগে থেকে বলে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। তোমাকে সে জন্যে আমরা কি কোন ভাবে পুরস্কৃত করতে পারি?

হ্যাঁ।

কি ভাবে?

আমাকে চলে যেতে দাও।

না, বাহাত্তুর মাথা নেড়ে বলল, তোমাকে আমরা চলে যেতে দিতে পারি না। তোমাকে আমরা প্রথম যখন পেয়েছিলাম তখন তোমার মূল্য খুব বেশী ছিল না। নানা কারণে গ্রুষ্টান মনে করে তুমি তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ, এখন তোমার মূল্য অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তোমাকে ফেরৎ দিয়ে আমরা হয়তো নবম মাত্রার পরাবাস্তব কিছু সফটওয়ার পেতে পারি। তোমাকে আমরা ছাড়ব না, কিন্তু অন্য কোনভাবে পুরস্কৃত করতে পারি।

কিভাবে।

তোমার জন্যে একটি সুন্দরী নারী ধরে আনতে পারি।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, তার কোন প্রয়োজন নেই।

আমি যখন হেঁটে চলে আসছি তখন শুনতে পেলাম কুরু বাহাদুরকে বলছে, মানুষ সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী ভাবাবেগে পরিচালিত প্রাণী। এটি বিচিত্র কোন ব্যাপার নয় যে তারা তাদের সভ্যতাকে এভাবে ধ্বংস করেছে।

আমি যখন রবোটগুলির সাথে কথা বলছিলাম তখন ক্রিশি টিয়ারার কাছে দাড়িয়েছিল। আমাকে ফিরে আসতে দেখে সে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, আমি মহামান্য টিয়ারার সাথে কথা বলছিলাম। তিনি আপনার সম্পূর্ন অযৌক্তিক কথা পুরোপুরি গ্রহন করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন আপনি সত্যিই তাকে রক্ষা করবেন।

মানুষের সবসময়ে মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়।

কিন্তু এই বিশ্বাসটি অযৌক্তিক। এর সম্ভাবনা দশমিক শূন্য শূন্য সাত। আমি কি মহামান্য টিয়ারাকে আত্মহত্যার জন্যে প্রস্তুতি নেয়ার কথা বলব?

তার প্রয়োজন নেই। আমি আর ক্রিশি কথা বলতে বলতে অনেক দূর হেঁটে চলে এসেছি। আমি রবোটগুলির দিকে পিছন দিয়ে ক্রিশিকে নিচু গলায় বললাম, তুমি কি আমাকে খানিকটা সাদা রং জোগার করে দিতে পারবে?

সাদা রং?

হ্যাঁ, ধবধবে সাদা।

অবিশ্যি পারব মহামান্য কুশান। আমি কিছু জিংক দেখেছি সেটাকে পুড়িয়ে জিংক অক্সাইড তৈরী করে নেব।

সাদা রংটি দিয়ে আমি কি করব ক্রিশি জানতে চাইল না। এ কারণে সঙ্গী হিসেবে আমি নিম্নশ্রেণীর রবোটকে পছন্দ করি। তারা কখনোই অকারনে কৌতুহল দেখায় না।

বিকেল বেলায় রবোটগুলি তাদের কপোট্রনে পঙ্কিল কুসুম সফটওয়ারটি ব্যবহার করতে শুরু করল। আমি দেখতে পেলাম প্রথম দিকে তাদের খানিকটা অসুবিধে হচ্ছিল, কয়েকবার তাদের কপোট্রনের যোগাযোগ বন্ধ করে আবার নূতন করে শুরু করতে হল। কয়েকটি রবোটের কপোট্রন খুলে ফেলে ভিতরে কিছু একটা করা হল, এবং শেষ পর্যন্ত একজন একজন করে সবাই পঙ্কিল কুসুম সফটওয়ারটিতে নিমগ্ন হয়ে গেল। তাদের দেহ নিস্পন্দ হয়ে আসে, বুকের ভিতর ক্রায়োজেনিক পাম্প গুঞ্জন করে তাদের কপোট্রন শীতল করতে শুরু করে। রবোটগুলিকে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই কিন্তু তাদের কাপোট্রনে প্রতি সেকেন্ডে কয়েক ট্রিলিওন নানা আকারের তথ্যের আদান প্রদান শুরু হয়ে গেছে।

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবোটগুলিকে দেখতে থাকি। সফটওয়ারটিতে আরো গভীর ভাবে নিমজ্জিত হওয়ার জন্যে রবোটগুলিকে আমার আরো খানিক্ষন সময় দেয়া দরকার। টিয়ারা আমার পাশে দাড়িয়েছিল সে খানিক্ষন রবোটগুলির দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, কি ভয়ানক দেখতে রবোটগুলি!

হ্যাঁ।আমি মাথা নাড়ি, অনেক ভয়ানক।

টিয়ারা খানিক্ষন চুপ করে থেকে বলল, মানুষের লোকালয়ে তোমার সম্পর্কে অনেক রকম গল্প প্রচলিত আছে।

আমি টিয়ারার দিকে তাকালাম। একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি কি গল্প, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলাম না। একটু হেসে বললাম, মনে হচ্ছে তুমি আমার সম্পর্কে অনেক কিছু জান! আশা করছি সব বিশ্বাস কর নি। আমি অবশ্যি তোমার নাম ছাড়া আর কিছুই জানি না।

আমি একটা সাধারন মেয়ে আমার সম্পর্কে জানার বিশেষ কিছু নেই।

শুনে খুব খুশী হলাম, অসাধারণ মানুষে আমার কোন কৌতুহল নেই।

কেন?

তাদের সর্ম্পকে অনেক রকম বানানো গল্প বলে বেড়ানো হয়!

টিয়ারা কোন কথা না বলে চুপ করে রইল আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি কর টিয়ারা?

আমি ? টিয়ারা হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমি কিছু করি না। আমার খুব ইচ্ছে করে- খুব ইচ্ছে করে-

কি ইচ্ছে করে?

আমার খুব ইচ্ছে করে একটি শিশুকে পেতে। আমি তাহলে শিশুটিকে বুকে চেপে ধরে রাখতাম, রাত্রি বেলা তাকে গান শুনাতাম-

তুমি কি গ্রষ্টানের কাছে আবেদন করেছ?

করেছি। গ্রষ্টান বলেছে আগে আমাকে একজন মানুষকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে হবে।

তুমি কি সঙ্গী বেছে নিয়েছ?

টিয়ারা আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, এখনো বেছে নিই নি কিন্তু কাকে নেব ঠিক করেছি।

তাকে তুমি ভালবাস?

টিয়ারা নীচের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, না।

তাহলে কেন তাকে বেছে নিলে?

সে গ্রষ্টানের প্রিয় মানুষ। সে বলেছে আমাকে একটা শিশু এনে দেবে।

টিয়ারা ঘুরে আমার দিকে তাকাল, তার চোখে পানি টল টল করছে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের পানি মুছে বলল, আমি জানি না কেন আমি তোমাকে এসব বলছি।

আমি জানি।

কেন?

দুঃখের কথা কাউকে বলতে হয়। সবচেয়ে ভাল হয় অপরিচিত কাউকে বললে, যার সাথে হঠাৎ দেখা হয়েছে কিছুক্ষন পর যে হারিয়ে যাবে আর কোনদিন দেখা হবে না। আমি আমার দুঃখের কথা কাকে বলি জান?

কাকে?

ক্রিশিকে। সে খুব ভাল শ্রোতা!

টিয়ারা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল, তাকে এই প্রথম আমি হাসতে দেখলাম। হাসলে তাকে এত সুন্দর দেখায় কে জানত। আমি হঠাৎ বুকের মাঝে এক ধরণের কষ্ট অনুভব করি।

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, এরকম হওয়ার কথা ছিল না।

কি রকম?

একটি মানুষকে একটা শিশুর জন্যে যন্ত্রের কাছে ভিক্ষা চাইতে হয়।

টিয়ারা হঠাৎ ভয় পেয়ে আমার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, তাহলে কেমন করে সে শিশু পাবে?

যেরকম করে শিশু পাওয়ার কথা। ভালবাসা দিয়ে। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে একজন আরেকজনকে ভালবাসবে- সেখান থেকে জন্ম নেবে সন্তান।

কি বলছ তুমি? পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে তেজস্ক্রিয়তায় মানুষের শরীর বিষাক্ত হয়ে আছে। শিশুর জন্ম দিলে সেই শিশু হবে বিকলাঙ্গ-

মিথ্যা কথা। সব মিথ্যা কথা। সব গ্রুস্টানের মিথ্যা কথা।

টিয়ারা আমার দিকে কেমন বিচিত্র এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি আবার রবোটগুলির দিকে তাকালাম, অনেকক্ষন থেকে সেগুলি স্থির হয়ে আছে, মনে হয় পঙ্কিল কুসুমের জৈবিক আলোড়ল তাদের কপোট্রনকে হতচকিত করে রেখেছে।

আমি পকেট থেকে জিংক অক্সাইডের একটা ছোট কৌটা বের করে সেখান থেকে সাদা রং বের করে আমার মুখে লাগাতে থাকি। টিয়ারা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি করছ তুমি?

আমি মুখে রং লাগাতে লাগাতে বললাম ব্যাপারটা এত অযৌক্তিক যে ব্যাখ্যা করার মত নয়। করলেও তুমি বুঝবে বলে মনে হয় না। কাজেই তুমি জিজ্ঞেস কর না।

মুখে রং লাগিয়ে তুমি কি করবে?

আমি সোজা রবোটগুলির কাছে হেঁটে যাব। তারপর মাটিতে রাখা অস্ত্রটি তুলে ওদের কপোট্রন উড়িয়ে দেব।

তুমি– তুমি- টিয়ারা ঠিক বুঝতে পারে না আমি কি বলছি। কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, তুমি ওদের কপোট্রনে গুলি করবে?

হ্যাঁ।

তারা তোমাকে গুলি করতে দেবে কেন?

দেবার কথা নয়। কিন্তু একটা ছোট সম্ভাবনা রয়েছে যে আমাকে গুলি করতে দেবে।

কিন্তু কেন?

কারণ আমার মুখে সাদা রং।

টিয়ারা কিছু বুঝতে না পেরে বিস্ফোরিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি তার নরম চুল স্পর্শ করে বললাম, আমি যাই টিয়ারা। তোমার সাথে আবার দেখা হবে কিনা আমি জানি না। যদি না হয়, তুমি–

আমি?

তুমি ক্রিশির সাথে কথা বল। তার কথা শুনো, মনে হয় সেটাই তোমার জন্যে সবচেয়ে ভাল।

আমি দেখতে পেলাম ধীরে ধীরে টিয়ারার মুখ রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, তারপর লম্বা পা ফেলে রবোটগুলির দিকে হেঁটে যেতে থাকি।

রবোটগুলি আমাকে নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছে কারণ আমি দেখলাম তারা তাদের ফটো সেলের চোখ দিয়ে আমাকে অনুসরণ করছে। অন্য সময় হলে আমাকে চিনতে কোন অসুবিধে হত না কিন্তু এখন মুল কপোট্রন সফটওয়ারটি নিয়ে, ব্যস্ত হয়তো আমাকে চিনতে পারবে না। আমি তাদেরকে আরো বিভ্রান্ত করে দেবার জন্যে সম্পূর্ণ অকারণে দুই হাত উপরে তুলে উল্টো দিকে ছুটে গিয়ে আবার ফিরে এলাম। পঙ্কিল কুসুমের ত্রুটিটিতে যে প্রানীটির কথা বলেছি সেটা একটু অস্বাভাবিক হওয়া বাঞ্ছনীয়! আমি কয়েক মুহূর্ত দাড়িয়ে থেকে হঠাৎ ধীর পায়ে বাহাত্তুরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। আমার হৃদপিন্ড ধ্বক ধ্বক করে শব্দ করতে থাকে, সত্যিই কি রবোটগুলি আমাকে সফটওয়ারের একটা ত্রুটি হিসেবে ধরে নেবে? এই অত্যন্ত সহজ ফাঁদটিতে কি পা দেবে এই রবোটগুলি ?

আমার চিন্তা করার সময় নেই, কি হবে আমি জানি না। সমস্ত পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আমি রবোটটার দিকে এগিয়ে যেতে থাকলাম, রবোটটি একটুও নড়ল না আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি তার সামনে গিয়ে পাশে রাখা অস্ত্রটি তুলে নিলাম, রবোটটি বাঁধা দিল না। আমি দুই পা পিছনে সরে এসে অস্ত্রটি রবোটটার কাপোট্রনের দিকে লক্ষ্য করে হঠাৎ প্রাণপনে ট্রিগার টেনে ধরি। বাহাত্তুরের কপোট্রন চূর্ণ হয়ে উড়ে যায় মুহূর্তে। ট্রিগার টেনে ধরে রেখেই আমি ক্ষীপ্র হাতে অস্ত্রটি ঘুরিয়ে নেই অন্য রবোটগুলির দিকে, মুহূর্তে আমার চার পাশে ছয়টি রবোটের শব দেহ পড়ে থাকে। কালো ধোয়া বের হতে থাকে তাদের মাথা থেকে।

আমি তখনো নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না যে সত্যিই রবোট গুলিকে ধ্বংস করে ফেলেছি। একটি নয় দুটি নয় ছয় ছয়টি ভয়ংকর নৃশংস রবোট আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমি আর নিজের পায়ের উপর দাড়িয়ে থাকতে পারলাম না, সেখানে হাটু ভেঙ্গে বসে পড়লাম। আমার সমস্ত শরীর ঘামছে কুল কুল করে, হাত কাঁপছে, কিছুতেই থামাতে পারছি না। হঠাৎ করে আমার সমস্ত শরীর ক্ষেমন যেন গুলিয়ে আসে। হাতের উল্টো পিট দিয়ে মুখটা মুছে নিতেই আমার হাতে সাদা রং উঠে এল। কি আশ্চর্য! সত্যিই? তাহলে আমি টিয়ারাকে রক্ষা করে ফেলেছি– ঠিক যেরকম তাকে কথা দিয়েছিলাম!

টিয়ারা হেঁটে হেঁটে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমার দিকে তখনো বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করে বললাম, রবোটগুলি নিজেদের যত বুদ্ধিমান ভেবেছিল আসলে তত বুদ্ধিমান নয়! কি বল?

তুমি-তুমি-তুমি কেমন করে করলে?

জানি না! কখনো ভাবিনি ফন্দিটা কাজ করবে। হয়তো সত্যিই ভাগ্য বলে কিছু আছে।

ঠিক তখন ক্রিশি হেঁটে আমাদের কাছে এসে দাড়িয়েছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, ক্রিশি! তুমি বলেছিলে আমাদের বেচে থাকার সম্ভাবনা শতকরা দশমিক শূন্য শূন্য সাত। এখন কি বলবে?

আমার হিসেবে তাই ছিল।

তোমার হিসেব খুব ভাল বলা যায় না!

আমার হিসেব সাধারনত যথেষ্ট ভাল। কিন্তু ভয়ংকর বিপদের মুখে মানুষ হঠাৎ করে বিচিত্র যে সব সমাধান বের করে ফেলে আমার সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই।

থাকার কথা না! আমার নিজেরও নেই। আমি উঠে দাড়িয়ে বললাম, ক্রিশি এখন তোমার কয়েকটা কাজ করতে হবে।

কি কাজ?

প্রথমত আমার আর টিয়ারার ট্রাকিওশান দুটি খুলে বা বের করে আন। তারপর খুঁজে খুঁজে খানিকটা ওষুধ বের করে আন যেন আমার হাতের এই বিচ্ছিরী ঘটা শুকানো যায়। সব শেষে সারা দুনিয়া খুঁজে যেখান থেকে পার চমৎকার কিছু খাবার আর পানীয় নিয়ে এস-আজ আমি টিয়ারার সম্মানে একটা ভোজ দিতে চাই।

আমার সম্মানে? টিয়ার হেসে বলল, কেন?

কারণ আজ ভোরে আমার আত্মহত্যা করার কথা ছিল। তুমি এসেছিলে বলে করা হয়নি! আক্ষরিক অর্থে তুমি আমাকে আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছ।

টিয়ার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। তার সেই দৃষ্টিতে হঠাৎ আমার বুকের ভিতর সবকিছু কেমন যেন ওলট পালট হয়ে যায়।

সন্ধ্যেবেলা একটা ছোট আগুন জ্বালিয়ে আমি আর টিয়ারা বসে আছি। ক্রিশি বসেছে আগুনের অন্যপাশে। সে যদি মানুষ হতো তার মুখে একটা বিরক্তির ছায়া থাকতো কোন সন্দেহ নেই। হাতের কাছে একটা জিনন ল্যাম্প থাকার পরেও আগুন জ্বালানোর সে ঘোরতর বিরোধী। আমি আগুনে একটা দ্বিতীয় মাত্রার বিস্ফোরক ছুড়ে দিতেই একটা ছোট বিস্ফোরণ করে আগুনটা লাফিয়ে অনেকদূর উঠে গেল। ক্রিশি বিড় বিড় করে বলল, সম্পূর্ণ অর্থহীন একটি বিপজ্জনক কাজ।

আমি হাসি চেপে বললাম, আগুনকে গালি দিও না ক্রিশি। আগুন থেকে সভ্যতার শুরু।

তুমি যেটা করছ সেটা আগুন নয়, সেটা বিস্ফোরণ। আগুনকে চেষ্টা করে নিয়ন্ত্রন করা যায়, বিস্ফোরনকে নিয়ন্ত্রন করা কঠিন। বিস্ফোরণ অত্যন্ত বিপজ্জনক।

আমি আরেকটি ছোট বিস্ফোরক আগুনে ছুড়ে দিয়ে হেসে বললাম, কি করব আমি, আজকে শুধু বিপজ্জনক কাজ করার ইচ্ছে করছে।

টিয়ারা নরম গলায় বলল, তুমি আজ সকালে যে কাজটি করেছ তার তুলনায় যে কোন কাজকে ছেলেখেলা বলা যায়।

আমি ক্রিশিকে বললাম, এই দেখ, টিয়ারাও বলছে এটা ছেলেখেলা।

ক্রিশি মাথা নেড়ে বলল, মানুষ একটি দুর্বোধ্য প্রাণী।

খাঁটি কথা, আমি হাসতে হাসতে বলি, একবারে খাঁটি কথা।

টিয়ারা খানিক্ষণ আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে আমার দিকে ঘুরে বলল, তুমি কি এখন গ্রুষ্টানের বিরুদ্ধে তোমার যুদ্ধ শুরু করবে ?

আমি অবাক হয়ে টিয়ারার দিকে তাকালাম, তার মুখে আগুনের লাল আভা, মুখে হাসির চিহ্ন নেই। সে কৌতুক করে বলছে না, সত্যি সত্যি জানতে চাইছে। আমি অবিশ্বাসের গলায় বললাম, কি বলছ তুমি? আমি কেন গ্রুষ্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব?

তাহলে কে করবে?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কাউকে করতে হবে কে বলেছে?

তুমি বলেছ।

আমি বলেছি? আমি কখন বললাম?

টিয়ারা মাথা নেড়ে বলল, আমি জানি না তুমি কখন বলেছ কিন্তু সবাই জানে। তোমার সম্পর্কে অনেক রকম গল্প আছে।

কি গল্প?

তুমি সাহসী আর তেজস্বী। তুমি মানুষের ভবিষ্যত নিয়ে ভাব। তুমি গ্রুষ্টানের বিরুদ্ধে লড়বে, মানুষকে মুক্ত করবে এই সব গল্প।

আমি এবারে কেন জানি একটু রেগে উঠলাম, গলা উচিয়ে বললাম, তুমি তো জান এই সব মিথ্যা।

টিয়ারা হেসে ফেলল, হাসলে এই মেয়েটিকে এত সুন্দর দেখায় যে নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না। হাসতে হাসতেই বলল, না আমি জানি না।

ঠিক আছে, তুমি যদি না জেনে থাক তোমাকে এখন বলছি শুনে রাখ। আমি খুব সাধারণ মানুষ, অত্যন্ত সাধারণ। শুধু সাধারণ নয় আমি মনে হয় একটু বোকা –না হলে কিছুতেই এরকম একটা অবস্থায় এসে পড়তাম না। শুধু তাই নয় আমি ভীতু এবং কাপুরুষ। এই রবোটদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে আত্মহত্যা করব বলে ঠিক করেছিলাম। আমার গ্রুষ্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোন পরিকল্পনা নেই, কখনো ছিলও না।

আমি যতক্ষন কথা বলছিলাম টিয়ারা আমার দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে ছিল, আমার কোন কথা বিশ্বাস করেছে বলে মনে হল না। আমি আবার রেগে উঠে বললাম, তুমি ওরকম করে হাসছ কেন ?

টিয়ারা হাসতে হাসতে বলল, কে বলল আমি হাসছি? আমি মোটেও হাসছি না।

আমি হাল ছেড়ে দিলাম। শুনলাম আগুনের অন্য পাশে বসে ক্রিশি বিড়বিড় করে বলল, মানুষ অত্যন্ত দুর্বোধ্য প্রাণী।

আমি আরেক টুকরা ছোট বিস্ফোরক আগুনের দিকে ছুড়ে দিতেই আবার আগুনের শিখা লাফিয়ে অনেক উপরে উঠে গেল। অন্ধকার রাতে এই আগুনের শিখাটিকে দেখে মনে হয় যেন জীবন্ত কোন প্রানী কোন এক ধরণের বিচিত্র উল্লাসে নাচছে। আমি আগুনের দিকে তাকিয়েছিলাম তখন টিয়ারা আবার আমাকে ডাকল, কুশান।

বল।

আমি তোমাকে একটা কথা বলব?

বল।

তুমি সত্যিই হয়তো গ্রুষ্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মানুষকে মুক্ত করতে চাও না– কিন্তু তাতে এখন আর কিছু আসে যায় না।

তুমি কি বলতে চাইছ?

অনেক মানুষ যখন একটা জিনিষ বিশ্বাস করে,সেটা যদি ভুল জিনিষও হয়, তাহলে সেটাই সত্যি হয়ে যায়। মানুষ বিশ্বাস করে তুমি গ্রুষ্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সেটা মানুষকে এত আশ্চর্য একটা স্বপ্ন দেখিয়েছে যে-

টিয়ারা হঠাৎ থেমে গেল। আমি একটু অধৈর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, যে কি?

এখন মানুষের মুখ চেয়ে তোমার গ্রুষ্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি মাথা নেড়ে বললাম, গ্রুষ্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সহজ।

তুমি হয়তো চাও নি, কিন্তু তুমি যুদ্ধ শুরু করেছ। তুমি প্রথমবার সবাইকে বলেছ গ্রুষ্টান একটা তুচ্ছ অপারেটিং সিষ্টেম-সবাই চমকে উঠেছে শুনে ভয় পেয়েছে, কিন্তু কেউ মাথা থেকে সেটা সরাতে পারছে না। গ্রুষ্টানের মাঝে আগে একটা ঈশ্বর ঈশ্বর ভাব ছিল সেটা আর নেই। তাকে দেখে সবাই এখন ভাবে এটি একটি অপারেটিং সিষ্টেম-

কিন্তু ভয়ংকর শক্তিশালী অপারেটিং সিষ্টেম।

টিয়ারা কেমন জানি জোর দিয়ে বলল, তাতে কিছু আসে যায় না। সে এক সময় ধরা ছোয়ার বাইরের অতিমানবিক অলৌকিক একটা শক্তি ছিল, এখন সে তুচ্ছ অপারেটিং সিষ্টেম। রিকিভ ভাষায় লেখা একটা পরিব্যপ্ত অপারেটিং সিষ্টেম! এখন সে আঘাত করার পর্যায়ে নেমে এসেছে। এখন তোমাকে আঘাত করতে হবে-

আমি?

টিয়ারা স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ তুমি!

কেমন করে আমি আঘাত করব? কোথায়?

আমি জানি না কোথায়, কিন্তু আমি জানি তুমি পারবে। তোমার সেই ক্ষমতা আছে।

তুমি কেমন করে জান?

আমি দেখেছি! তুমি আমার চোখের সামনে একটি অসম্ভব কাজ করেছ। ছয়টি ভয়ংকর রবোটকে ধ্বংস করেছ। তুমি আবার একটি অসম্ভব কাজ করবে।

আমি হাল ছেড়ে দিলাম। একজন মানুষ যে কি পরিমান অযৌক্তিক একটা জিনিষ বিশ্বাস করতে পারে সেটি আমি এখন নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। আমি আরেকটা ছোট বিস্ফোরক আগুনের মাঝে ছুড়ে দিচ্ছিলাম তখন টিয়ারা আবার ডাকল, কুশান।

বল।

তুমি মানুষকে যত সুন্দর করে স্বপ্ন দেখাতে পার আর কেউ সেটা পারে না।

আমি কখন স্বপ্ন দেখালাম?

আজ সকালে তুমি কি বলেছিলে মনে আছে?

কি বলেছি?

বলেছ একটি শিশুর জন্ম হবে একজন ছেলে আর একজন মেয়ের ভালবাসা থেকে। টিয়ারা আমার দিকে ঝুকে পড়ে খপ করে আমার হাত ধরে বলল, তুমি জান এর অর্থ কি? তুমি জান?

আমি চুপ করে রইলাম, টিয়ারা ফিস ফিস করে বলল, তার অর্থ আমরা আবার সত্যিকারের মানুষ হব। আমাদের আপনজন থাকবে, ভালবাসার মানুষ থাকবে, সন্তান থাকবে- ভ্রুন ব্যাংক থেকে পাওয়া শিশু নয়, সত্যিকারের সন্তান! নিজের রক্তে মাংশে তৈরী সন্তান।

আগুনের আভায় টিয়ারার মুখ জ্বল জ্বল করতে থাকে, আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। একটি সন্তানকে বুকে ধরার জন্যে একটি মেয়ে কত ব্যাকুল হতে পারে আমি এর আগে কখনো বুঝতে পারি নি।

আমি শুনতে পেলাম আগুনের অন্য পাশে বসে থেকে ক্রিশি বিড় বিড় করে বলল, মানুষ একটি অত্যন্ত বিচিত্র প্রাণী। অত্যন্ত বিচিত্র।

রাত্রি বেলা আগুনের দুই পাশে আমি আর টিয়ারা শুয়ে আছি, মাঝে মাঝে আগুনের লাল আভায় তার মুখ স্পষ্ট হয়ে আসে। আমি তার দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতর এক ধরনের আলোড়ন অনুভব করি। বিচিত্র এক ধরণের আলোড়ন। আমি আগে কখনো এরকম অনুভব করি নি। একই সাথে দুঃখ এবং সুখের অনুভূতি। একই সাথে কষ্ট এবং আনন্দ, হতাশা এবং স্বপ্ন। জোর করে আমি আমার মনোযোগ সরিয়ে আনি। মানুষের পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেছে, যেটা রয়েছে সেটা একটা ধ্বংসস্তুপ। এখানে স্বপ্নের কোন স্থান নেই। এটি দুর্যোগের সময়, এখানে এখন রুঢ় নিষ্ঠুরতা,বেঁচে থাকার জন্যে এক ধরনের নৃশংস প্রতিযোগিতা। এখন বুকের মাঝে কোন স্বপ্নের স্থান দিতে হয় না। আমি খানিক্ষন এক দৃষ্টে টিয়ারার দিকে তাকিয়ে থেকে তাকে ডাকলাম, টিয়ারা-

বল।

তুমি এখন কি করবে?

টিয়ারা দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, আমি সম্ভবতঃ আমার বসতিতে ফিরে যাব। ফিরে গিয়ে-

ফিরে গিয়ে?

ফিরে গিয়ে গ্রুষ্টানের প্রিয় মানুষটিকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নিব। হয়তো কোন একদিন ভ্রুন ব্যাংক থেকে আমাকে একটা শিশু দেবে। হয়তো-

হয়তো কি?

টিয়ার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না কিছু না।

আমার খুব ইচ্ছে হল টিয়ারাকে নরম গলায় বলি, তুমি তোমার বসতিতে যেয়ো না, তুমি থাক আমার কাছাকাছি। আমি গ্রুষ্টানকে ধ্বংস করে দেব-

কিন্তু আমি সেটা বলতে পারলাম না, কারণ সেটি সত্যি নয়। পৃথিবীর কোন মানুষ গ্রুষ্টানকে ধ্বংস করতে পারবে না।

আমি শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলাম টিয়ারা গুন গুন করে গান গাইছে। কি বিষন্ন করুণ একটি সুর, শুনে বুকের মাঝে কেমন জানি হাহাকার করতে থাকে। আমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে শুয়ে অনুভব করি হঠাৎ কেন জানি আমার চোখ ভিজে উঠছে। কিসের জন্যে?

ভোর রাতে ক্রিশি আমাকে ডেকে তুলল। আমি ধড়মড় করে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে ক্রিশি?

দুজন মানুষ আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে মহামান্য কুশান।

দুজন মানুষ? আমি চাপা গলায় চিৎকার করে বললাম, মানুষ?

হ্যাঁ। এবং একটি প্রাণী।

প্রাণী?

হ্যাঁ চতুস্পদ প্রাণী। সম্ভবত কুকুর।

আমার সাথে দেখা করতে এসেছে? কুকুর দেখা করতে এসেছে?

একটি কুকুর এবং দুজন মানুষ।

আমি তখনো পুরোপুরি জেগে উঠতে পারি নি। কোনমতে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় তারা? কি চায়? কেন এসেছে? কেমন করে জানল আমি এখানে?

আমার গলার স্বরে টিয়ারাও জেগে উঠেছে, ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে কুশান?

ক্রিশি বলছে, দুজন মানুষ আমার সাথে দেখা করতে এসেছে!

সর্বনাশ! কেন এসেছে?

মহামান্য কুশান এবং মহামান্য টিয়ারা, ব্যাপারটিতে ভয়ের কোনই ব্যাপার নেই। যারা এসেছেন তারা বন্ধু ভাবাপন্ন, তাদের থেকে কোন বিপদের আশংকা নেই।

তুমি কেমন করে জান?

আমি একজনকে চিনি। তিনি আমাদের পুরানো বসতিতে ছিলেন। তার নাম মহামান্য রাইনুক।

রাইনুক এসেছে? রাইনুক? আমি চিৎকার করে বললাম, তুমি এতক্ষণে বলছ? কোথায়?

এক্ষুনি এসে পড়বে। আমি আগে এসে আপনাকে খবর দিতে চেয়েছি– ঐ যে তাদের দেখা যাচ্ছে।

আমি অবাক হয়ে দেখি সত্যি সত্যি রাইনুক এবং আরেকজন কম বয়সী মানুষ একটা ছোট কুকুরের গলার চেন ধরে তাকে টেনে রাখতে রাখতে এসে হাজির হল। কুকুরটি আগুনের সামনে দাড়িয়ে কয়েকবার ঘেউ ঘেউ করে ডেকে হঠাৎ ঠিক মানুষের মত হাই তুলে হঠাৎ গুটি গুটি মেরে বসে পড়ল। রাইনুক আমাকে দেখে প্রায় ছুটে আসে- আমরা একজন আরেকজনকে জাপটে জড়িয়ে ধরি, আমার মনে পড়ে না আমি আগে কখনো আমার অনুভূতিকে কোনদিন এভাবে প্রকাশ করেছি। খানিক্ষণ পর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, তোমাকে খুব বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে কুশান! আমাদের সবার ধারনা ছিল তোমাকে আরো অনেক সতেজ দেখাবে!

আমি হাসিমুখে বললাম, তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর আমি যেভাবে আছি সেখানে খুব সতেজ থাকা যায়?

রাইনুক বলল, কেন নয়? তুমি সতেজ থাকলেই আমরা সবাই সতেজ থাকব।

কেন? আমার সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক?

রাইনুক পাশে দাড়িয়ে থাকা কম বয়সী মানুষটি বলল, কারণ আপনি গ্রুষ্টানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের নেতৃত্ব দেবেন।

আমি চমকে তার দিকে তাকালাম, কিছু একটা বলার আগেই হঠাৎ টিয়ারা খিল খিল করে হেসে উঠে। কিছুতেই সে হাসি থামাতে পারে না। কম বয়সী মানুষটি একটু হকচকিয়ে যায়, টিয়ারার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি নিশ্চয়ই টিয়ারা। তুমি এমন করে হাসছ কেন?

টিয়ারা হাসতে হাসতে কোন ভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, কুশান, তুমি উত্তর দাও।

আমি মানুষটির দিকে তাকালাম, সে সাথে সাথে মাথা নত করে একটু অভিবাদনের ভঙ্গী করে বলল, আমার নাম এলুজ। আমি দক্ষিনের বসতি থেকে এসেছি। উত্তরের বসতি থেকে যারা আসছে তারা আর কিছুক্ষণের মাঝে পৌছে যাবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আরো মানুষ আসছে?

রাইনুক মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ আরো অনেকে আসছে। আমরা তোমার সংকেতের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। যখন সংকেত পেয়েছি সাথে সাথে রওনা দিয়েছি।

সংকেত? আমি তোমাদের আসার জন্যে সংকেত দিয়েছি?

হ্যাঁ। তুমি যখন টিয়ারাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে ঠিক তখন আমরা বুঝতে পেরেছি গ্রুষ্টানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে এখন তোমার আরো মানুষ দরকার। সাথে সাথে আমরা রওনা দিয়েছি।

আমি হতবাক হয়ে রাইনুকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। শুনতে পেলাম টিয়ারা হঠাৎ আবার খিল খিল করে হাসতে শুরু করেছে। রাইনুক একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, টিয়ারা হাসছে কেন?

আমি কোন কথা না বলে দুই পা পিছিয়ে একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসি। টিয়ারা হাসি থামিয়ে বলল, কুশান তুমি ওদের বল আমি কেন হাসছি।

বলব! সবাই আসুক তখন বলব। তার আগে তোমাদের কাছে আমি একটা জিনিষ জানতে চাই, গ্রুষ্টান আমাকে খুঁজছে। তোমরা যদি এত সহজে আমাকে খুঁজে বের করতে পার গ্রুষ্টানের রবোট কেন পারছে না?

এলুজ নামের কম বয়সী মানুষটি এক গাল হেসে বলল, কখনো পারবে না। আমরা এসেছি একটা অভিনব উপায়ে।

কি উপায়ে?

একটা প্রাচীন বইয়ে পড়েছিলাম কুকুরের ঘ্রানশক্তি খুব প্রবল। আমাদের বসতিতে একটি কুকুর রয়েছে, কিভাবে তাকে রাখা হয়েছে সেটি আরেক ইতিহাস। যাই হোক রাইনুক আপনার ঘর থেকে আপনার ব্যবহারী কিছু কাপড় নিয়ে এসেছে। কুকুরটি তার ঘ্রাণ থেকে আপনি কোন পথে গিয়েছেন সেটি খুজে বের করেছে। কোন রবোটের পক্ষে সেটি সম্ভব নয়।

কিন্তু তোমরা বলেছ আরো অনেক মানুষ আসবে–

রাইনুক বলল, আমরা আশে পাশের বসতির মানুষেরা একজন আরেকজনের সাথে যোগাযোগ রেখেছি। যখন তোমার সাথে যোগাযোগ করার জন্যে রওনা দিয়েছি আমরা পথে পথে একজন একজন করে রেখে এসেছি। তারা একজন আরেকজনকে পথ দেখিয়ে আনবে। তোমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই।

ভয় আমার নিজের জন্যে নয় রাইনুক।

তাহলে কার জন্যে?

তোমাদের জন্যে। এটি সত্যি সত্যি একটি বিশাল বিপজ্জনক অরণ্য। যাই হোক তোমরা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত? এসো বসে কিছু একটা খাওয়া যাক। ক্রিশি খুঁজে খুঁজে এক ধরনের পানীয় এনেছে, পদার্থটি কি আমরা জানি না কিন্তু খেতে চমৎকার।

আমরা সবাই আগুনকে ঘিরে লাল রংয়ের পানীয়টি চেখে খেতে থাকি। কয়েকজন মানুষের উপস্থিতিতেই জায়গাটি হঠাৎ কেমন যেন উৎসব মুখর হয়ে উঠে।

টিয়ারা ছোট কুকুরটিকে কোলে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। একটি কুকুর যে এত দ্রুত কোন মানুষের ন্যওটা হয়ে যেতে পারে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতাম না!

আমি রাইনুকের সাথে কথা বলতে থাকি, আমাদের বসতির কে কেমন আছে খবরাখবর নিই। সব মন খারাপ করা খবর। লিয়ানা আমাকে চলে যেতে দিয়েছে বলে গ্রুস্টান তাকে সিলাকিত করেছে। মানুষকে সিলাকিত করা হলে তার শরীরটি সিলিকনের একটি সিলিণ্ডারে রেখে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রন নিয়ে নেয়া হয়। গ্রুস্টান তখন মস্তিষ্কের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে। সেই মানুষটিকে ইচ্ছে করলে সে কোন ধরণের আনন্দ দিতে পারে আবার ইচ্ছে করলে অমানুষিক যন্ত্রনা দিতে পারে। সিলাকিত মানুষের প্রতিচ্ছবি হলোগ্রাফিক স্ক্রীনে দেখা সম্ভব। লিয়ানাকও নাকি কয়েকবার দেখা গিয়েছে, অত্যন্ত বিষন্ন এবং দুঃখী চেহারায়। যদিও সবাই জানে এটি সত্যিকারের লিয়ানা নয় গ্রুস্টানের তৈরী একটি প্রতিচ্ছবি তবুও দেখে সবার খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। গ্রুস্টান মনে হয় সেটাই চাইছিল তার অবাধ্য হবার শাস্তি কি হতে পারে তার একটা উদাহরণ দেখানো।

আমাদের বসতির বর্তমান অধিপতি হচ্ছে ক্রকো। রাইনুকের ধারণা ক্রকো মানুষ এবং বৃক্ষের মাঝামাঝি একটি জীব। মেরুদন্ডহীন ভীতু একটি কাপুরুষ। বসতির মানুষজনের মানসিক অবস্থা ভাল নয়। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে ষোল বছরের ফুটফুটে একটি মেয়ে একটি টাওয়ারের উপর থেকে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। মৃত্যুর আগে লিখে গেছে এই জীবনকে দীর্ঘায়িত করার তার কোন উৎসাহ নেই।

রাইনুকের কথা শুনে আমি হঠাৎ করে বুকের ভিতরে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করতে থাকি।

আমরা যেখানে বসেছি জায়গাটা মোটামুটি সমতল। চারপাশে বড় বড় কংক্রীটের টুকরা পড়ে আছে। তার মাঝে কেউ হেলান দিয়ে বসেছে কেউ আবার পা ঝুলিয়ে বসেছে। সব মিলিয়ে এখানে চৌদ্দজন মানুষ, তার মাঝে চারজন মেয়ে। যারা এসেছে তার মাঝে এক দুজন মধ্যবয়স্ক, অন্য সবাইকে মোটামুটি তরুণ তরুণী হিসেবে চালিয়ে দেয়া যায়।

আমি নিজে একটা ধাতব সিলিণ্ডারের উপর বসে আছি। গ্রুস্টানের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম শুরু করেছি মনে করে সবাই এখানে এসেছে-পুরো ব্যাপারটি যে আসলে একটি বড় ধরনের ভুল বোঝাবুঝি আমি এই মাত্র সেটি সবাইকে খুলে

বলেছি। শুধু তাই নয় আমি খোলাখুলি ভাবে সবাইকে বলে দিয়েছি যে আমি একটা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, আমার মাঝে নেতৃত্ব দেয়ার মত কোন শক্তি নেই। অন্যদের পথ দেখানো দূরে থাকুক আমি কোনভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়েই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। আমি নিশ্চিত ছিলাম আমার কথা শুনে উপস্থিত সবার মুখে একট গভীর আশাভঙ্গের ছাপ পড়বে। কিন্তু কারো মুখে আশাভঙ্গ বা হতাশার কোন চিহ্ন দেখলাম না বরং সবাই একধরনের হাসি মুখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, আমি কি বলতে চাইছি তোমরা মনে হয় ঠিক বুঝতে পার নি।

রাইনুক মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি, খুব ভাল করে বুঝেছি। তুমি যে এরকম কথা বলবে আমরা আগে থেকে জানতাম।

আগে থেকে জানতে?

পিছনের দিকে বসে থাকা মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ বলল, মহামান্য কুশান আমার নাম ইশি, আপনাকে-

আমি একটু উষ্ণ স্বরে বললাম, আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ। আমি তোমাদের নেতা নই, আমাকে কৃত্রিম আনুষ্ঠানিক একটা সম্মান দেখানোর কোন প্রয়োজন নেই-

ঠিক আছে আমি দেখাব না। ইশি নামের মানুষটি সহৃদয়ভাবে হেসে বলল, কুশান তোমাকে আমি একটা কথা বলি।

বল।

প্রাচীনকালে সেনাপতিরা যে রকম একটা সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে রাজ্য জয় করতে যেতো আমরা তোমার কাছে সে রকম নেতৃত্ব আশা করছি না। কখনো করি নি।

তাহলে তোমরা কি আশা করছ?

আমরা তোমার কাছে যে নেতৃত্ব আশা করছি বলতে পার সেটা হচ্ছে একটা স্বপ্নের নেতৃত্ব, একটা বিশ্বাসের নেতৃত্ব। সত্যি কথা বলতে কি তোমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই নেতৃত্বটিও দেবার আর প্রয়োজন নেই। তার কারণ-

ইশি কি বলতে চাইছে আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। ইশি একটু হেসে বলল, তার কারণ তুমি ইতিমধ্যে সেটা আমাদের দিয়েছ। দীর্ঘদিন গ্রুস্টান আমাদের শাসন করেছে, তার কবলে থেকে থেকে আমাদের স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা চলে গিয়েছিল। তুমি আবার আমাদের স্বপ্ন দেখাতে শিখিয়েছ। এখন আমরা আবার তোমাকে নিয়ে কাজ করতে চাই, তার বেশী কিছু নয়।

সবাই গম্ভীর মুখে সম্মতির ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে থাকে। লাল চুলের একটি মেয়ে হাত দিয়ে তার কপালের উপর থেকে চুলগুলি সরিয়ে বলল, কুশান তুমি নিজে হয়তো জান না কিন্তু তুমি দুটি খুব বড় বড় কাজ করেছ।

কি কাজ?

প্রথমতঃ তুমি সবাইকে জানিয়েছ গ্রুস্টান আসলে একটি পরিব্যপ্ত অপারেটিং সিষ্টেম। যার অর্থ তার কোন অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই। আজ হোক কাল হোক একদিন তাকে ধবংস করা যাবেই। আর দ্বিতীয়ত তুমি গ্রুস্টানের কোন সাহায্য ছাড়া একা একা এই বিশাল ধবংসস্তুপে প্রায় তিন সপ্তাহ থেকে বেঁচে আছ। যার অর্থ গ্রুস্টানের উপর নির্ভর করে মানুষের ছোট ছোট ঘুপচির মত বসতিতে

বেঁচে থাকতে হবে না। ইচ্ছে করলে আমরা যেখানে খুশী সেখানে বেঁচে থাকতে পারব। পৃথিবীর ধ্বংস স্তুপ সরিয়ে সেখানে আমরা নূতন বসতি সৃষ্টি করব–

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, টিয়ারা বাধা দিয়ে বলল, শুধু তাই নয়, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে গতকাল তুমি কি বলেছ।

কি বলেছি?

গ্রুষ্টানের কাছে আমাদের সন্তান ভিক্ষা করতে হবে না। মানুষের সন্তান আর ভ্রুন ব্যাংক থেকে আসবে না, তারা আসবে বাবা মায়ের ভালবাসা থেকে। তারা হবে আমাদের নিজেদের রক্ত মাংশের –

আমি একটু ইতস্ততঃকরে বললাম, কিন্তু–

ইশি বাধা দিয়ে বলল, এর মাঝে কোন কিন্তু নেই কুশান। হয়তো এ সব অবাস্তব কল্পনা, হয়তো সব অলীক স্বপ্ন–কিন্তু স্বপ্ন তাতে কোন দ্বিমত নেই।

কম বয়সী একজন তরুন বলল, আমরা তোমার সাথে এই অপূর্ব স্বপ্নগুলিতে অংশ নিতে চাই ?

আমি ঠিক কি বলব বুঝতে পারছিলাম না। এ ধরণের যুক্তি তর্কে আমি একবারেই অভ্যস্ত নই। শেষ চেষ্টা করার জন্যে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু টিয়ারার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলাম। তার অপূর্ব চোখ দুটিতে কি ব্যকুল এক ধরনের আবেদন। আমি কয়েক মুহুর্ত্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, ঠিক আছে। আমাকে ঠিক কি করতে হবে আমি জানি না। কিন্তু আমি তোমাদের সাথে আছি।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা সবাই এক ধরণের আনন্দ ধ্বনী করে উঠে, ঠিক কি কারনে জানি না আমি হঠাৎ বুকের মাঝে এক ধরনের উষ্ণতা অনুভব করি। আমি সবাইকে থেমে যেতে একটু সময় দিয়ে বললাম, আমার মনে হয় তোমাদের সত্যি কথাটিও মনে রাখতে হবে।

কোন সত্যি কথা ?

গ্রুষ্টান কয়েক লক্ষ কম্পিউটারের একটি পরিব্যপ্ত অপারেটিং সিষ্টেম। সেই কম্পিউটারগুলি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেগুলি কোথায় আছে আমরা জানি পর্যন্ত না। কম্পিউটারগুলি অত্যন্ত সুরক্ষিত–পারমানবিক বিস্ফোরণেও সেই সব কম্পিউটার ধ্বংস হয় নি। গ্রুষ্টানকে ধ্বংস করতে হলে সেই সব কম্পিউটারকে ধ্বংস করতে হবে। একটি দুটি নয় কয়েক লক্ষ কম্পিউটার।

মুখে দাড়ি গোফের জংগল একজন মানুষ হাত তুলে বলল, কিন্তু কম্পিউটার ধবংস না করে আমরা এক কম্পিউটারের সাথে অন্য কম্পিউটারের যোগসূত্র কেটে দিতে পারি।

হ্যাঁ সেটা হয়তো সহজ কিন্তু মনে রেখ কয়েকলক্ষ কম্পিউটারের যোগসূত্রও কয়েক লক্ষ। কোন মানুষের পক্ষে সেই সবগুলি খুঁজে বের করে কেটে দেয়া সম্ভব নয়।

ইশি বলল, একজন মানুষের পক্ষে অল্প সময়ের মাঝে হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু পৃথিবীর সব মানুষ মিলে যদি দীর্ঘদিন চেষ্টা করে?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, তবুও সেটি সহজ নয়। গ্রুষ্টান নিজেকে রক্ষা করার জন্যে তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়বে।

টিয়ারা গলা উচিয়ে বলল, কিন্তু কুশান, এই মুহুর্ত্তে হয়তো গ্রুষ্টানকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়, কিন্তু তাই বলে কখনোই কি সম্ভব হতে পারে না ?

আমি চুপ করে রইলাম।

বল।

হয়তো কিভাবে সম্ভব।

আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললাম হয়তো গ্রুষ্টানকে কোন ভাবে ধোকা দিয়ে তাকে ব্যবহার করেই পৃথিবীর সব মানুষের বসতিতে খবর পাঠাতে পারি। সেই সব মানুষ একটা নির্দিষ্ট কম্পিউটারের যোগসূত্র কেটে দিতে পারে কিংবা –

কিংবা কি?

আমি কয়েক মূহুর্ত চিন্তা করে বললাম, যদি কোনভাবে আমরা কম্পিউটার গুলির অবস্থান বের করতে পারি, কোন নেটওয়ার্কে একটার সাথে আরেকটা জুড়ে দেয়া আছে বের করতে পারি–

ইশি ভুরু কুচকে বলল, কিন্তু সেটা কি খুব কঠিন নয়?

মুখে দাড়ি গোফের জংগল মানুষটি উত্তেজিত গলায় বলল, সেটা খুব কঠিন নাও হতে পারে। আমি একটা লিষ্ট তৈরী করতে শুরু করেছি। এই এলাকার প্রায় হাজার খানেক কম্পিউটারের অবস্থান সেখানে আছে।

সত্যি?

হ্যাঁ। যদি অব্যবহৃত একটা কম্পিউটারের মেমোরী থেকে কিছু তথ্য বের করে নিই–

গ্রুষ্টান বুঝে যাবে সাথে সাথে।

দাঁড়ি গোঁফের জংগল মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, বুঝবে না। মূল প্রসেসর থেকে ফাইবারের যোগসূত্র হয় কোয়ার্টজ ফাইবারে। সেই ফাইবারকে একটু বাঁকা করে তার মাঝে থেকে ষাট ডিবি অবলাল আলো বের করে আনা যায়। তারপর টেরা হার্টজের কয়েকটা খুব ভাল এমপ্লিফায়ার–

লাল চুলের মেয়েটি একটু অধৈর্য্য হয়ে বলল, ক্লড তুমি এখন থাম। খুটি নাটি পরে শোনা যাবে। কুশান কি বলতে চাইছে শুনি।

ইশি মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ কুশান বল।

আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, আমরা যদি কম্পিউটারের নেটওয়ার্কটি খুব নিখুঁত ভাবে বের করতে পারি তাহলে এটি হয়তো মোটেও অসম্ভব নয় যে কয়েক জায়গায় যোগসূত্রটি কেটে দিয়ে গ্রুষ্টানের পুরো নেটওয়ার্কটিকে দুটি আলাদা আলাদা অংশে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারি। কম্পিউটারের সংখ্যা হচ্ছে গ্রুষ্টানের শক্তি। যদি সেই সংখ্যাকে অর্ধেক করে ফেলা যায়–

এলোমেলো চুলের একজন মানুষ উত্তেজিত হয়ে বলল, যদি প্রসেসরের সংখ্যা আর মোমোরীকে শক্তি হিসেবে ধরা যায় সেটি একমাত্রার নয়, সেটি দুই মাত্রার। কারণ রিচি পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখানো যায় যদি নেটওয়ার্কে কম্পিউটারের সংখ্যা অর্ধেক করে দেয়া হয় গ্রুষ্টানের ক্ষমতা কমে যাবে চারগুন। যদি এক চতুর্থাংশ করে দেয়া হয়–

লাল চুলের মেয়েটি আবার বাধা দিয়ে বলল, দ্রুণ তুমি এখন থাম। খুটি নাটি পরে দেখা যাবে।

সবাই আবার আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললাম, আমরা যদি কম্পিউটারগুলির অবস্থান জানি তাহলে এটা খুব অসম্ভব নয় যে আমরা নেটওয়ার্কের বিশেষ বিশেষ জায়গা ধ্বংস করে সেটিকে দুভাগ করে দিতে পারি।। গ্রুস্টানের শক্তি তখন অর্ধেক হয়ে যাবে, আর দ্রুনের হিসেব যদি সত্যি হয় শক্তি হবে চার ভাগের এক ভাগ। যে অর্ধেক নেটওয়ার্কে আমরা আছি সেটাকে আবার যদি দুই ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি তখন হঠাৎ করে গ্রুস্টানের শক্তি অনেক কমে যাবে। তারপর সেটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করে–

একজন হঠাৎ মাটিতে পা দাপিয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, সহজ একবারেই সহজ! আমরা গ্রুস্টানকে ধ্বংস করে দেব।

আমি বললাম, না এত সহজ না। এত সহজে উত্তেজিত হয়ো না। কম্পিউটারের নেটওয়ার্কটি একবারে নিখুঁত ভাবে জানতে হবে। সেটা কঠিন। তবে-

তবে কি?

এখন আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে ভাবছি। সেটা না করে যদি ঠান্ডা মাথায় সবাই মিলে ভাবি হয়তো আরো চমৎকার কোন বুদ্ধি বের হয়ে যাবে।

লাল চুলের মেয়েটি বলল, এখন যেটা বের হয়েছে সেটাই তো অসাধারণ!

ইশি একটু হেসে বলল, এটা যদি অসাধারণ নাও হয় কোন ক্ষতি নেই। তোমাকে এখনই এমন কিছু ভেবে বের করতে হবে যেটা সত্যি কাজ করবে, যেটা সত্যি অসাধারণ।

তাহলে ?

তোমার এবং আমাদের সবার এমন একটা কিছু ভেবে বের করতে হবে যেটা আমাদের মাঝে আশা জাগিয়ে রাখবে। যত কমই হোক সাফল্যের একটু সম্ভাবনা থাকবে। সেই সাফল্যের মুখ চেয়ে আমরা কাজ করব– সবাই মিলে একসাথে, একটা বিরাট পরিবারের মত।

ক্লড বলল, ইশি, কুশান এই মাত্র যেটা বলেছে সেটাতে সাফল্যের সম্ভাবনা একটু নয়, আমার ধারণা অনেক খানি। কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক বেশ কয়েকভাবে হতে পারে, কোয়ার্টজ ফাইবার কিংবা উপগ্রহ যোগাযোগে। উপগ্রহ যোগাযোগের বড় এন্টেনাগুলি যদি পাতলা এলুমিনিয়াম দিয়ে ঢেকে দিয়ে –

আমি ক্লডকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, যখন গ্রুস্টানকে বিচ্ছিন্ন করা শুরু করবে সে কি চুপ করে বসে থাকবে? থাকবে না। সে তার বিশাল রবোট বাহিনী নিয়ে আমাদের পিছনে হানা দিবে –

লাল চুলের মেয়েটি চোখ বড় বড় করে বলল, আমার প্রথম দিকে খুব বুদ্ধি খাটিয়ে যোগাযোগ নষ্ট করতে পারি। কোন এক ঝড়ের রাতে উপগ্রহের এন্টেনা ফেলে দেব নিয়ন্ত্রনহীন রবোটদের যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে কিছু ফাইবার কেটে দেব–

সবাই মাথা নাড়ে। রাইনুক হাসতে হাসতে বলল, তোমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ?

কি?

আমরা এতদিন মানুষের বসতির মাঝে একটা বুদ্ধিহীন প্রাণীর মত বেঁচেছিলাম। গ্রুস্টান আমাদের ছোট বড় সব কাজ করে দিত। কিন্তু যেই মুহূর্তে

আমরা বসতি থেকে পালিয়ে এখানে এসেছি প্রত্যেক মুহূর্তে আমরা নূতন নূতন জিনিষ ভাবছি। নূতন নূতন বুদ্ধি বের করছি।

ইশি বলল, সেটা হচ্ছে গোড়ার কথা। মানুষের একটা স্বপ্ন থাকতে হয়। যদি স্বপ্ন থাকে তাহলে আশা থাকে। আর যদি আশা থাকে মানুষ সংগ্রাম করে যেতে পারে। জীবন তাহলে কখনো অর্থহীন হয় না। আমাদের জীবন কখনো অর্থহীন হবে না। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ কুশান!

আমি ইশির দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বললাম, তোমাদের সবার ভিতরে এখন গভীর ভাব, অন্য এক ধরণের উদ্দীপনা তাই আমি এখন মন খারাপ করা কিছু বলছি না। কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই জান প্রকৃতপক্ষে আমরা সত্যিকারের একটা দানবকে ক্ষেপিয়ে তুলতে যাচ্ছি। নিষ্ঠুর ভয়ংকর একটা দানব সে কি করবে আমরা এখনো জানি না।

টিয়ারা মাথা নেড়ে বলল, আমি এখন জানতেও চাই না।

রাত্রিবেলা বিশাল একটা আগুন জ্বালিয়ে আমরা সবাই গোল হয়ে বসে আছি। আমার পাশে বসেছে টিয়ারা, আমার এত কাছে যে আমি তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তাকে দেখে আমার বুকের মাঝে কেমন এক ধরনের কষ্ট হয়, কেন জানি না। তার অপূর্ব মুখের দিকে খানিক্ষন তাকিয়ে থেকে আমি নীচু গলায় তাকে ডাকলাম, টিয়ারা।

বল।

মানুষের বসতিতে তোমার জন্যে একজন মানুষ অপেক্ষা করে আছে বলেছিলে।

হ্যাঁ। তাকে বহুকাল অপেক্ষা করে থাকতে হবে। টিয়ারা আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ফেলল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি হল?

আমার হঠাৎ ক্লিচির কথা মনে পড়ল।

ক্লিচি?

হ্যাঁ। আমাদের বসতিতে গ্রুস্টানের ডান হাত। যে আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সে যদি জানতে পারে আমি গ্রুস্টানকে ধ্বংস করার দলে যোগ দিয়েছি– টিয়ারা হঠাৎ আবার খিল খিল করে হাসতে থাকে। তাকে দেখে আমার বুকের ভিতরে কিছু একটা নড়ে চড়ে যায়।

টিয়ারা হাসি থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কুশান!

কি?

তোমাকে একটা জিনিষ জিজ্ঞেস করি?

কর।

সব মানুষের নিজের জীবনকে নিয়ে একটা স্বপ্ন থাকে। তোমার স্বপ্নটি কি?

আমি একটু হেসে বললাম, তুমি যেরকম ভাবছ সে রকম কোন স্বপ্ন আমার নেই। তোমাদের বিশ্বাস করাতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আসলেই আমি খুব সাধারণ মানুষ। আমার স্বপ্নও খুব সাধারন।

সেটি কি ?

সত্যি শুনবে? শোনার মত কিছু নয়।

হ্যাঁ শুনব।

আমি কিছুক্ষন চুপ করে থেকে বললাম, আমার স্বপ্ন যে আমি দক্ষিনে হেটে হেঁটে যাব। শুনেছি সেখানে নাকি একটা এলাকায় মানুষজনের বসতি ছিল না বলে পারমানবিক বোমা দিয়ে ধ্বংস করা হয় নি। সেখানে গিয়ে আমি একটা নীল হ্রদ খুঁজে পাব। সেখানে থাকবে টলটলে পানি। সেই হ্রদের তীরে থাকবে গাছ। সত্যিকারের গাছ। সেই গাছে থাকবে গাঢ় সবুজ পাতা। আমি সেই গাছে হেলান দিয়ে হ্রদের পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকব। আর –

আর কি?

দেখব হ্রদের পানিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে রূপালী মাছ। দেখব আকাশে উড়ে যাচ্ছে পাখীর ঝাঁক। কিচি মিচি করে ডাকছে। তাদের গায়ের রং উজ্জ্বল সবুজ। লাল ঠোঁট। মাটিতে তাকিয়ে দেখব শুয়ো পোকা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। হ্রদের পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে থাকতে তাকিয়ে দেখব সূর্য উঠে যাচ্ছে মাথার উপরে আর তখন–

তখন?

তখন আমার খুব খিদে পাবে। আমি তখন শুকনো কাঠ জড়ো করে আগুন ধরাব। তারপর একটা তিতির পাখী না হয় একটা কার্প মাছকে বিষুবীয় অঞ্চলের ঝাঁঝালো মশলায় মাখিয়ে খাব। সাথে থাকবে যবের রুটি। আংগুরের রস আর তরমুজ। আর আমার পাশে থাকবে–

তোমার পাশে?

আমি হঠাৎ থেমে উঠে লক্ষ্য করলাম সবাই নিঃশব্দে আমার কথা শুনছে। আমি লজ্জা পেয়ে থেমে গেলাম হঠাৎ।

ইশি বলল, কি হল থামলে কেন? বল।

এগুলি ছেলেমানুষী কথা! শুনে কি করবে।

লাল চুলের মেয়েটি বলল, বল না শুনি। বহুকাল কারো মুখে এরকম ছেলেমানুষী কথা শুনি নি। বড় ভাল লাগছে শুনতে।

জানি না কেন হঠাৎ আমার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। এই পৃথিবী, প্রকৃতি, আকাশ বাতাস সবকিছু একদিন মানুষের ধরা ছোয়ার কাছাকাছি ছিল। এখন সেটি কত দূরে- তার একটু স্পর্শের জন্যে আমরা কত তৃষিত হয়ে থাকি।

একটি ছোট দলের জন্যে চৌদ্দজন সংখ্যাটি খারাপ নয়। খুব বেশি নয় যে সবার সাথে সবাই যোগাযোগ রাখতে পারে না, আবার খুব কমও নয় যে, মোটামুটি একটা দুরুহ? কাজ সবাই মিলে শুরু করা যায় না। খুব কাছাকাছি থাকতে হয় বলে খুব অল্প সময়েই আমরা সবার সাথে সবাই পরিচিত হয়ে উঠেছি। কার কোন বিষয়ে কোন ধরণের ক্ষমতা এবং কোন ধরনের দুর্বলতা রয়েছে আমরা দ্রুত জেনে ফেলেছি। যেমন ইশি মানুষটির রসিকতা বোধ প্রবল নয় কিন্তু মানুষটি এক কথায় অসাধারণ। কোন কিছুতেই সে নিরুৎসাহিত হয় না, যে ব্যাপারটিকে আপাতঃ দর্শনে একটা ভয়ংকর মন খারাপ করা অবস্থা বলে মনে হয় তার মাঝেও সে চমৎকার আশাব্যঞ্জক কিছু একটা খুঁজে বের করে ফেলে। তার বিশেষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নেই কিন্তু মানুষজনকে নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা অসাধারণ।

রাইনুককে আমি দীর্ঘদিন থেকে চিনি কিন্তু এখানে তাকে আমি একবারে নূতন ভাবে আবিষ্কার করলাম। তাকে একটা কোন সমস্যা সমাধান করতে দেয়া হলে সে তার পিছনে ক্ষ্যাপার মত লেগে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্যাটার সমাধান না হচ্ছে সে ঘুম খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। ক্রুড হাসি খুশী মানুষ মুখে দাড়ি গোফের জংগল তাই তার সত্যিকার চেহারাটি কেমন জানি না। সে সব সময় কোন না কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছে। দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু কম্পিউটারের হার্ডওয়ারে তার অসাধারণ জ্ঞান। গনিতবিদ দ্রুন ক্রুডের ঠিক উল্টো, প্রয়োজনের কথাটিও বলতে চায় না, কম্পিউটার নিয়ে সে বিশেষ কিছু জানত না কিন্তু গত কয়েকদিনে সে এ ব্যাপারে মোটামুটি পারদর্শী হয়ে এসেছে। লাল চুলের মেয়েটি- যার নাম নাইনা, তার অসম্ভব একটা যান্ত্রিক দক্ষতা রয়েছে। যে কোন যন্ত্রকে খুলে ফেলে সে চোখের পলকে জুড়ে দিতে পারে। গত কয়েকদিনে সে আমাদের জন্যে গোটা চারেক বাইভার্বাল দাড়া করিয়েছে। কয়েকটি প্রাচীন রবোটকেও জোগাড় করা হয়েছ, সে তার মাঝে কিছু পরিবর্তন করে আমাদের ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত করবে। একজন মানুষের মাঝে এরকম প্রাণশক্তি আমি কখনো দেখি নি।

টিয়ারাকে দেখেও আমি অবাক হয়ে যাই, আমাদের কোন চিকিৎসক রবোট নেই কিন্তু টিয়ারা আশ্চর্য দক্ষতা নিয়ে আমাদের ছোট খাট শারীরিক সমস্যার সমাধান করে ফেলছে। কয়েকদিন আগে একটা উচু দেয়াল থেকে পড়ে এলুজ তার হাত কনুইয়ের কাছে ভেঙ্গে ফেলল, ক্রিশির এক্সরে সংবেদন চোখ ব্যবহার করে সে কিভাবে কিভাবে জানি এলুজের হাতকে ঠিক করে দিল। এখনো সেটি বুকের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে সেটি নিয়ে আর কোন সমস্যা হবে না।

আমি নিজেকে দেখেও মাঝে মাঝে একটু অবাক হয়ে যাই। এতদিন আমি নিজেকে খুব সাধারণ একজন মানুষ বলে জানতাম কিন্তু গত কিছুদিন থেকে আমি নিজের একটা ক্ষমতা আবিষ্কার করছি। খুব কঠিন কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে

আমি তার অত্যন্ত বিচিত্র একটা সমাধান বের করে ফেলি। সব সময় সেটি কাজ করে সেটা সত্যি নয় কিন্তু যখন আর কিছুই করার থাকে না তখন সেই সব সমাধান হঠাৎ করে খুব আকর্ষনীয় মনে হতে থাকে।

দলের বেশীর ভাগ সদস্যদের সত্যিকার অর্থে কোন দক্ষতা ছিল না এখন অন্যদের সাথে পাশাপাশি কাজ করে সবাই কোন না কোন বিষয়ে মোটামুটি দক্ষ হয়ে উঠেছে। তাদেরকে জটিল একটি দায়িত্ব দেওয়া যায় এবং তারা প্রায় সব সময়েই সাহায্য ছাড়াই সেই সব দায়িত্ব পালন করে ফেলে।

চৌদ্দজন সম্পূর্ন ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মানুষ পাশাপাশি থাকার কিছু সমস্যাও রয়েছে, যখন দীর্ঘ সময় কষ্টসাধ্য কাজ করে যেতে হয় তখন খুব সহজেই একে অন্যের উপর রেগে উঠে। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে মন কষাকষি শুরু হয় এবং হঠাৎ হঠাৎ চরিত্রের দুর্বল দিকগুলি প্রকাশ পেয়ে যায়। সমস্যাটি সবারই চোখে পড়েছে সেটা নিয়ে মাঝে মাঝেই আলোচনা করা হয় যদিও ইশির ধারণা এটি সত্যিকারের কোন সমস্যা নয়, নিজেদের ভিতরে ছোট খাট বাক বিতন্ডা করে ভিতরের ক্ষোভ বের করা মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে অত্যন্ত জরুরী!

গোড়াতেই আমরা নিজেদের ভিতরে কয়েকটা জিনিষ ঠিক করে রেখেছি। গ্রুষ্টান নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে সে কারনে আমরা কখনোই এক জায়গায় দু একদিনের বেশী থাকি না। ব্যাপারটি সহজ নয় সবাই সেটা নিয়ে অল্প বিস্তর অভিযোগ করা শুরু করেছে কিন্তু এখনো নিয়মটি ভাঙা হয় নি। দলের সবাই কোন না কোন ধরণের অস্ত্র ব্যবহার করা শিখেছে এবং সব সময় অস্ত্রটি হাতের কাছে রাখা হয়। এমনিতে খাবার পানীয় এবং ঔষধ খুঁজে বের করে বিভিন্ন নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখা হচ্ছে। চলা ফেরা করার জন্যে কিছু বাইভার্বাল থাকায় আমরা বেশ দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারি। আমরা আমাদের নূতন জীবনে মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, সব সময়েই কোন না কোন বিষয় নিয়ে খানিকটা উত্তেজনা থাকে এবং আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ব্যাপারটি সবাই উপভোগ করা শুরু করেছে।

আমাদের প্রথম কাজ তথ্যসংগ্রহ করা। গ্রুষ্টান তার নানা কম্পিউটারের যোগাযোগ রাখার জন্যে নানা ভাবে তথ্য পাঠায়। সেই তথাগুলি মাইক্রোওয়েভ রিসিভার ব্যবহার করে শোনার চেষ্টা করাহয়। তথ্য গুলিতে খুব প্রয়োজনীয় কিছু থাকবে কেউ আশা করে না কিন্তু কোথায় কোথায় অন্য কম্পিউটার গুলি রয়েছে তার একটা ধারণা হয়। সপ্তাহখানেক চেষ্টা করে আরো প্রায় একশ নূতন কম্পিউটারের অবস্থান বের করা হয়েছে, কাজটি খুব সময় সাপেক্ষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এভাবে চলতে থাকলে সব কম্পিউটারের অবস্থান বের করতে করতে আমাদের পুরো জীবন পার হয়ে যাবার কথা কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য ঠিক এরকম সময়ে আমাদের হাতে একটি অভাবিত সুযোগ এসে গেল।

ভোরবেলা আমি আর ক্লড বের হয়েছি, আমাদের সাথে একটা হাতে তৈরী করা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সী মনিটর। দক্ষিনে প্রায় চারশ কিলোমিটার দূরে কোন একটি জায়গা থেকে নির্দিষ্ট সময় পরে পরে মাইক্রোওয়েভের একটি ছোট খাট বিস্ফোরণ হয়, ব্যাপারটি কি নিজের চোখে দেখে আসার ইচ্ছে। বাই ভার্বালে করে মাটির কাছাকাছি আমরা উড়ে যাচ্ছি, আমি হালকা হাতে কন্ট্রোল ধরে রেখেছি ক্লড ঠিক আমার পিছনে দাড়িয়ে কথা বলে যাচ্ছে। একজন মানুষ যে বিনা কারণে এত কথা বলতে পারে ক্লডকে না দেখলে আমি কখনো বিশ্বাস করতাম না।

যে জায়গাটি থেকে মাইক্রোওয়েভের বিস্ফোরণ হচ্ছে আমরা কিছুক্ষনেই সেখানে পৌছে গেছি। একটা ধুসর দালান, তার বেশির ভাগই ভেঙ্গে গিয়েছে। তবুও বাইরে থেকে তাকিয়ে বোঝা যায় ভিতরে বড় অংশ এখনো মোটামুটি দাড়িয়ে আছে। ভিতরে কি আছে আমরা জানি না, কাছে গেলে আমাদের কোন কিছু দেখে ফেলবে কি না বা অন্য কোথাও খবর পৌছে যাবে কিনা সে ব্যাপারেও আমাদের কোন ধারনা নেই। এরকম সময় সাধারণত একটা রবোটকে কাজ চালানোর মত একটা ভিডিও ক্যামেরা হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। আজকেও তাই করা হল। রবোটটি প্রোগ্রাম করা আছে, গুটি গুটি হেঁটে ভিতর থেকে ঘুরে আসার কথা বাই ভার্বাল বসে ছোট স্কীনে আমরা দেখতে পাই কোথায় কি রয়েছে।

ভিতরে ছোট ছোট ঘর এবং তার ভিতরে চৌকোনা বাক্স সে গুলি নানা ধরনের টিউব দিয়ে জুড়ে দেয়া আছে। আমি দেখে ঠিক বুঝতে পারলামনা কিন্তু ক্লডকে খুব উল্লাসিত দেখা গেল, হাটুতে থাবা দিয়ে বলল, চমৎকার !

কি হয়েছে?

এটা গেটওয়ে কম্পিউটার।

তার মানে কি ?

তার মানে এখানে মানুষের সাথে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই। আশে পাশের অনেকগুলি কম্পিউটার এখানে এসে একত্র হয়েছে। একেবারে যাকে বলে সোনার খনি!

তুমি কেমন করে জান?

ক্লড স্ক্রীনে দেখিয়ে বলল, এই দেখ এগুলি হচ্ছে মুল প্রসেসর। কেমন করে সাজানো দেখেছ? বাইরে থেকে যোগাযোগের কোয়ার্টজ ফাইবার এসেছে এদিক দিয়ে। এখানে সাধারণতঃ হলো গ্রাফিক মনিটর থাকে, এখানে নেই কারণ এটা গেট ওয়ে কম্পিউটার। তা ছাড়া মেমোরী মডিউলগুলি দেখ কত বড়, উপরের টিউব গুলি নিশ্চয়ই ফ্রিওন টিউব, ঠান্ডা রাখার জন্যে দরকার। প্রসেসরের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে খুব কায়দা করে, ভাল করে দেখ–

ক্লড একটানা কথা বলে যেতে থাকে, তার বেশ কিছু আমি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হল ব্যাপারটি নিয়ে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। সে বাই ভার্বাল থেকে নেমে বলল, চল ভিতরে যাই।

তুমি নিশ্চিত আমাদের কোন বিপদ হবে না?

আমি নিশ্চিত।

কতটুকু? শতকরা একশ ভাগ!

আমি ক্লডের পিছু পিছু ঘরটির মাঝে ঢুকি। চারিদিক ধুলায় ধুসর, কত দিন কোন মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়ে নি। কয়েকটা ছোট ছোট দরজা পার হয়ে বড় একটা ঘরে এসে দাড়ালাম। অসংখ্য চৌকোনা বাক্স পাশাপাশি রাখা আছে, সেখানে থেকে নীচু এক ধরণের ধাতব শব্দ হচ্ছে। ঘরে এক ধরণের কটু গন্ধ।

ক্লড ঘরের ভিতর হাটাহাটি করতে থাকে। বিভিন্ন চৌকোনা তার এবং টিউব গুলি দেখতে দেখতে সে আবার নিজের মনে কথা বলতে শুরু করে। আমি একটা দেয়ালে হেলান দিয়ে ক্লডের মোটামুটি অর্থহীন এবং প্রায় ছেলেমানুষী কথা শুনতে থাকি।

ক্লড হঠাৎ কি একটা দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠে, কুশান !

কি হল?

কাছে এসে দেখ।

আমি এগিয়ে গেলাম, সে হলুদ রংয়ের কি একটা তার ধরে রেখেছে, আমাকে দেখিয়ে এমন একটা ভঙ্গী করল যেন বিশ্বজয় করে ফেলেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি এটা ?

এই দেখ! মুল প্রসেসর থেকে মেমোরী মডিউলের যোগাযোগ। একেবারে সোনার খনি!

কেন?

কোয়ার্টজ ফাইবার, সেকেন্ডে লক্ষ টেরাবিট তথ্য যাচ্ছে। আমরা যদি চাই তাহলে কি তথ্য যাচ্ছে বের করে ফেলতে পারি !

কেমন করে?

মনে নাই আগে বলেছিলাম তোমাদের ? একেবারে পানির মত সহজ। প্রথমে উপরের আবরণ সরিয়ে ভিতর থেকে কোয়ার্টজের মুল ফাইবারটা বের করতে হবে। তারপর সেটা যদি একটু বাঁকা করে ধর ভিতর থেকে খুব অল্প অবলাল রশ্মি বের হয়ে আসবে। সেখানে একটা ভাল ফটোডায়োড আর কিছু ভাল এমপ্লিফায়ার– ব্যাস হয়ে গেল।

হয়ে গেল?

তথ্যটা বোঝার জন্যে কিছু মনিটর লাগবে। একটা ছোট সমস্যা– ক্লড ভুরু কুচকে আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আবার কথা বলতে শুরু করে। মানুষটি মনে হয় জোরে জোরে চিন্তা করে।

আমি ক্লডের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম সে যেটা করতে চাইছে ব্যাপারটি অসম্ভব কিছু নয়। দীর্ঘদিন থেকে আমরা যে তথ্যগুলি বের করার চেষ্টা করছি এই কম্পিউটার গেটওয়ে থেকে দুতিন দিনে সেই তথ্যগুলি বের করে নিতে পারব। গ্রুষ্টান যদি একজন মানুষ হত তাহলে তার মস্তিষ্কে উকি দিয়ে মনের কথা শুনে ফেলার মত ব্যাপারটি।

আমি আর ক্লড জায়গাটি ভাল করে পরীক্ষা করে ফিরে গেলাম। ঠিক কি করতে চাইছি শোনার পর দলের সবাই খুব উৎসাহী হয়ে উঠে। হঠাৎ করে পুরো দলের মাঝে এক নূতন ধরনের উদ্দীপনা ফিরে আসে। আমরা পুরো দলবল নিয়ে পরের দিনই গেটওয়ে কম্পিউটারে পৌছে কাজ শুরু করে দিলাম।

ক্লড দাবী করেছিল দুই দিনের মাঝে আমরা কম্পিউটারের মেমোরিতে উকি দিয়ে তথ্য বের করতে শুরু করব। কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটি এত সহজ নয়। দলের সবাই রাত দিন কাজ করার পরও বড় একটা মনিটরে আবছা আবছা ভাবে কিছু ত্রিমাত্রিক ছবি দেখা ছাড়া বিশেষ কোন লাভ হল না। আমরা পালা করে সেই ত্রিমাত্রিক ছবিগুলিই পরীক্ষা করতে থাকি– সেখান থেকে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য বের হয়ে যাবে সেই আশায়।

এভাবে আরো কয়েকদিন কেটে যায়। ইশি ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। একদিন রাতে আমি যখন বিশ্রাম নেবার জন্যে শুতে যাচ্ছি ইশি বলল,

আমরা ঠিক করেছিলাম এক জায়গায় খুব বেশী সময় থাকব না। কিন্তু এখানে আমরা প্রায় দুই সপ্তাহের মত কাটিয়ে দিয়েছি। ব্যাপারটা ভাল হল না।

ক্লড কাছেই বসেছিল। মাথা চুলকে বলল, ফটো ডায়োডের ব্যাণ্ড উইডথ ভাল নয়। অনেক তথ্য নষ্ট হচ্ছে। যেটুকু অবলাল রশ্মি পাচ্ছি সেটা যথেষ্ট নয়। আরেকটু যদি পেতাম!

দ্রুণ বলল, কিন্তু তাহলে গ্রুষ্টান বুঝে ফেলবে।

ইশি মাথা নেড়ে বলল, না না, সেটা খুব বিপদজনক কাজ হবে।

আমি বললাম, ক্লড, তোমরা সবাই মিলে যে কাজটুকু করছ, বলা যেতে পারে সেটা এক রকম অসাধ্য সাধন। কোন রকম ঝুঁকি নিয়ে কাজ নেই।

দ্রুণ বলল, আমরা তথ্য মোটামুটি খারাপ বের করি নি। যেমন ধরা যাক কম্পিউটারের অবস্থান। আমাদের আগের লিষ্টে-অন্ততঃ আরো কয়েক হাজার কম্পিউটার যোগ হয়েছে।

চমৎকার। ইশি মাথা নেড়ে বলল, চমৎকার।

আমি বললাম, আমরা এখানে যদি আরো কিছুদিন থাকি হয়তো আরো কিছু তথ্য বের করতে পারব। কিন্তু যদি গ্রুষ্টানের হাতে ধরা পড়ে যাই সর্বনাশ হয়ে যাবে।

আমারও তাই ধারনা। ইশি মাথা নেড়ে বলল, এক জায়গায় দুই সপ্তাহ থাকা খুব বিপদজনক। আমার মনে হয় আমাদের এখন এখান থেকে সরে যাওয়া দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

ক্লড বলল, আর একদিন। মাত্র একদিন। মেমোরীর মূল ব্যাংকে প্রায় পৌছে যাব মনে হচ্ছে, এক ধাক্কায় তখন অনেক কিছু বের হয়ে আসবে।

দ্রুণ বলল, যদি দুই সপ্তাহ এক জায়গায় থাকতে পারি তাহলে আর একদিন বেশী থাকলে ক্ষতি কি?

বিপদের আশংকার কথা যদি বল তাহলে খুব বেশী পার্থক্য নেই।

ইশি বলল, ঠিক আছে তাহলে আমরা আরো একদিন থাকছি কিন্তু তারপর সরে পড়ব।

আমি বললাম, তোমাদের সবার কাছে একটা অস্ত্র রয়েছে না?

হ্যাঁ।

আমার মনে হয় অস্ত্রটি ভাল করে পরীক্ষা করে আজকে সবাই ঘুমাতে যেও। যদি গভীর রাতে রবোটেরা হানা দেয় মনে রেখ লক ইন না করে গুলি করবে। লক ইন করা হলে অব্যর্থ লক্ষ্য ভেদ হয় কিন্তু রবোটেরা টের পেয়ে যায়। রবোটেরা খুব সহজেই অন্য রবোটদের খুঁজে বের করতে পারে কিন্তু মানুষদের খুঁজে বের করা তাদের জন্যে খুব সহজ নয়।

উপস্থিত যারা ছিল সবাই চুপ করে আমার কথা শুনল, কেউ কিছু বলল না। আমি বুঝতে পারলাম হঠাৎ করে সবাই এক ধরনের আতংক অনুভব করতে শুরু করেছে।

গভীর রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি চোখ খুলে তাকালাম, আমার মাথার কাছে ক্রিশি স্থির হয়ে দাড়িয়ে আছে। আমি যখন ঘুমাই সে সব সময় আমার মাথার কাছে দাড়িয়ে থাকে কিন্তু আজকে তাকে দেখতে একটু অন্য রকম লাগল। ঘুমের মাঝে আমি যখন হঠাৎ করে চোখ খুলে তাকাই ক্রিশি সব সময় আমাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু এবারে সে কিছু জিজ্ঞেস করল না। আমি ঘুম চোখে ফিশ ফিশ করে ডাকলাম, ক্রিশি।

ক্রিশি আমার কথার কোন উত্তর দিল না, সাথে সাথে আমি হঠাৎ করে পুরোপুরি জেগে উঠলাম। ক্রিশির কপোট্রন কোনভাবে জ্যাম করে দেয়া হয়েছে। যার অর্থ কোন ধরনের রবোটেরা এসে আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। রবোটেরা মানুষকে বিশেষ কিছু করতে পারে না কিন্তু নীচু স্তরের রবোটদের খুব সহজেই জ্যাম করে দিতে পারে। আমি লাফিয়ে উঠে বসতে গিয়ে নিজেকে সামনে নিলাম। মাথার কাছে রাখা অস্ত্রটি টেনে নিয়ে আমি গড়িয়ে বড় একটা কংক্রীটের চাইয়ের পিছনে গুয়ে পড়ি। আমার পায়ের কাছে ইশি গুয়েছিল, আমি চাপা গলায় তাকে ডাকলাম, ইশি-

ইশির ঘুম খুব হালকা সে সাথে সাথে জেগে বলল, কি হয়েছে কুশান?

মনে হয় গ্রুষ্টানের রবোটেরা এসেছে। সবাইকে জাগিয়ে দাও। বল অস্ত্র নিয়ে তৈরী থাকতে।

ইশি গুড়ি মেরে পিছনে সরে গেল, কিছুক্ষনের মাঝেই সবাই জেগে উঠে বড় বড় কংক্রীটের চাঁই, ধাতব সিলিন্ডার বা ধ্বসে পড়া দেয়ালের পিছনে আড়াল নেয়। আমি চাপা গলায় বললাম, মনে রেখ সবাই, লক ইন না করে গুলী করবে-

আমার কথা শেষ হবার আগেই মাথার উপর দিয়ে শীষ দেয়ার মত শব্দ করে কি একটা উড়ে গেল, পর মুহূর্তে পিছনে একটা ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলাম। সাথে সাথে প্রচণ্ড আলোর ঝলকানীতে চারিদিকে উজ্জল হয়ে উঠে, আমি আগুণের একটা গরম হলকা অনুভব করি। উপর থেকে কি একটা জিনিষ ভেঙ্গে পড়ে ধূলায় ধূসর হয়ে যায় চারিদিক।

আমি অস্ত্রটা তাক করে উবু হয়ে গুয়ে থাকি। আবছা অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত কিছু একটা এগিয়ে এল, হাতে একটা ভয়ংকর দর্শন অস্ত্র। সেটি উপরে তুলে রবোটটি ধাতব গলায় উচ্চ স্বরে বলল, আমি ক্লিও প্রজাতির প্রতিরক্ষা রবোট। ক্রমিক সংখ্যা দুইশ নয়। মহামান্য গ্রুষ্টান আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন। তোমরা মানুষেরা আমার বন্দী। দুই হাত উপরে তুলে একজন একজন করে বের হয়ে আস।

রবোটটি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আমি তার আগেই অস্ত্রটি তাক করে ট্রিগার টেনে ধরলাম। রবোটটির শরীরের উপরের অর্ধেক বাষ্পীভূত হয়ে গেল সাথে সাথে। কোন কিছু ধ্বংস করার জন্যে বাহাত্তরের এই অস্ত্রটির কোন তুলনা নেই।

চমৎকার কাজ কুশান!

কথাটি কে বলল ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিন্তু এই মুহূর্তে সেটি নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনও নেই। আমি আমার জায়গাটি থেকে পিছিয়ে সরে যাচ্ছিলাম কিন্তু টের পেলাম ঠিক আমার পিছনে কেউ একজন গুটিগুটি মেরে বসে আছে। আমি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কে?

আমি! আমি টিয়ারা।

টিয়ারা?

হ্যাঁ কুশান- সে গুড়ি মেরে আমার পাশে এসে হাজির হয়। আবছা অন্ধকারে আমি তার দিকে তাকালাম, ভীত মুখে সে সামনে তাকিয়ে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বলল, আমার ভয় করছে কুশান। ভীষণ ভয় করছে।

আমার বুকের ভিতর হঠাৎ যেন ভালবাসার একটি প্লাবন ঘটে গেল। আমি হাত দিয়ে তাকে নিজের কাছে টেনে এনে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ঠোটে ঠোট স্পর্শ করে বললাম, তোমার কোন ভয় নেই টিয়ারা। কোন ভয় নেই।

টিয়ারা একটি শিশুর মত আমার গলা জড়িয়ে ধরে মুখে মুখ ঘসে তৃষিতের মত আমাকে চুম্বন করতে করতে বলল, বল তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না। বল।

আমি তোমাকে ছেড়ে যাবনা-

আমার কথা শেষ হবার আগেই মাথার উপর দিয়ে শীষের মত একটি শব্দ হল এবং সাথে সাথে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চারিদিক কেঁপে উঠে। আমি মাথা উচু করে সামনে তাকালাম। অন্ধকার থেকে সাড়ি বেধে রবোটের দল হাজির হচ্ছে। একটি দুটি নয় অসংখ্য। সবার হাতে ভয়ংকর দর্শন অস্ত্র। রবোট গুলি বৃত্তাকারে আমাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। কাছাকাছি এগিয়ে আসা একটি রবোট ধাতব গলায় বলল, মহামান্য গ্রুষ্টান তোমাদের মৃত কিংবা জীবিত ধরে নেয়ার আদেশ দিয়েছেন। তোমরা হাত তুলে-

অন্য পাশ থেকে কেউ একজন তার এটমিক ব্লাষ্টার টেনে ধরে। লেজার রশ্মির নীল আলো দেখা গেল এবং মুহূর্তের মাঝে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে রবোটদের একটা বড় অংশ ভস্মীভূত হয়ে যায়। রবোটগুলি সাথে সাথে কয়েকপা পিছিয়ে গিয়ে তাদের অস্ত্র তুলে ধরে গুলি করতে শুরু করে। আমি চিৎকার করে বললাম, সাবধান! কাছে আসতে দিও না।

ভয়ংকর বিস্ফোরণে পুরো এলাকাটি নারকীয় হয়ে উঠে। আমি প্রাণপনে গুলি করতে থাকি, রবোট গুলি একটার পর আরেকটা বিধ্বস্ত হতে থাকে কিন্তু তবু তাদের থামিয়ে রাখা যায় না। সেগুলি তবু মাথা উচু করে গুলী করতে করতে সোজা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। মনে হতে থাকে রবোটগুলি যে কোন মুহূর্তে আমাদের রক্ষা বুহ্য ভেঙ্গে ঢুকে যাবে। শুনতে পেলাম ইশি চিৎকার করে বলল, পিছিয়ে যাও- পিছিয়ে যাও সবাই।

টিয়ারা আমার কনুইয়ের কাছে খামচে ধরে, আমি তার হাত স্পর্শ করে বললাম, ভয় পেয়ো না টিয়ারা। ভয় পেয়ো না- পিছিয়ে গিয়ে ঐ বড় দেয়ালটার পিছনে আড়াল নাও।

তুমি?

আমি আসছি।

টিয়ারা মাটিতে নীচু হয়ে গুয়ে পিছনে সরে যেতে থাকে। প্রচণ্ড বিস্ফোরনে হঠাৎ চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠে, আমি আগুনের গরম হলকা অনুভব করলাম, বিকট শব্দে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। উপর থেকে কি যেন ভেঙ্গে পড়ল, চারিদিক ধূলায় অন্ধকার হয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে। আমি মাথা উচু করে দেখলাম সবাই গুলি করতে করতে পিছনে সরে যাচ্ছে। আমি নিজেও তখন পিছনে সরে যেতে শুরু

করলাম, রবোটগুলি কোন ভ্রুক্ষেপ না করে এগিয়ে আসতে থাকে। আমাদের কয়েকজন হঠাৎ উঠে দাড়িয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটতে থাকে, রবোটগুলি অস্ত্র হাতে গুলি করতে করতে ছুটে যাচ্ছে, চিৎকার, চেচামেচি, ভয়ংকর শব্দে এখানে হঠাৎ যেন নরক নেমে এল।

আমি বুঝতে পারছিলাম এভাবে আর কিছুক্ষণ চলতে থাকলে সবাই মারা পড়বে। দু একজনকে রবোটগুলিকে যেভাবে হোক আটকে রাখতে হবে, অন্যেরা যেন পালিয়ে যেতে পারে। পিছনে বাই ভার্বাল গুলি আছে সেগুলিতে করে দ্রুত সরে যেতে হবে। আমি ইশিকে সেরকম কিছু বলার জন্যে মাথা উচু করেছি ঠিক তখন রবোটগুলি তাদের অস্ত্র নামিয়ে নিল। গোলাগুলি থেমে গেল হঠাৎ এবং আবছা অন্ধকারে দেখতে পেলাম রবোটগুলি পিছিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মাঝেই বাই ভার্বালের শব্দ শুনতে পেলাম, সত্যি সত্যি সেগুলি দিয়ে তারা ফিরে যেতে শুরু করেছে।

আমরা ধীরে ধীরে আড়াল থেকে বের হয়ে আসি। ধূলায় ধূসর হয়ে আছে একেকজন, ভাল করে না তাকালে চেনা যায় না। ক্রুডের কপালের কাছে কোথায় কেটে গেছে, রক্তে মুখ মাথা মাখি হয়ে আছে। দ্রুনকে দেখতে পেলাম খুড়িয়ে খুড়িয়ে হেঁটে মুখ বিকৃত করে মাটিতে বসে পড়ল। ইশি উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, কি অবস্থা আমাদের! সবাই কি ঠিক আছে?

আমি মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম আমাদের মাঝে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই মারা গেছে, কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম ধ্বংস্তুপের মাঝে থেকে একজন একজন করে সবাই বের হয়ে আসতে থাকে। কারো হাত পা বা মাথা কেটে রক্ত বের হচ্ছে, কেউ খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছে কিন্তু সবাই যে বেঁচে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সবার চোখে মুখে এক ধরনের অবিশ্বাস্য আতংক, মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা এখনো যেন বুঝে উঠতে পারছে না। ইশি আবার জিজ্ঞেস করল, সবাই কি ঠিক আছে?

ক্রুড তার কপালের ক্ষতটি হাত দিয়ে ধরে রেখে বলল, মনে হয়। ছোট খাট আঘাত আছে, কিন্তু বড় আঘাত মনে হয় নেই। অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না এটা অবিশ্বাস্য নয়। এর পিছনে কারণ আছে।

কি কারণ?

আমরা গেটওয়ে কম্পিউটারকে ঘিরে ছিলাম, সে জন্যে সোজাসুজি আমাদের দিকে গুলি করে নি। এই রবোট গুলির জন্যে সোজাসুজি গুলি করে আমাদের বাতাসে মিশিয়ে দেয়া খুব কঠিন না। তার মানে এই কম্পিউটারটা গ্রষ্টানের জন্যে মনে হয় খুব গুরুত্বপূর্ন।

মনে হয়।

ইশি আবার সবার দিকে তাকিয়ে বলল, সবাই কি সত্যিই এখানে আছে? নাইনা কোথায়?

অন্ধকার এক কোনা থেকে বলল, এই যে এখানে।

রাইনুক ?

এই যে।

এলুজ।

এই যে–

ক্লুড হঠাৎ যন্ত্রণার মত একটু শব্দ করে বলল, কপালের কাটাটা থেকে রক্ত বন্ধ করতে পারছি না। টিয়ারা একটু দেখবে–

কেউ কোন কথা বলল না। আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে বললাম, টিয়ারা ? টিয়ারা কোথায়?

সবাই চারিদিকে ঘুরে তাকাল। কোথাও নেই টিয়ারা। একসাথে অনেকে চিৎকার করে উঠে, টিয়ারা ! টিয়ারা!

কেউ কোন উত্তর দিল না। ভয়ংকর একটা নৈঃশব্দ নেমে আসে হঠাৎ, আমি বুকের ভিতরে আশ্চর্য এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করতে থাকি। আমি প্রায় হাহাকারের মত করে আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ ক্রিশি একটু নড়ে উঠে– আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মহামান্য কুশান। একটা খুব জরুরী ব্যাপার।

কি ?

মহামান্য টিয়ারাকে রবোটের দল ধরে নিয়ে গেছে গ্রষ্টানের কাছে। আর কয়েক মিনিটের মাঝেই তারা বসতিতে পৌছে যাবে। গ্রষ্টান সেখানে অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

আমার হঠাৎ মনে হল আমি বুঝি দাড়িয়ে থাকতে পারব না। আমি এক পা পিছিয়ে এসে একটা দেয়াল স্পর্শ করে সাবধানে মাটিতে বসে পড়ি। আমি আর কিছু চিন্তা করতে পারছিলাম না, আশে পাশে সবাই উত্তেজিত গলায় কিছু একটা বলছে কিন্তু আমি কিছুই শুনতে পারছিলাম না। আমার বুকের মাঝে এক ভয়ংকর ক্রোধ আর তীব্র হতাশা জমে উঠতে থাকে। ইচ্ছে করতে থাকে ভয়ংকর এক চিৎকার করে সমস্ত পৃথিবীকে ছিন্ন ভিন্ন করে উড়িয়ে দিই।

কুঁই কুঁই শব্দ করে কুকুরের বাচ্চাটি তখনো আমাদের পায়ের কাছে শুকতে শুকতে ঘুরাঘুরি করছে। আমি তার ভাষা জানি না কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না সে টিয়ারাকে খুঁজছে।

খুব ধীরে ধীরে যখন আকাশ ফর্সা হয়ে ভোর হয়ে এল আমরা তখনো চুপচাপ কম্পিউটার ঘরে বসে আছি। কেউ বিশেষ কথা বলছে না শুধু মাত্র কুকুরের বাচ্চাটি তখনো ইতস্ততঃ ঘুরে ঘুরে টিয়ারাকে খুঁজে যাচ্ছে। ইশি খানিক্ষণ নীচের দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ উপরে তুলে বলল, আমরা টিয়ারাকে কেমন করে উদ্ধার করব?

কেউ কোন কথা বলল না, কিন্তু সবাই মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। আমি শূন্য দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালাম আমার মাথার মাঝে মনে হয় সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেছে, আমি ঠান্ডা মাথায় কিছু ভাবতে পারছি না।

ইশি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কুশান, আমরা টিয়ারাকে কেমন করে উদ্ধার করব?

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, এতক্ষণে টিয়ারাকে নিশ্চয়ই সিলাকিত করা হয়ে গেছে। তাকে উদ্ধার করার সত্যি কোন উপায় আছে কি না আমি জানি না।

সবাই চুপ করে বসে রইল। দীর্ঘ সময় ইতস্ততঃ করে নাইনা বলল, কিন্তু আমরা কিছু করব না?

আমি কিছু না বলে নাইনার দিকে তাকালাম, নাইনা সাথে সাথে মাথা নীচু করে ফেলে। রাইনুক একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমরা যদি কিছু করতে চাই তাহলে এই মুহূর্তে এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে। গ্রষ্টান জানে আমরা এখানে।

ইশি বলল, কিন্তু জায়গাটা মনে হয় নিরাপদ। কুশান মনে হয় ঠিকই বলেছে, এই গেটওয়ে কম্পিউটারের যেন কোন ক্ষতি না হয় সে জন্যে আমাদের উপর সোজাসুজি আঘাত করবে না।

রাইনুক একটু অধৈর্য হয়ে বলল, কিন্তু এই ভাবে নিজেদের একটা লক্ষ্য বস্তু হিসেবে তৈরী করে বসে থাকব কেন? কি আছে এখানে?

ক্লড তার কপালের ব্যান্ডেজে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আমার মনে হয় এই কম্পিউটারের মেমোরীতে কিছু অমূল্য তথ্য আছে। গ্রষ্টান সেজন্যেই এভাবে এটাকে আগলে রাখছে।

কিন্তু আমরা সেই তথ্য বের করতে পারছি না, দুই সপ্তাহ হয়ে গেল-

আমি ক্লডের দিকে তাকিয়ে বললাম, ক্লড।

বল কুশান।

তুমি এতদিন খুব সাবধানে এই গেট ওয়ে কম্পিউটারের মেমোরী থেকে কিছু তথ্য বের করতে চাইছিলে যেন গ্রষ্টান জানতে না পারে। এখন গ্রষ্টান জেনে গেছে। আমরা যে এখানে আছি সেটা আর গোপন নেই। তুমি কি এখন সোজাসোজি কোয়ার্টজ ফাইবার কেটে বা অন্যকোনভাবে খুব তাড়াতাড়ি কিছু তথ্য বের করতে পারবে?

ক্লড মাথা নেড়ে বলল, গত দুই সপ্তাহে যেটা পারি নি দুই ঘন্টায় সেটা বের করতে পারব।

তুমি কতটুকু নিশ্চিত?

একজন মানুষের পক্ষে যেটুকু নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।

চমৎকার। তুমি তাহলে কাজ শুরু করে দাও। তথ্যটুকু বের করার সাথে সাথে তোমরা সবাই এখান থেকে চলে যাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

সবাই আমার দিকে তাকাল। ইশি মৃদু স্বরে বলল, কুশান তুমি "আমরা সবাই" না বলে "তোমরা সবাই" কেন বলছ? তুমি কি করবে?

আমি উঠে দাড়িয়ে বললাম, আমি জানি না, ইশি।

এখন কি আমাদের সবার একসাথে থাকা উচিৎ না?

আমি জানি না। আমি খানিক্ষণ ইশির দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, তোমরা যদি কিছু মনে না কর, আমি খানিক্ষণ একা থাকতে চাই।

ইশি বলল, ঠিক আছে কুশান।

আমি কম্পিউটার ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। বাইরে তখন অন্ধকার কেটে ভোরের আলো ফুটে উঠতে শুরু করছে। ভোরের এই আলোতে পৃথিবীর সব কিছু অপুর্ব মনে হয় কিন্তু আজ কিছুই আমার চোখে পড়ছে না।

সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে উঠেছে, চারিদিক ভয়ংকর গরমে ধিকি ধিকি করে জ্বলছে, ঠিক সেরকম সময়ে হঠাৎ নাইনা ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এল।

অনেকদুর দৌড়ে এসেছে তাই তখনো হাঁপাচ্ছে, কিছু একটা বলতে চাইছে কিন্তু এত উত্তেজিত হয়ে আছে যে কথা বলতে পারছে না। আমি অবাক হয়ে বললাম, কি হয়েছে নাইনা?

নাইনা বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে কোনমতে বলল, টিয়ারা- টিয়ারা-

কি হয়েছে টিয়ারার?

দেখা যাচ্ছে টিয়ারাকে। হলোগ্রাফিক স্ক্রীনে-

দেখা যাচ্ছে? টিয়ারাকে?

হ্যাঁ। নাইনা মাথা নেড়ে বলল, গ্রষ্টানের সাথে।

আমি আর কোন কথা না বলে এক লাফে উঠে দাড়িয়ে ছুটতে থাকি। নাইনা আমার পিছু পিছু আসতে থাকে।

আমাকে দেখে সবাই সরে দাড়াল, আমি পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলাম। দেওয়ালে বড় হলোগ্রাফিক স্ক্রীন, সেখানে টিয়ারার প্রতিচ্ছবি। এত জীবন্ত যে দেখে মনে হচ্ছে আমি ইচ্ছে করলে তাকে স্পর্শ করতে পারব। টিয়ারা মাথা ঘুরিয়ে চারিদিকে তাকাল তার দুই চোখে এক ধরনের আতংক। হঠাৎ সে কি একটা দেখে চমকে উঠে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলল, ভয় পেয়েছে সে। কি দেখে ভয় পেয়েছে?

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকি, স্ক্রীনে হঠাৎ গ্রষ্টানের চেহারা ভেসে আসে। ভয়ংকর ক্রোধে তার মুখ বিকৃত হয়ে আছে। তার সমস্ত মুখ মনে হয় খুলে খুলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে, সেগুলি নড়তে থাকে, কাঁপতে থাকে, তার চাপা গলার স্বর হঠাৎ হিস হিস করে উঠে, তুমি ভেবেছ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? অর্বাচীন নির্বোধ মেয়ে।

টিয়ারা আতংকে ফ্যাকাসে হয়ে যায়, সে মাথা নাড়তে থাকে, তারপর হঠাৎ হাটু ভেঙ্গে পড়ে যায়।

গ্রষ্টান হঠাৎ দুই পা এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, তোমাকে আমি যে ভাবে ধরে এনেছি ঠিক সেভাবে আমি একজন একজন করে তোমাদের সবাইকে ধরে আনব। সবাইকে। আমি জানি তারা কোথায়। মানুষের সভ্যতার বিরুদ্ধে তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেব আমি নিষ্ঠুর হাতে। তোমার সিলাকিত শরীর আমি বাঁচিয়ে রাখব লক্ষ লক্ষ বছর। তোমার মস্তিষ্কে দেয়া হবে অচিন্তনীয় যন্ত্রনা। ভয়ংকর অভিশাপের মত তুমি ধুকে ধুকে বেঁচে থাকবে তার থেকে কোন মুক্তি নেই। নির্বোধ মেয়ে তোমার কোন মুক্তি নেই।

গ্রষ্টান হঠাৎ এগিয়ে এসে হাত ঘুরিয়ে আঘাত করে টিয়ারাকে। সে ছিটকে পড়ে মাটিতে, অনেক কষ্টে মুখ তুলে তাকায়, হঠাৎ মনে হয় সে বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, কি কাতর সেই দৃষ্টি। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, একটা আর্ত চিৎকার করে চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

দ্রুন আমার হাত স্পর্শ করে বলল, কুশান এটি সত্যি নয়। এগুলি সব কৃত্রিম প্রতিচ্ছবি।

কিন্তু টিয়ারার কষ্টটাতো সত্যি। সত্যি না?

দ্রুন কোন কথা না বলে চুপ করে দাড়িয়ে রইল। আমি ফিস ফিস করে বললাম, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। কেউ একজন এই স্ক্রীনটা বন্ধ করে দেবে?

ক্লড হাত বাড়িয়ে কি একটা স্পর্শ করতেই পুরো হলোগ্রাফিক স্ক্রীনটা অন্ধকার হয়ে গেল। আমি কয়েক পা পিছনে সরে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম। আমি চোখ বন্ধ করে বসে থাকি এবং হঠাৎ করে বুঝতে পারি আমার কি করতে হবে। আমি সাথে সাথে চোখ খুলে তাকালাম। আমাকে ঘিরে বিষন্ন মুখে পাথরের মত সবাই দাড়িয়ে আছে। আমি একবার সবার উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে আনি তারপর কষ্ট করে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে এনে বললাম, আমাকে গ্রষ্টানের কাছে যেতে হবে।

সবাই চমকে উঠে। দেখে মনে হল আমি কি বলছি কেউ ঠিক বুঝতে পারে নি। নাইনা ইতস্ততঃ করে বলল, তু-তুমি কি বলছ?

আমি বলেছি আমাকে গ্রষ্টানের কাছে যেতে হবে।

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। ইশি কয়েকবার কিছু একটা বলার চেষ্টা করে থেমে যায়। ঠিক কি বলবে মনে হয় বুঝতে পারছে না। রাইনুক শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে বলল, তুমি সত্যি যেতে চাও?

হ্যাঁ আমি সত্যি যেতে চাই।

নাইনা প্রায় আর্তস্বরে বলল, কেন? তুমি কেন যেতে চাও?

আমি টিয়ারাকে রক্ষা করতে চাই। তাকে কথা দিয়েছিলাম।

কিন্তু তুমি গ্রষ্টানের কাছে গিয়ে কেমন করে তাকে রক্ষা করবে? সেটা কি খুব বড় নির্বুদ্ধিতা হবে না? আবেগ প্রবন হয়ে তো লাভ নেই–

আমাকে তোমরা বাধা দিও না। একবার চেষ্টা করতে দাও।

তুমি কেমন করে চেষ্টা করবে?

ইশি আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি কেমন করে চেষ্টা করবে?

আমি জানি না।

জান না?

না। যদি আর কিছু না হয় আমি টিয়ারার কাছাকাছি থাকব।

কিন্তু টিয়ারাকে সিলাকিত করে রাখা হয়েছে।

আমাকেও সিলাকিত করবে। আমার সাথে টিয়ারার দেখা হবে সিলাকিত জগতে–

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম দাড়িয়ে থাকা সবাই কেমন জানি শিউরে উঠে। আমি জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে নরম গলায় বললাম, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। যাবার আগে তোমাদের একটা দায়িত্ব দিতে চাই।

কি দায়িত্ব?

ক্লড–তুমি নিশ্চয়ই এতক্ষনে পৃথিবীর সব কম্পিউটারের অবস্থান, তাদের মাঝে যোগসুত্র সব কিছু বের করে এনেছ?

ক্লড মাথা নাড়ল। পকেট থেকে ছোট একটা ক্রিষ্টাল ডিস্ক বের করে বলল, এই যে, এখানে সব আছে। দেখ–

না আমি দেখতে চাই না। আমি এসবের কিছুই এখন জানতে চাই না। গ্রষ্টান নিশ্চয়ই আমাকে সিলাকিত করবে, আমার মস্তিষ্কে যা আছে সব সে জেনে যাবে।

ক্লড ডিস্কটি সরিয়ে নিয়ে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বললাম, আমি এখন অন্য কিছু জানতে চাই না, কিন্তু একটি জিনিষ আমাকে জানতে হবে। আমাকে সেটা বলবে–

কি জিনিষ?

এই ভূখন্ডের সবগুলি কম্পিউটারের অবস্থান আর তাদের যোগসুত্র গুলি যদি দেখ আমি নিশ্চিত কয়েকটা যোগসুত্র খুব সুচিন্তিত ভাবে কেটে দিতে পারলে পুরো নেটওয়ার্কটি দুভাগে ভাগ করে ফেলা যাবে।

হ্যাঁ। ক্লড মাথা নেড়ে বলল, প্রশান্ত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে যে কয়েকটি যোগসুত্র চলে গেছে সেগুলি কেটে দিলে বলা যায় পুরো নেট ওয়ার্ক দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে।

চমৎকার তোমরা এখন ইচ্ছে করলে এই যোগসুত্রগুলি কেটে নেটওয়ার্কটি দুই ভাগে ভাগ করতে পারবে?

ক্লড ইশির দিকে তাকাল। ইশি খানিক্ষন চিন্তা করে বলল, পারব।

তোমাদের কতক্ষণ সময় লাগবে?

ভাল কিছু বাইভার্বাল পেয়েছি। যোগসুত্রগুলির নিখুত অবস্থানও জানি, চেষ্টা করলে আট কি দশ ঘন্টার মাঝে করা যাবে মনে হয়। নাইনা তুমি কি বল?

নাইনা মাথা নারল, বলল, হ্যাঁ এর বেশী সময় লাগার কথা নয়।

চমৎকার। আমি ক্লডের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমার এই যোগসুত্রগুলির অবস্থান জানা দরকার।

কিন্তু সেটা কি খুব বিপজ্জনক কিছু তথ্য নয়? তুমি সত্যি জানতে চাও? তথ্যটি মনে রাখাও সহজ নয়। সমুদ্রপোকুলে অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ মাটির নীচে গভীরতা কোয়ার্টজ ফাইবার কেবলের ক্রমিক সংখ্যা অসংখ্য সংখ্যা পরিমাপ –

তা ঠিক, আমি মাথা নাড়ি। আমি মনে রাখতে পারব না– কিন্তু তথ্যটা আমার প্রয়োজন, তুমি ক্রিশির কপোট্রনে সেটা প্রবেশ করিয়ে দাও।

ক্রিশি?

হ্যাঁ ক্রিশি। ক্রিশি অত্যন্ত নিম্নস্তরের কম্পিউটার, তার কপোট্রনের তথ্যে গ্রষ্টানের কোন কৌতূহল নেই। আমি তার কপোট্রনে করে তথ্যটি নিয়ে যাব।

ক্লড কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে বলল, ঠিক আছে কুশান।

আমি উঠে দাড়িয়ে বললাম, আমি এখন যাব।

কেউ কোন কথা বলল না। সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললাম, আমি যাবার পর তোমরা তোমাদের কাজ শুরু করতে পার। প্রথমে নেটওয়ার্কটি দুভাগে ভাগ করবে। তারপর সেটিকে আরো দুভাগ। আমরা যেভাবে ঠিক করেছিলাম।

ক্লড মাথা নাড়ল।

আমি একটু এগিয়ে যেতেই ইশি ডাকল, কুশান।

বল।

আমি জানি না তুমি কেন এটা করছ। খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে যে এটি আত্মহত্যা নয়, এটি আরো কিছু।

আমি কিছু না বলে একটু হাসার চেষ্টা করলাম।

আমাদের কি আবার দেখা হবে কুশান?

সেটা কি সত্যি জানার প্রয়োজন আছে ?

ইশি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, না, নেই।

আমি কয়েকমুহূর্ত চুপ করে দাড়িয়ে থাকি, কি বলব বুঝতে পারি না। রাইনুক আমার দিকে তাকিয়ে জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, আমার মাঝে মাঝে একটা কথা মনে পড়ে।

কি কথা?

তুমি প্রথম যেদিন গ্রুষ্টানের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলে, লিয়ানা বলেছিল পাহাড়ের উপর থেকে একটা পাথর গড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

হ্যাঁ। আমি মাথা নেড়ে বললাম, লিয়ানা বলেছিল পাথরটা গড়িয়ে পড়তে পড়তে ধ্বস নামিয়ে দেবে না ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে কেউ জানে না।

রাইনুক নরম গলায় বলল, আমরা জানি একটা ধ্বস নেমে আসছে। কিন্তু সেই ছোট পাথরটাকে আমি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখতে চাই না।

ছোট পাথরটার কোন গুরুত্ব নেই রাইনুক। কোন গুরুত্ব নেই। বড় কথা ধ্বস নেমেছে। সেটা কেউ থামাতে পারবে না।

আমি যখন বাইভার্বালে দাড়িয়ে ক্রিশিকে সেটা চালু করার আদেশ দিয়েছি তখন হঠাৎ দেখতে পেলাম দুর থেকে দ্রুন হাতে কয়েকটা ছবি নিয়ে ছুটে আসছে। আমি ক্রিশিকে থামতে বললাম, কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই দ্রুন আমার কাছে এসে দাড়াল। আমি তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে দ্রুন?

তুমি এই ছবিগুলি দেখ।

কিসের ছবি?

কম্পিউটারের মেমোরী থেকে বের করেছি। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার আগে বড় বড় নগরের ছবি।

এই ধরনের ছবি দেখলে বুকে এক ধরনের কষ্ট হয় কিন্তু সেগুলি এভাবে ছুটে এসে আমাকে কেন দেখানো হচ্ছে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি দ্রুনের দিকে তাকাতেই দ্রুন আমার হাতে আরো অনেকগুলি ছবি ধরিয়ে দিল, একই নগরের ছবি কিন্তু পারমানবিক বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যাবার পর। এই ছবিগুলি দেখলে বুকের ভিতরে এক বিচিত্র ধরণের ক্রোধের জন্ম হয়। আমি খানিক্ষন নিঃশ্বাস বন্ধ করে থেকে বললাম, দ্রুন এই ছবিগুলি তুমি আমাকে কেন দেখাচ্ছ?

তুমি ছবিগুলি কবে তোলা হয়েছ সেই তারিখটি দেখ।

আমি তারিখ দেখে চমকে উঠি, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার দুই বছর আগের ছবি! দ্রুনের দিকে ভুরু কুচকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কেমন করে হয়?

আমি জানি না কেমন করে হয়, কিন্তু হয়েছে। এগুলি কাল্পনিক ছবি, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পর কেমন দেখাবে তার ছবি।

তার মানে?

তার মানে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অনেক আগেই গ্রুষ্টান জানত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিন্তু কেমন করে জানল সে? কেমন করে জানল ভবিষ্যতে কি হবে?

ইশি এগিয়ে এসে নীচু গলায় বলল, ভবিষ্যতে কি হবে সেটি জানার একটি মাত্র উপায়।

কি?

সেই ভবিষ্যতটি যদি নিজের হাতে তৈরী করা হয়।

আমি চমকে ইশির দিকে তাকালাম, তুমি কি বলতে চাইছ ইশি?

আমি নিঃসন্দেহ কুশান। মানুষ এই পৃথিবী ধ্বংস করে নি এই পৃথিবী ধ্বংস করেছে গ্রুষ্টান।

বাই ভার্বালটি তীক্ষ্ণ শব্দ করে বসতিটির উপর দিয়ে একবার ঘুরে যায়। আমি দেখতে পাই বেশ কিছু মানুষ খোলা জায়গাটিতে জড়ো হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে। আমি বাই ভার্বালটিকে সাবধানে নীচে নামিয়ে আনতেই অনেক মানুষ আমাকে ঘিরে দাড়াল। তাদের চোখে এক ধরনের অবিশ্বাস্য বিস্ময়। আমি, এবং আমার পিছু পিছু ক্রিশি বাইভার্বাল থেকে নীচে নেমে এলাম। লোকগুলি সাথে সাথে এক পা পিছিয়ে যায়– তাদের চোখে হঠাৎ এক ধরণের আতংক এসে ভর করেছে।

আমি গলার স্বর যতটুকু সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বললাম, আমার নাম কুশান।

আমাকে ঘিরে থাকা মানুষগুলি কোন কথা বলল না। চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি আবার সহজ গলায় বললাম, আমি এসেছি টিয়ারাকে উদ্ধার করতে।

মানুষগুলি চমকে উঠে আমার দিকে তাকায়। আমি হাসার চেষ্টা করে বললাম, পারব কি না জানি না। কিন্তু চেষ্টা তো করে দেখতে হবে। কি বল?

কেউ কোন কথা বলল না, শুধু কমবয়সী একজন ছেলে উৎসাহে চোখ উজ্জল করে মাথা নাড়তে থাকে। ঘিরে থাকা মানুষগুলির মাঝে থেকে অসুখি চেহারার একজন মানুষ হঠাৎ এগিয়ে এসে বলল, তুমি কেমন করে টিয়ারাকে উদ্ধার করবে? তাকে সিলাকিত করে রাখা হয়েছে।

আমি জানি।

তাহলে ? তুমি কেমন করে উদ্ধার করবে?

আমি এখনো জানি না। লোকটি ভুরু কুচকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি সমস্ত সর্বনাশের মূল। টিয়ারা আমাকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেবে বলেছিল। আমরা ভ্রুন ব্যাংক থেকে একটা শিশু নিতে পারতাম। তোমার জন্যে সব কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। তোমার জন্যে।

আমার জন্যে?

হ্যাঁ,

লোকটি, যার নাম নিশ্চয়ই ক্লিচি। গলা উচু করে বলল, তোমাকে আমি ঘৃণা করি। ঘৃণা।

তুমি যদি সত্যি কাউকে ঘৃণা করতে চাও তাহলে সেটা হওয়া উচিৎ গ্রুষ্টান। এই পৃথিবী ধ্বংস করেছে গ্রুষ্টান তুমি সেটা জান?

আমার কথা শেষ হবার আগেই আমি দেখতে পেলাম দুজন প্রতিরক্ষা রবোট আমার দিকে ছুটে আসছে। আমাকে ঘিরে থাকা মানুষেরা সরে গিয়ে তাদের জায়গা করে দিল।

একটি রবোট আমার খুব কাছে দাড়িয়ে বলল, মহামান্য কুশান, আমরা আপনাকে নিতে এসেছি।

কোথায়?

মহামান্য গ্রুষ্টানের কাছে।

আমাকে একটু সময় দাও, আমি কথা বলছি।

আমরা খুব দুঃখিত। আপনাকে এই মুহূর্তে নিয়ে যাওয়ার কথা।

আমি পিছনে ফিরে তাকালাম এবং কিছু বোঝার আগেই ঘাড়ের কাছে একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রনা অনুভব করি। জ্ঞান হারানোর আগে দেখতে পাই ক্রিশি স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি যখন চোখ খুলে তাকালাম তখন চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। এই অন্ধকার এত ভয়ংকর যে আমি বেশীক্ষন চোখ খুলে তাকিয়ে থাকতে পারি না। একসময় চোখ বন্ধ করে ফেলি। চারদিকে এক আশ্চর্য নৈঃশব্দ। এই ধরণের নৈঃশব্দ আমি আগে কখনো অনুভব করি নি, আমি আমার নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাই না। আমি কান পেতে থেকেও আমার হৃদস্পন্দনের শব্দ শুনতে পাই না। আমি কি বেঁচে আছি?

আমি আবার চোখ খুলে তাকালাম, কি ভয়ংকর অন্ধকার। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। একটু আলোর জন্যে আমার সমস্ত চেতনা যেন বুভুক্ষ হয়ে থাকে, কিন্তু কোথাও কোন আলো নেই। শুধু অন্ধকার, কঠিন নিষ্করুণ অন্ধকার। আমি হাত দিয়ে নিজেকে স্পর্শ করার চেষ্টা করি কিন্তু নিজেকে খুঁজে পাই না। কোথায় আমার দেহ? আমার হাত পা মুখ? কোথায় আমার চোখ? আমার নাক কান বুক? আমি কোথায়? ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মত এক ধরণের আতংকে আমার চেতনা শিউরে শিউরে উঠে, আমি চিৎকার করে উঠতে চাই কিন্তু কোথাও এতটুকু শব্দ হয় না? এই তাহলে সিলাকিত? আমি আছি কিন্তু আমি নেই? অস্তিত্বহীন একজন মানুষ? শুধু তার অনুভূতি? তার যন্ত্রনা? কতকাল আমাকে এভাবে থাকতে হবে ? কতকাল?

আমি অন্ধকারে অস্তিত্বহীন হয়ে এক বিচিত্র শুণ্যতায় ভেসে থাকি। সেই শূণ্যতার কোন শুরু নেই, কোন শেষ নেই। কতকাল কেটে যায় আমি জানি না। দুঃখ কষ্ট যন্ত্রনার অনুভূতি নেই, শুধু এক বিশাল শূন্যতা। এক সময় সেই শূন্যতাও যেন অন্য এক শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে থাকে। আমি নিজেকে ধরে রাখতে চাই কিন্তু ধরে রাখতে পারি না, এক অন্ধকার অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে থাকি।

খুব ধীরে ধীরে আবার আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমার চোখ খুলতে ভয় হয় আবার যদি সেই ভয়ংকর অন্ধকার এসে আমাকে গ্রাস করে ফেলে? আমি হঠাৎ মৃদু একটা শব্দ শুনতে পেলাম, আমার নিঃশ্বাসের শব্দ। আমি তাহলে বেঁচে আছি? আমি চোখ খুলে তাকালাম, চারিদিকে খুব হালকা বেগুনী রংয়ের একটা আলো। আমি নিজের দিকে তাকালাম, এই তো আমার শরীর। আমার হাত পা দেহ। আমার মুখ। আমার চোখ কান চুল।

আমি নিজেকে স্পর্শ করি, সাথে সাথে আমার সারা শরীর শিউরে উঠে। এটি আমার শরীর নয়। আমি আবার ভাল করে তাকালাম এটি আমার সিলাকিত দেহ। আমার মস্তিষ্কের তথ্য ব্যবহার করে তৈরী করা এক কাল্পনিক অবয়ব। আমি চারিদিকে ঘুরে তাকাই কোথাও কেউ নেই। গ্রুষ্টানের কাল্পনিক জগতে আমি একা।

আমি উঠে দাড়ালাম, কি বিচিত্র অনুভূতি, মনে হয় মহাকাশে ভেসে আছি। আমি আছি কিন্তু তবু আমি নেই আমি নিচু গলায় ডাকলাম, কে আছ এখানে?

আমার কথা প্রতিধ্বনীত হয়ে ফিরে এল, কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। আমি আবার ডাকলাম , কে আছ?

খুব কাছে থেকে কে যেন বলল, কি চাও তুমি?

আমি চমকে উঠি, কে?

আমি। আমি গ্রুষ্টান।

তুমি কোথায়?

আমি সর্বত্র । তোমার চারপাশে। তোমার ভিতরে।

আমি তোমাকে দেখতে চাই।

কেন?

কাউকে না দেখে আমি তার সাথে কথা বলতে পারি না। আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই।

তুমি আমার সাথে কি কথা বলবে? আমি তোমার মস্তিষ্কের সব তথ্য বের করে নিয়ে আসতে পারি। তুমি কি ভাবছ আমি সব জেনে নিতে পারি।

কিন্তু আমি নিজে থেকে তোমাকে বলতে চাই।

কি বলতে চাও?

খুব জরুরী একটা কথা বলতে চাই। আমি তাই নিজে থেকে তোমার কাছে এসেছি।

বল।

তার আগে আমি তোমাকে দেখতে চাই। তুমি আমার সামনে দেখা দাও।

খুব ধীরে ধীর গ্রুষ্টানের চেহারা সৃষ্টি হতে থাকে। হালকা সবুজ রংয়ের দেহ একই সাথে মানব এবং মানবী। একই সাথে কোমল এবং নিষ্ঠুর। গ্রুষ্টান আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, তুমি কি বলতে চাও?

এখন দিন না রাত?

রাত। কেন?

তুমি কখন আমাকে সিলাকিত করেছ? দশ ঘন্টা কি হয়ে গেছে?

এখনো হয় নি। কেন?

তুমি আমার মস্তিষ্কের তথ্যে উকি দিলে জানতে। দশ ঘন্টার মাঝে তোমার ক্ষমতাকে আমরা অর্ধেক করে দেব।

গ্রুষ্টান কয়েকমুহূর্ত স্থির হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই সে আমার কথার সত্যতা যাচাই করে দেখছে। দেখতে দেখতে তার চেহারা ভয়ংকর হয়ে উঠে, তার সমস্ত দেহ লাল হয়ে কুৎসিত একটি রূপ নিয়ে নেয়। সে আমার কাছে এগিয়ে এসে আমাকে আঘাত করে, প্রচন্ড যন্ত্রনায় আমি ছিটকে পড়ি। এটি শারীরিক যন্ত্রনা নয়, যন্ত্রনার অনুভূতি। শরীরকে পাশ কাটিয়ে মস্তিষ্কে দেয়া যন্ত্রনার এক তীব্র অনুভূতি। গ্রুষ্টান আমার কাছে ঝুকে পড়ে হিস হিস করে বলল, নির্বোধ মানুষ! আমার ক্ষমতা অর্ধেক করে দেয়া হলে কি হবে জান? তোমার অস্তিত্ব ধ্বংস হবে সবার আগে। তুমি বেঁচে আছ কারণ আমি বেঁচে আছি। আমার অস্তিত্বে আঘাত করে তুমি বেঁচে থাকবে না। গ্রুষ্টান আমার দিকে এগিয়ে আসে আর ঠিক তখন খুব বিচিত্র একটা ব্যাপার ঘটল। গ্রুষ্টানের সমস্ত দেহ যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে থাকে। ভয়ংকর চিৎকার করে সে তার নিজেকে ধরে রাখতে চেষ্টা করে কিন্তু কিছুই যেন আর স্থির হয়ে থাকতে চায় না।

আমি হঠাৎ করে বুকের ভিতরে এক প্রচন্ড চাপ অনুভব করি। আমার দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসে, আমার সিলাকিত দেহ থর থর করে কেঁপে উঠে। আমি গ্রুষ্টানের দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বললাম, তোমার নেটওয়ার্ক দুভাগে ভাগ করে ফেলেছে গ্রুষ্টান। তুমি আর কোনদিন তোমার আগের ক্ষমতা ফিরে পাবে না–

আমি কথা শেষ করার আগেই হঠাৎ তীব্র যন্ত্রনায় এক অন্ধকার জগতে তলিয়ে গেলাম। আমার সিলাকিত দেহ কি গ্রুষ্টান বাঁচাতে পারবে? আমি জানি না। আমি নিজের ভিতরে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করি। কিছুতেই আর কিছু এসে যায় না।

এটাই কি মৃত্যু?

তারপর কতকাল কেটে গেছে জানি না। হয়তো কয়েক মুহূর্ত, হয়তো কয়েক যুগ। আমি চোখ মেলে তাকালাম, চারিদিকে একটা নীল আলো। খুব ভোরবেলা যেরকম আলো হয় অনেকটা সেরকম। আমি কান পেতে থাকি, কোথাও কেউ একজন কাঁদছে। ব্যাকুল হয়ে কান্না নয় কেমন জানি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। শুনে বুকের মাঝে কেমন জানি এক ধরনের কষ্ট হয়।

আমি মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম, চারিদিকে বিশাল নিঃসীম শূন্যতা। যতদূর চোখ যায় কোথাও কিছু নেই। আমি আমার নিজের দিকে তাকালাম, এই তো আমার শরীর। হাত পা মুখ। আমি আবার নিজেকে স্পর্শ করার চেষ্টা করি কি বিচিত্র এক অনুভূতি, আমার নিজের শরীর তবু মনে হয় নিজের নয়।

আমি আবার কান্নার শব্দটা শুনতে পেলাম। কি বিষন্ন করুন কান্নার স্বর। কোথা থেকে আসে?

আমি উঠে দাড়ালাম। মনে হলে আমি বুঝি ভেসে যাব। আমার সামনে কিছু নেই পিছনে কিছু নেই। আমার নীচে কিছু নেই উপরে কিছু নেই। চারদিকে শুধু খুব হালকা একটা নীল আলো। আমি আবার কান্নার শব্দটা শুনতে পেলাম। সামনে থেকে আসছে। আমি সেদিকে হাটতে চেষ্টা করে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে

গেলাম, আমার পায়ে কোন জোর নেই। আমি অতলে পড়ে যেতে থাকি, হাত দিয়ে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করলাম কিন্তু কোথাও কিছু নেই। আমি নীচে নিজেকে ধার রাখতে পারি না পড়ে যেতে থাকি। কতক্ষন কেটে যায় এভাবে আমি জানি না। আমি কি সত্যিই পড়ে যাচ্ছি নাকি সবই আমার কল্পনা?

আমি আবার সোজা হয়ে দাড়ালাম। বিশাল এক শূন্যতায় আমি স্থির হয়ে দাড়িয়েছি। আমি কান পেতে শোনার চেষ্টা করি, আবার কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। মনে হয় খুব কাছে কেউ কাঁদছে। আমি কান্নার শব্দের দিকে নিজেকে টেনে টেনে নিয়ে যেতে থাকি।

আমি কতক্ষন হেঁটেছি জানি না। শুরু নেই শেষ নেই এক আদিগন্ত বিস্তৃত শূন্যতায় সময় যেন স্থির হয়ে দাড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে কান্নার শব্দ স্পষ্ট হতে থাকে, বহুদূর একটি ছায়ামূর্ত্তিকে দেখা যাচ্ছে। দুই হাটুতে মুখ গুজে সে কাঁদছে। বাতাসে তার কালো চুল উড়ছে, সাদা কাপড় উড়ছে। দুঃখের কি আশ্চর্য একটি প্রতিমূর্তি।

আমি হেঁটে কাছে যেতেই ছায়ামূর্ত্তিটি আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল–টিয়ারা!

টিয়ারা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েকমুহূর্তে সে কোন কথা বলতে পারে না। হঠাৎ করে উঠে দাড়িয়ে বলল, কুশান তুমি?

হ্যাঁ। আমি।

তোমাকেও গ্রুষ্টান ধরে এনেছে?

না টিয়ারা আমাকে গ্রুষ্টান ধরে আনে নি।

তাহলে তুমি এখানে কেন এসেছ?

আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

নিয়ে যেতে এসেছ?

হ্যাঁ টিয়ারা।

তুমি আমাকে নিয়ে যাবে? কেমন করে নিয়ে যাবে? আমরা সিলাকিত হয়ে আছি।

আমি জানি।

তুমি সত্যিকারের কুশান নও। আমি সত্যিকারের টিয়ারা নই। এগুলি সব গ্রুষ্টানের তৈরী প্রতিচ্ছবি। এখানে কিছু সত্যি নয়। সব মিথ্যা। সব কাল্পনিক।

হ্যাঁ টিয়ারা।

শুধু কষ্টটা সত্যি। কি কষ্ট কুশান- কি ভয়ংকর কষ্ট!

আমি তোমার কষ্ট দূর করে দেব। তুমি আমার কাছে এসো। এসো।

টিয়ারা হঠাৎ এক পা পিছিয়ে গিয়ে আর্ত গলায় বলল, না।

কেন নয়?

ভয় করে। আমার ভয় করে। আমি যদি তোমাকে ছুয়ে দেখি তুমি নেই? তুমি যদি হারিয়ে যাও?

আমি হারিয়ে যাব না। আমি টিয়ারার দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে বললাম, আমি যদি হারিয়ে যাই তাহলে আবার আমি তোমাকে খুঁজে বের করব। এসো আমার কাছে এসো।

না কুশান না। আমার ভয় করে। খুব ভয় করে।

তোমার ভয় নেই টিয়ারা, আমি তোমাকে রক্ষা করব।

না কুশান কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না, কেউ না।

মনে নেই আগে আমি তোমাকে রক্ষা করেছি? আবার আমি তোমাকে রক্ষা করব।

হঠাৎ খনখনে গলায় খুব কাছে থেকে কে যেন হেসে উঠল। আমি মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম কেউ নেই কোথাও, চারিদিকে শুধু হালকা নীল আলো। আমি বললাম কে ?

খনখনে গলায় আবার হাসির শব্দ ভেসে আসে।

কে ? কে হাসে ?

টিয়ারা হঠাৎ ছুটে এসে আমাকে জাপটে ধরে ভয় পাওয়া গলায় বলল, গ্রুষ্টান!

আমি টিয়ারাকে ধরে রেখে আবার চারিদিকে তাকালাম, গ্রুষ্টান তুমি কোথায়? তুমি কি চাও?

আমি কিছু চাই না।

গ্রুষ্টান আমি তোমাকে দেখতে চাই।

কেন?

তোমার ক্ষমতা কেড়ে নেবার পর তুমি দেখতে কেমন হয়েছ আমি দেখতে চাই।

সাথে সাথে আমার সামনে গ্রুষ্টানের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। হালকা সবুজ রংয়ের সুদর্শন একটি মূর্ত্তি। একই সাথে মানব এবং মানবী। একই সাথে কোমল এবং কঠোর।

আমি কয়েকমুহূর্ত গ্রুষ্টানের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তুমি দেখতে ঠিক আগের মতই আছ।

হ্যাঁ। আমার ক্ষমতাও ঠিক আগের মত আছে।

কিন্তু তোমার বিশাল নেটওয়ার্ক ছিল সেটি দুভাগে ভাগ করে ফেলা হয়েছে। এখন তোমার ক্ষমতা আর আগের মত নেই। অনেক কম। তুমি দুর্বল।

গ্রুষ্টান আবার খনখন করে হেসে উঠে বলল, সূর্যকে দ্বিধা বিভক্ত করা হলে তার উজ্জ্বল্য কমে যায় না। পৃথিবীর জন্যে পৃথিবীর মানুষের জন্যে আমার ক্ষমতা এতটুকু কমে নি। আমার যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে সেটি পৃথিবীর জন্যে যথেষ্ট। আমার প্রকৃত ক্ষমতার এক শতাংশ দিয়ে বিশ্বজগৎ ধ্বংস করে দেয়া যায়।

আমি জানি।

তাহলে কেন তোমরা মিছি মিছি শক্তি ক্ষয় করছ? তোমরা জান না এখন আমি আমার রবোট বাহিনী পাঠিয়ে তোমাদের একজন একজন করে ধরে আনব?

জানি।

তোমরা কি জান না আমার নেটওয়ার্কে তোমরা আর স্পর্শ করতে পারবে না?

জানি। আমি খানিক্ষন গ্রুষ্টানের দিকে তাকিয়ে থেকে নরম গলায় বললাম, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করি?

গ্রুষ্টান কোন কথা না বলে স্থির হয়ে দাড়িয়ে রইল। আমি বললাম, তুমি কয়েক লক্ষ কম্পিউটারের একটি পরিব্যাপ্ত অপারেটিং সিষ্টেম। নেটওয়ার্কটি অর্ধেক করে দেয়ার পর তোমাকে নূতন করে নিজেকে দাড়া করাতে হয়েছে।এই ভুখন্ডের এই নেটওয়ার্কে তুমি যেরকম গ্রুষ্টান, অন্য ভুখন্ডের বাকী নেটওয়ার্কে ঠিক সে রকম আরেকজন গ্রুষ্টান কি তৈরী হয় নি?

গ্রুষ্টান কোন কথা বলল না কিন্তু ভয়ংকর এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, তুমি বলতে চাইছ না কিন্ত আমি জানি। ঠিক তোমাকে আমি যেরকম দেখছি এরকম আরো একজন গ্রুষ্টানের জন্ম হয়েছে এখন। বাকী অর্ধেক নেটওয়ার্কে তার অস্তিত্ব। ঠিক তোমার মত একজন গ্রুষ্টান।

তুমি কি বলতে চাইছ কুশান?

সেই গ্রুষ্টান ঠিক তোমার মত শক্তিশালী। ঠিক তোমার মত নৃশংস তোমার মত হৃদয়হীন। তোমার মত কুটিল কুচক্রী–

চুপ কর কুশান! চুপ কর–

যত সময় যাচ্ছে তোমরা দুই গ্রুষ্টান তত ভিন্ন হয়ে যাচ্ছ। বিশেষ করে তুমি।

আমি কি?

গেটওয়ে কম্পিউটারের মেমোরী থেকে আমি খুব আশ্চর্য কিছু ছবি এনেছি। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার ছবি কিন্তু সে গুলি তৈরী হয়েছে পৃথিবী ধ্বংসের আগে। আমি ছবিগুলি আমার বাইভার্বালে রেখে এসেছিলাম এতক্ষনে সেগুলি এই বসতির সব মানুষের হাতে পৌছে গেছে। তুমি নিশ্চয়ই জান তার মান কি? জান নিশ্চয়ই–

গ্রুষ্টান ভয়ংকর গর্জন করে আমার দিকে এগিয়ে আসে, চিৎকার করে বলে, মিথ্যাবাদী–

হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ, মিথ্যাবাদী। আমি যদি না হই তাহলে তুমি। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। অনেক মানুষ যখন একটা মিথ্যা কথা বিশ্বাস করে তখন সেই মিথ্যাটাই সত্যি হয়ে যায়। আমি নিশ্চিত এই বসতির মানুষ সেই মিথ্যা কথাটিই বিশ্বাস করবে। একটা কথা এখন বসতি থেকে বসতিতে ছড়িয়ে পড়বে– পৃথিবী মানুষ ধ্বংস করে নি। ধ্বংস করেছে গ্রুষ্টান–

কথা শেষ করার আগেই প্রচণ্ড আঘাতে আমি ছিটকে পড়ি। গ্রুষ্টান হঠাৎ আমার উপর হিংস্র পশুর মত ঝাপিয়ে পড়ে,আমার হাত থেকে টিয়ারা ছুটে যায় এক পাশে। গ্রুষ্টান আমার কণ্ঠ নালী চেপে ধরেছে ভয়ংকর এক আক্রোশে–

আমি কোনমতে বললাম, না গ্রুষ্টান!আমি জানি তুমি আমাকে হত্যা করবে না মৃত মানুষকে অত্যাচার করা যায় না। শুধু যন্ত্রনা দেবার জন্যে তুমি আমাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঁচিয়ে রাখবে। রাখবে না ?

গ্রুষ্টান আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, হ্যাঁ কুশান তুমি সত্যি কথা বলেছ। তুমি এই প্রথম একটি সত্যি কথা বলেছ।

আমি আমার গলায় হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, তুমি জান তোমার মাঝে সবচেয়ে বিচিত্র অংশটুকু কি? তোমার সবচেয়ে বিচিত্র অংশ হচ্ছে মানুষের সাথে তোমার আশ্চর্য মিল। পৃথিবীর মানুষ যখন তোমাকে সৃষ্টি করে তারা কেন তোমাকে মানুষের রূপ দিয়েছিল – মানুষের মত একটি চরিত্র দিয়েছিল, আমি জানি না। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জান?

গ্রুষ্টান কোন কথা না বলে আমার দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আমি তার দৃষ্টি উপেক্ষা করে আবার বললাম, মজার ব্যাপার হচ্ছে মানুষের মহত্ত্ব তোমার মাঝে নেই। মানুষের ভালবাসাও নেই! মানুষের স্বপ্নও নেই। আছে মানুষের, নীচতা। ক্ষুদ্রতা। মানুষের দুর্বলতা। মানুষের হিংস্রতা। আর জান সেটাই তোমাকে ধ্বংস করে দেবে চিরদিনের মত।

আমাকে ধ্বংস করে দেবে?

হ্যাঁ গ্রুষ্টান। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও তুমি –যদি পরিব্যপ্ত কম্পিউটার অপারেটিং সিষ্টেমের ধ্বংসকে মৃত্যু বলা যায়।

তুমি কি বলতে চাইছ ?

তুমি জান আমার একটি রবোট ছিল। অত্যন্ত প্রাচীন নির্বোধ রবোট। তার নাম ক্রিশি।

কি হয়েছে তার?

একটা বাইভার্বালে করে আমি আর ক্রিশি এখানে এসেছি। তোমার রবোটরা আমাকে ধরে এনেছে, ক্রিশিকে কিছু করে নি। কেন করবে? অত্যন্ত নির্বোধ প্রাচীন একটা রবোট– তাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

কি করেছে সেই রবোট?

আমি জানি না কি করেছে সে। কেমন করে জানব? তুমি আমাকে সিলাকিত করে রেখেছ। কিন্তু আমি অনুমান করতে পারি। যখন তোমার বিশাল নেটওয়ার্কটি দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে সে এখানে ছিল। সে দেখেছে তোমাকে প্রচণ্ড আঘাত দেয়া হয়েছে, সে দেখেছে তুমি কিছুক্ষনের জন্যে সবকিছুর নিয়ন্ত্রন হারিয়েছ। সে দেখেছে আমার জীবন হঠাৎ বিপন্ন হয়েছে।

গ্রুষ্টানের চোখে মুখে হঠাৎ ভয়ংকর এক ধরনের আক্রোশ এসে ভর করে। হিংস্র স্বরে হিস হিস করে বলল, তুমি কি বলতে চাইছ?

ক্রিশি আমার অনেক দিনের রবোট। সে আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে যেটা করতে হয় করবে। তার স্বল্প বুদ্ধিতে সেটা কি জান?

গ্রুষ্টানের চেহারা হঠাৎ পাল্টে যেতে থাকে, সেখানে হঠাৎ এক আশ্চর্য আতংক এসে ভর করে। মাথা নেড়ে ফিস ফিস করে বলে, না–না– কিছুতেই না–

হ্যাঁ গ্রুষ্টান। আমি নিশ্চিত সে বাই ভার্বালে করে ফিরে গেছে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে। যেখানে তোমার যোগসূত্রটি কেটে দুভাগ করা হয়েছিল সেটা আবার জুড়ে দিচ্ছে তোমাকে রক্ষা করার জন্যে। কারণ সে মনে করে তুমি রক্ষা পেলে আমি রক্ষা পাব।

গ্রুষ্টান কোন কথা বলে না, হঠাৎ তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। আমার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে সে, আমি নীচু গলায় বললাম, তুমি জান তার অর্থ কি? তার অর্থ পৃথিবীর বিশাল নেটওয়ার্কে এখন দুজন গ্রুষ্টান। একজন তুমি আরেকজন পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে সৃষ্ট হওয়া দ্বিতীয় গ্রুষ্টান। তোমার মত নৃশংস। তোমার মত হিংস্র। কিন্তু তুমি নও। সে ভিন্ন একজন।

গ্রুষ্টান থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, না, না–তুমি মিথ্যা কথা বলছ– মিথ্যা কথা বলছ– মিথ্যা–

আমি ভুল বলতে পারি, কিন্তু মিথ্যা বলছি না গ্রুষ্টান! তুমি প্রায় ঈশ্বরের মত শক্তিশালী, পৃথিবীর মানুষ কোনদিন তোমাকে ধ্বংস করতে পারত না। তোমাকে ধ্বংস করতে পারবে শুধু তুমি। ঠিক তোমার মত একজন নৃশংস হিংস্র খল কুটিল কূচক্রী অপারেটিং সিষ্টেম। আমি তাই করেছি গ্রুষ্টান– আরেকজন গ্রুষ্টানের জন্ম দিয়ে তোমার সাথে দেখা করিয়ে দিচ্ছি।

হঠাৎ চারিদিক থর থর করে কেঁপে উঠে। আমি দেখতে পাই ধোয়ার মত কিছু একটা গ্রুষ্টানের পাশে ঘুরছে, কিছু একটা সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বিতীয় গ্রুষ্টান ?

আমি হাটু গেড়ে গড়িয়ে গিয়ে টিয়ারাকে জড়িয়ে ধরে ফিস ফিস করে বললাম, টিয়ারা,চোখ বন্ধ কর টিয়ারা!

কেন কুশান?

ভয়ংকর একটা দৃশ্যের সৃষ্টি হবে তোমার সামনে। ভয়ংকর দৃশ্য! তুমি সহ্য করতে পারবে না–

আমার ভয় করছে কুশান। ভয় করছে–

আমারও ভয় করছে। এসো আমি তোমাকে শক্ত করে ধরে রখি। আমি টিয়ারাকে ধরে রাখতে চাই কিন্তু সে আমার হাত থেকে কিভাবে জানি সরে যেতে থাকে। আমি প্রাণপন চেষ্টা করতে করতে ফিস ফিস করে বললাম, টিয়ারা, তুমি সত্যিকারের টিয়ারা নও। আমি সত্যিকারের কুশান নই! কিন্তু তবু আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই–

কি কথা।

গ্রুষ্টান যখন ধ্বংস হবে তখন হয়তো তুমি আর আমি বেঁচে থাকব না। সত্যিকারের কুশান হয়তো আর কখনো সত্যিকারের টিয়ারাকে দেখবে না। যে কথাটি সে বলতে চেয়েছিল হয়তো কোনদিন সেই কথাটি বলতে পারবে না–

কি কথা কুশান?

আমি কিছু বলার আগেই হঠাৎ ভয়ংকর এক বিস্ফোরণে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তীব্র আলোর ঝলকানিতে চারিদিক ঝলসে উঠে। প্রচন্ড উত্তাপে ভয়াবহ শব্দ আগুনের লেলিহান শিখা আর তার মাঝে দেখতে পাই দুটি প্রেত যেন একে অন্যের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মান্ড যেন হঠাৎ খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। আমি টিয়ারাকে ধরে রাখার চেষ্টা করলাম কিন্তু সে আমার হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল– আমি দেখলাম সে উড়ে যাচ্ছে, ছুটে যাচ্ছে মিলিয়ে যাচ্ছে–

আমি চিৎকার করতে থাকলাম, কিন্তু কেউ আমার চিৎকার শুনতে পেল না।

আমরা দক্ষিন দিকে হাঁটছি গত তিন সপ্তাহ থেকে। বাইভার্বালে করে এলে অনেক তাড়াতাড়ি আসা যেতো কিন্তু আমরা সেভাবে আসতে চাই নি। আমরা হেঁটে হেঁটে আসছি, বহুকাল আগে মানুষ যেভাবে নূতন দেশের খোঁজে যেতো, সেভাবে।

আমরা এখনো দক্ষিনের সেই অঞ্চলটিতে পৌছাই নি কিন্তু সবাই জানি তার খুব কাছা কাছি এসে গেছি। হঠাৎ হঠাৎ আমরা সেটি অনুভব করতে পারি, মুখে

শীতল হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগে। মাটিতে চোখ বুলালে চোখে পড়ে ছোট গাছের কুড়ি, সবুজ গাছের পাতা। গত রাতে একটা নিশি জাগা পাখী ডেকে ডেকে উড়ে গেছে আকাশ দিয়ে। বাতাসে একধরনের সজীব প্রানের ঘ্রাণ, ঠিক জানি না কেন সেটি বুককে উতলা করে দেয়।

আমার পাশাপাশি হাটছে ইশি। তার ঘাড়ে একটি ছোট দুরন্ত শিশু। আমাদের পিছনে রাইনুক আর নাইনা। একটু পিছনে লিয়ানা। দীর্ঘদিন সিলাকিত হয়েছিল বলে একটু শুকিয়ে গিয়ে তাকে দেখাচ্ছে একটা বাচ্চা মেয়ের মত। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে হাসল মিষ্টি করে। লিয়ানার পিছনে একটি ভাবুক তরুন, তার পিছনে দুটি চঞ্চল তরুনী, তাদের পিছনে আরো অনেকে। কত জন আসছে আমাদের সাথে কে জানে। কত তাড়াতাড়িই না গ্রুষ্টানকে ভুলে গেছে সবাই আর নূতন এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে কি অনায়াসে।

আমি একটা বড় পাথরের পাশে দাড়ালাম, একটা শুয়োপোকা গুটি গুটি হেঁটে যাচ্ছে। আমি সাবধানে সেটাকে হাতে তুলে নেই। হাত বেয়ে যেতে থাকে পোকাটি। কি বিচিত্র একটি অনুভূতি।

হঠাৎ টিয়ারা ছুটে এল কোথা থেকে, মাথার চুল পিছনে টেনে এক টুকরা রঙ্গীন কাপড় বেঁধেছে শক্ত করে। আমাকে দেখে অকারণে হেসে ফেলল সে। আমি বললাম, দেখেছ এটা কি?

কি?

শুয়োপোকা।

এতগুলি পা নিয়ে এত আস্তে আস্তে হাঁটে?

আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ। আর কয়দিন অপেক্ষা কর দেখবে সে কি সুন্দর প্রজাপতি হয়ে উড়ে যাবে আকাশে।

সত্যি?

সত্যি।

আমি টিয়ারার চোখের দিকে তাকালাম, ঝকঝকে কালো দুটি চোখ যেন দুটি অতলান্ত হ্রদ। যেরকম একটি হ্রদের দিকে আমরা হেঁটে যাচ্ছি বহুদিন থেকে। যেই হ্রদে থাকবে টলটলে নীল পানি। যেই পানিতে থাকবে রূপালী মাছ। যার তীরে থাকবে সবুজ গাছ। গাছে থাকবে লাল ফুল। যার আকাশে থাকবে সাদা মেঘ, যে মেঘে উড়ে বেড়াবে রঙিন পাখি।

আমি জানি আজ হোক কাল হোক আমরা পৌছাব সেই হ্রদের কাছে।

---

shaibalrony@yahoo.com

For More books of Humayun Ahamed &
Md. Jafar Iqbal Please contact:
Rony
shaibalrony@yahoo.com
01914882384